হযরত ইমাম গাযযালী (র)

সৌভাগ্যের পরশমণি

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ ব্যবহার

আবদুল খালেক
অনূদিত

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.BANGLAKITAB.com

প্রকাশকের কথা

বিশ্ববরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও দার্শনিক হযরত ইমাম গায্যালী (র) ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা ও মর্মবাণীর বিস্তৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলি মানুষের আত্মিক উন্নয়নে শত শত বছর ধরে বিশেষ ভূমিকা রেখে আসছে। মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডারে হযরত ইমাম গায্যালী (র)-এর গ্রন্থরাজি হীরকখণ্ডের মতো বর্ণালী আলো ছড়িয়ে চলেছে। তাঁর গ্রন্থাবলি পৃথিবীর প্রায় সবগুলো শ্রেষ্ঠ ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে। হযরত ইমাম গায্যালী (র) রচিত গ্রন্থাবলির মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সা'আদাত' একটি অনন্য গ্রন্থ। এর দ্বিতীয় খণ্ডে পানাহার, বিবাহ, উপার্জন, হালাল-হারাম, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়, সর্বসাধারণ, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী, দাস-দাসী ও দরিদ্রের হক, নির্জনবাস, ভ্রমণ, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ এবং প্রজাপালন ও রাজ্য শাসন ইত্যাদি বিষয়ে সুগভীর আলোচনা রয়েছে। এ সবগুলো বিষয়ই হযরত ইমাম গায্যালী (র) কুরআন-হাদীস, দর্শন ও যুক্তির নিরিখে অত্যন্ত সুগভীর পাণ্ডিত্যের সাথে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর যুক্তির সাথে রয়েছে আত্মিক উপলব্ধিরও স্পর্শ। বিশ্বখ্যাত এই কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থটি 'সৌভাগ্যের পরশমণি' নামে অনুবাদ করেছেন বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক জনাব আবদুল খালেক। অত্যন্ত সহজ, হৃদয়গ্রাহী ও সাবলীল ভাষায় অনূদিত এ গ্রন্থটি ইতোমধ্যে পাঠক সমাজে ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। বর্তমানে প্রচুর পাঠক চাহিদার প্রেক্ষিতে এর পঞ্চম সংস্করণ (ইফাবা চতুর্থ সংস্করণ) প্রকাশ করা হলো।

আমরা আশা করি, বইটি এবারও আগের মতোই পাঠকপ্রিয়তা লাভ করবে।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.BANGLAKITAB.com

অভিমত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম গায্যালী (র) ছিলেন ইসলাম জগতের অদ্বিতীয় আলিম ও অসামান্য খোদাপ্রেমিক ওলী। তাঁর রচিত বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' অন্যতম। এই গ্রন্থখানি তরীকত পন্থীদের পথপ্রদর্শক। ইহাতে আছে মানসিক রোগসমূহের সম্যক পরিচয় এবং উহা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণের প্রকৃষ্ট উপায়। অবশ্য এই ব্যাপারে কামিল মুরশিদের সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

গ্রন্থখানি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হইয়া আল্লাহ্ প্রেমিক ও জ্ঞানানুরাগীদের পিপাসা মিটাইয়া আসিতেছে। বাংলা ভাষায়ও ইহার অভ্রান্ত অনুবাদ প্রকাশের তীব্র অভাব অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। প্রিয় বন্ধু মৌলভী আবদুল খালেক বি.এ. (অনার্স) সাহেব বাংলা ভাষাভাষীদের এই অভাব পূরণে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। আমি ইহার বহুল প্রচার কামনা করি।

দোয়া করি, এই অনুবাদ গ্রন্থ 'সৌভাগ্যের পরশমণি' আল্লাহ্র দরবারে কবূল হউক এবং মূল গ্রন্থকার এবং অনুবাদকের পরিশ্রম ও নেক উদ্দেশ্য সফল হউক। আমীন!

আহ্কার
আবদুল ওহ্হাব
মুহ্তামিম
হুসাইনিয়া আশরাফুল উলুম মাদ্রাসা
বড়কাটরা, ঢাকা

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় ঃ পানাহার	১১
দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ বিবাহ	২৭
তৃতীয় অধ্যায় ঃ উপার্জন ও ব্যবসায়	৪৮
চতুর্থ অধ্যায় ঃ হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়	৮৯
পঞ্চম অধ্যায় ঃ সর্বসাধারণ, বন্ধুবর্গ, প্রতিবেশী, দাস-দাসী ও দরিদ্রের হক	১১৩
ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ নির্জনবাস	১৫৯
সপ্তম অধ্যায় ঃ ভ্রমণ	১৮১
অষ্টম অধ্যায় ঃ সমা'	১৯৯
নবম অধ্যায় ঃ সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে প্রতিরোধ	২২৯
দশম অধ্যায় ঃ প্রজাপালন ও রাজ্য শাসন	২৫৭

www.BANGLAKITAB.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ব্যবহার

এই খণ্ড দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত; যথা ঃ (১) পানাহার প্রণালী, (২) বিবাহ এবং বৈবাহিক জীবন যাপন পদ্ধতি, (৩) উপার্জন ও ব্যবসায় বিধি, (৪) হালাল রুযী অন্বেষণ, (৫) মানবজাতির সহিত জীবন যাপন প্রণালী, (৬) নির্জনবাস প্রণালী, (৭) বিদেশ ভ্রমণের নিয়ম, (৮) সঙ্গীত ও সঙ্গীত মোহ, (৯) সৎকর্মের আদেশ ও অসৎকর্ম প্রতিরোধ প্রণালী, (১০) রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন পদ্ধতি।

পানাহার

ইবাদতের পন্থাও ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত এবং পথের সম্বলও এক হিসাবে পথের অন্তর্গত। সুতরাং ধর্মপথের যাবতীয় আবশ্যক বস্তুই ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। ধর্ম-পথ-যাত্রীর আহারের প্রয়োজন। সকল ধর্ম-পথ-যাত্রীর একমাত্র উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র দর্শন লাভ। ইল্‌ম ও সৎকর্ম ইহার বীজ। জ্ঞানলাভ ও কর্মানুষ্ঠান শারীরিক সুস্থতা ব্যতীত সম্ভব নহে এবং পানাহার ব্যতীত শারীরিক সুস্থতা অসম্ভব। সুতরাং ধর্ম পথে চলার জন্যে পানাহার একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই পানাহারও ধর্ম-কর্মের অন্তর্ভুক্ত। এই কারণেই আল্লাহ্ বলেন ঃ

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا

পাক হালাল খাদ্য আহার কর এবং সৎকর্ম সম্পাদন কর।

খাদ্য গ্রহণ ও সৎকর্ম, এই উভয়টিকে আল্লাহ্ এই আয়াতে একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি জ্ঞানার্জন, সৎকর্মানুষ্ঠান ও ধর্ম-পথে চলার শক্তিলাভের উদ্দেশ্যে আহার করে, তাহার পানাহারও ইবাদত বলিয়াই পরিগণিত হয়। এই জন্যই রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "প্রত্যেক কাজেই মুসলমানের সওয়াব আছে; এমন কি যে গ্রাস সে নিজের মুখে তুলিয়া লয় এবং যে গ্রাস নিজের পরিবার-পরিজনের মুখে প্রদান করে তাহাতেও তাহার সওয়াব হয়।" তিনি এই জন্যই ইহা বলিয়াছেন যে, মুসলমানের প্রত্যেকটি কাজই পরকালের উদ্দেশ্যে হইয়া থাকে। অতএব তাহার পানাহারও ধর্ম-কর্মের অন্তর্গত।

পানাহার ধর্মকর্মের অন্তর্গত হওয়ার নিদর্শন ঃ পানাহার ধর্ম-কর্মের অন্তর্গত হওয়ার কতিপয় নিদর্শন আছে ; যথা ঃ (১) লোভের বশবর্তী হইয়া পানাহার না করা। (২) হালাল উপায়ে উপার্জিত বস্তু আবশ্যক পরিমাণে পানাহার করা এবং (৩) পানাহারের নিয়মসমূহ পালন করা।

পানাহারের প্রণালী ঃ আহার গ্রহণে কতিপয় সুন্নত কাজ আছে। উহার মধ্যে কয়েকটি আহারের পূর্বে, কয়েকটি আহার গ্রহণের সময় এবং কয়েকটি আহারের পরে পালন করিতে হয়।

আহারের পূর্বে সাতটি সুন্নত কার্য ঃ (১) হাত-মুখ ধৌত করা। পরকালের নিয়্যতে আহার করিলে ইহা ইবাদতে গণ্য হয় বলিয়া আহারের পূর্বে হাত-মুখ ধৌত

www.BANGLAKITAB.com

করা ওযুস্বরূপ। ইহা ব্যতীত ধৌত করায় হাত-মুখের মলিনতা বিদূরীত হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "যে ব্যক্তি আহারের পূর্বে হাত ধৌত করিবে সে দরিদ্রতা ও অভাবগ্রস্ততা হইতে নিশ্চিন্ত থাকিবে।" (২) আহার্যদ্রব্য দস্তরখানে রাখিয়া আহার করা, শুধু থালার উপর রাখিয়া আহার না করা। রাসূলে মকবুল (সা) খাদ্য দস্তরখানের উপর রাখিয়াই আহার করিতেন। কারণ, দস্তরখান সফরের (স্থানান্তরে গমনের) কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং দুনিয়ার সফর পরকালের সফরের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া থাকে। দস্তরখানের উপর আহার্য দ্রব্য রাখিয়া আহার করাতে দীনতাও প্রকাশ পায়। থালায় রাখিয়া আহার করাও দুরস্ত আছে, কেননা ইহার বিরুদ্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। তবে দস্তরখানের উপর খাদ্যদ্রব্য রাখিয়া আহার করাই পূর্বকালীন বুযর্গগণ ও রাসূলে মকবুল (সা)-এর অভ্যাস ছিল। (৩) ডান হাঁটু উঠাইয়া রাখিয়া বাম পা পাতিয়া বসিবে; কোন কিছুর উপর হেলান দিয়া আহারে বসিবে না। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "আমি হেলান দিয়া আহার করি না, কেননা আমি আল্লাহ্‌র একজন দাস; দাসের ন্যায় বসি এবং দাসের ন্যায় আহার করি।" (৪) ইবাদতে শক্তি সঞ্চয়ের নিয়্যতে আহার করা, লোভের তাড়নায় আহার না করা। হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন শায়বান (র) বলেন ঃ "আশি বৎসর যাবত কোন বস্তু আমি লোভের তাড়নায় ভক্ষণ করি নাই।" অল্পাহারের ইচ্ছা থাকিলেও এই নিয়্যত ঠিক বলিয়া ধরা যাইবে।। অতিভোজন মানুষকে ইবাদত হইতে বিরত রাখে। এই জন্যই রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "ছোট ছোট কয়েক লোক্‌মা যাহা লোকের পিঠ সোজা রাখে, তাহাই যথেষ্ট। "এই পরিমাণে পরিতুষ্ট হইতে না পারিলে উদরের এক-তৃতীয়াংশ আহারের নিমিত্ত, এক-তৃতীয়াংশ পানির জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য রাখিবে অর্থাৎ পেটের দুই তৃতীয়াংশ পানাহার দ্বারা পূর্ণকরতঃ এক তৃতীয়াংশ শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য খালি রাখিবে (৫) ভালরূপে ক্ষুধা না পাইলে আহার করিবে না। আহারের পূর্বে পালনীয় সুন্নতসমূহের মধ্যে ক্ষুধাই প্রধান। কারণ, ক্ষুধার পূর্বে আহার করা মাক্‌রূহ ও নিতান্ত দূষণীয়। যে ব্যক্তি ক্ষুধা পাইলে আহারে প্রবৃত্ত হয় এবং কিছু ক্ষুধা থাকিতেই আহারে বিরত হয়, তাহার চিকিৎসকের প্রয়োজন হয় না। (৬) উত্তম খাদ্যের জন্য লালায়িত না হইয়া যাহা জোটে তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে আহার করিবে। কারণ, মুসলমানের আহারের উদ্দেশ্য ইবাদতের শক্তি অক্ষুণ্ন রাখা, ভোগ-বিলাস ও আমোদ-প্রমোদ ইহার উদ্দেশ্য নহে। আহার্য-দ্রব্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সুন্নত। কারণ, ইহার উপরই মানবদেহের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। আহার্য-দ্রব্য উপস্থিত পাইলে তরকারির প্রতীক্ষায় না থাকিয়া, এমনকি নামাযের প্রতীক্ষাও না করিয়া আহার করিয়া ফেলিলেই উহার প্রতি বড় সম্মান প্রদর্শন করা হয়। আহার্য-সামগ্রী উপস্থিত হইলে আহারের পর নামায পড়িবে। (৭) আহারের সাথী না আসা পর্যন্ত আহার গ্রহণ করিবে না। কারণ, একাকী

আহার করা সঙ্গত নহে। খাদ্য-পাত্রে যত অধিক হস্ত মিলিত হইবে ইহাতে তত অধিক বরকত হইবে। হযরত আনাস (রা) বলেন যে, রাসূলে মক্‌বুল (সা) কখনও একাকী আহার করিতেন না।

আহারের সময় পালনীয় নিয়ম ঃ প্রথমে 'বিস্‌মিল্লাহ' বলিয়া আহার আরম্ভ করিবে এবং আহার শেষে 'আলহাম্‌দুলিল্লাহ্' বলিবে। তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট এই যে. প্রথম গ্রাসে 'বিস্‌মিল্লাহ্', দ্বিতীয় গ্রাসে 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মান' এবং তৃতীয় গ্রাসের সময় 'বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম' বলিবে। এইগুলি জোরে বলিবে যেন অপর লোকেরও স্মরণ হয়। ডান হাতে খাদ্য গ্রহণ করিবে। লবণ দ্বারা আহার আরম্ভ করিবে এবং লবণ দ্বারাই শেষ করিবে। কারণ, খাহেশের বরখেলাপ লবণ দ্বারা আহার শুরু করত ঃ লোভ দমনের কথা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। ছোট ছোট গ্রাস মুখে দিবে এবং উত্তমরূপে চর্বণ করিবে। প্রথম গ্রাস গলাধঃকরণ না করিয়া অন্য গ্রাস গ্রহণ করিবে না। খাদ্য-দ্রব্যের কোন দোষ বর্ণনা করিবে না। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) কখনও খাদ্য-দ্রব্যের দোষ বর্ণনা করিতেন না; ভাল হইলে আহার করিতেন, অন্যথায় হস্ত সংকুচিত করিয়া লইতেন। বরতনের যে পার্শ্ব নিজের দিকে থাকে সে পার্শ্ব হইতে আহার করিবে। কিন্তু ফলমূল জাতীয় খাদ্য হইলে বরতনের সকল অংশ হইতে ইচ্ছানুযায়ী গ্রহণ করা যায়। কারণ, ফলমূল বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকে। "সারীদ' নামক খাদ্য বরতনের মধ্যভাগ হইতে আহার না করিয়া চারি পার্শ্ব হইতে গ্রহণ করিবে। রুটি মধ্যস্থল হইতে ছিঁড়িয়া খাইবে না; বরং চারি পার্শ্ব হইতে ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া খাইবে। রুটি ও গোশ্‌ত ছুরি দ্বারা কাটিয়া খাইবে না। পেয়ালা ইত্যাদি যাহা আহার্য দ্রব্য নহে তাহা রুটির উপর রাখিবে না। রুটির উপর হাত মুছিবে না।

গ্রাস বা খাদ্য-দ্রব্যের কোন অংশ হস্তচ্যুত হইলে উহা উঠাইয়া লইবে এবং পরিস্কার করিয়া খাইয়া ফেলিবে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, হস্ত হইতে পতিত খাদ্যাংশ পরিত্যাগ করিলে শয়তানের জন্যই পরিত্যাগ করা হয়। অঙ্গুলি সংযুক্ত খাদ্যাংশ প্রথমে চাটিয়া খাইয়া তৎপর নিজের কোন বস্ত্র দ্বারা হাত মুছিয়া ফেলিবে। কেননা অঙ্গুলি সংযুক্ত খাদ্যাংশে হয়ত বরকত থাকিয়া যাইতে পারে। আহার্য দ্রব্য গরম থাকিলে ফুৎকার দিয়া আহার করিবে না; বরং ঠাণ্ডা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিবে। খুরমা, আপেল বা এই প্রকার কোন দ্রব্য যাহা গণনা করা যায় তাহা বেজোড় সংখ্যায় যেমন, সাত, এগার কিংবা একুশ ইত্যাদি গণিয়া আহার করিবে যেন সকল কাজেই আল্লাহর সহিত সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কারণ, আল্লাহ্ একক, বেজোড়, তাহার কোন জোড়া নাই। যে কাজে কোন প্রকারেই আল্লাহ্‌র স্মরণ না হয় তাহা বাতিল ও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। এই জন্যই বেজোড় সংখ্যক দ্রব্য জোড় সংখ্যক দ্রব্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, ইহাতে আল্লাহর সম্বন্ধ থাকে। খুরমা আহার করিয়া ইহার

www.BANGLAKITAB.com

আঁটি বরতনে কিংবা হাতে রাখিবে না। যে সমস্ত বস্তুর খোসা বা অখাদ্য অংশ ফেলিয়া দিতে হয় সেসব সম্বন্ধেও এই একই ব্যবস্থা। আহারের সময় বেশি পানি পান করিবে না।

পানি পানের নিয়ম ঃ পানপাত্র ডান হাতে ধরিবে এবং 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিয়া আস্তে আস্তে পান করিবে। দাঁড়াইয়া বা শায়িত অবস্থায় পান করিবে না। পানপাত্র হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে ইহাতে কোন প্রকার খড়কূটা বা জীবাণু আছে কিনা। ঢেকুর উঠিলে পান পাত্র হইতে মুখ ফিরাইয়া লইবে। এক ঢোকের অধিক পান করিতে চাহিলে তিন ঢোকে পান করিবে; প্রত্যেক বার 'বিস্‌মিল্লাহ্' বলিবে এবং সর্বশেষে 'আলহামদলিল্লাহ্' বলিবে। পানপাত্রের নিম্নদিকে লক্ষ্য রাখিবে যেন পানীয়দ্রব্য টপকাইয়া না পড়ে। পানশেষে এই দু'আ পড়িবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَهٗ عَذْبًا فُرَاتًا بِرَحْمَتِهٖ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا بِذُنُوْبِنَا-

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি নিজ অনুগ্রহে এই পানীয়কে মিষ্ট ও সুস্বাদু করিয়াছেন এবং আমাদের পাপের কারণে ইহাকে লবণাক্ত ও বিস্বাদ করেন নাই।

আহার শেষে পালনীয় নিয়ম ঃ উদর পূর্ণ হইবার পূর্বেই আহারে ক্ষান্ত হইবে, আঙ্গুলগুলি চাটিয়া পরিস্কার করিবে এবং দস্তরখানের উপর যে সমস্ত খাদ্যাংশ পড়িয়া থাকে তাহা নিঃশেষে তুলিয়া খাইবে। কারণ, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি দস্তরখানা হইতে খাদ্য তুলিয়া খাইবে তাহার জীবিকার সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহার সন্তান-সন্ততি নির্দোষ ও নিরাপদে থাকিবে এবং ঐ খাদ্যসমূহ বেহেশ্‌তে হূরদের সহিত বিবাহের মাহর থাকিবে। অতপর হাত রুমাল বা দস্তরখানে মুছিয়া ফেলিবে। তৎপর খিলাল করিবে। দাঁতের ফাঁক হইতে বাহির হইয়া যাহা জিহ্বার উপর পতিত হয় তাহা গিলিয়া ফেলিবে এবং খিলালের সহিত যাহা বাহির হইয়া আসে তাহা ফেলিয়া দিবে। ভোজন-পাত্রের খাদ্যাংশ আঙ্গুল দ্বারা চাটিয়া খাইবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি ভোজন-পাত্র মুছিয়া খায় ইহা তাহার জন্য এইরূপ দু'আ করে-"হে আল্লাহ ! এই ব্যক্তি যেমন আমাকে শয়তানের লেহন হইতে রক্ষা করিয়াছে তদ্রূপ তুমি তাহাকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।" ভোজনের পাত্র ধৌত করত এই পানি পান করিলে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব পাওয়া যায়। আহারান্তে বলিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَاٰوَانَا وَهُوَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا-

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র, যিনি আমাদিগকে পানাহার করাইয়াছেন, আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুৎ-পিপাসা নিবৃত্ত করিয়াছেন। তিনিই আমাদের পরিচালক ও প্রভু।

তৎপর সূরা ইখলাস ও সূরা কুরাইশ পাঠ করিবে।

হালাল খাদ্য খাইয়া থাকিলে আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে। কিন্তু সন্দেহজনক খাদ্য খাইয়া থাকিলে রোদন ও অনুতাপ করিবে। কারণ, যে ব্যক্তি আহারান্তে রোদন করে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় নহে যে আহারান্তে উদাসীনতার দরুণ হাস্য করে। পরিশেষে হাত-মুখ ধুইবে। ধৌত করিবার সময় বাম হাতে 'ওশনান' নামক ঘাসের পাতা লইবে। প্রথমে ডান হাতের আঙ্গুলের অগ্রবাগ 'ওশ্‌নান ' ছাড়া ধুইবে। তৎপর ওশনানে আঙ্গুল মলিবে। ঠোঁট , দাঁত ও তালুর উপর ওশ্‌নান দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ইহার পর আঙ্গুলিগুলি ধুইয়া ফেলিবে। মুখের ভিতরের অংশও ওশ্‌নানের পাতার দ্বারা পরিস্কার করিয়া ধুইবে।

অন্যের সহিত আহারের নিয়ম ঃ একাকী কিংবা অন্যের সহিত ভোজনকালে সর্বাবস্থায় উল্লিখিত নিয়মসমূহ পালন করিতে হইবে। তদুপরি অপরের সহিত ভোজনকালে আরও সাতটি নিয়ম পালন করিতে হইবে। **প্রথম ঃ** যিনি বয়সে, জ্ঞানে পরহিযগারীতে কিংবা অন্য কোন কারণে শ্রেষ্ঠ, তিনি আহার আরম্ভ না করা পর্যন্ত আহারে প্রবৃত্ত হইবে না। অপর পক্ষে সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির পক্ষে বিলম্ব করিয়া অন্যান্য লোককে প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখা উচিত নহে। **দ্বিতীয় ঃ** একেবারে চুপচাপ বসিয়া আহার করিবে না; কারণ নীরবে আহার করা বিজাতীয় রীতি। বরং মুত্তাকী, পরহিযগার, বুযুর্গগণের কাহিনী, জ্ঞানগর্ভ বাক্য ও শরীয়তের সুন্দর বিষয় আলোচনা করিবে। অলীক ও অশ্লীল কথা বলিবে না। **তৃতীয় ঃ** নিজে যেন সঙ্গীদের অপেক্ষা অধিক না খাও তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। সকলের আহার্য-দ্রব্য একত্রে মিলিত থাকিলে অধিক খাওয়া হারাম। বরং নিজে কম খাইয়া সঙ্গীদিগকে অধিক খাইতে দিবে এবং উপাদেয়গুলি তাহাদের সম্মুখে বাড়াইয়া দিবে। সঙ্গী ধীরে ধীরে খাইতে থাকিলে তাহাকে নিঃসঙ্কোচে ও প্রফুল্লচিত্তে অনুরোধ করিবে। কিন্তু তিনবারের অধিক 'খাও, খাও' বলিয়া অনুরোধ করিবে না। কারণ, ইহার অধিক করিলে অত্যধিক অনুনয়-বিনয় ও বাড়াবাড়ি করা হয়। আহারের জন্য কসমও দিবে না। কেননা, আহার অপেক্ষা কসমের মর্যাদা বেশি। **চতুর্থ ঃ** এমনভাবে আহার করিবে যেন সাথীকে 'খাও, খাও' বলিয়া অনুরোধ করিবার প্রয়োজন না পড়ে; বরং সাথী যেমনভাবে আহার করে তুমিও সেইভাবে আহার করিবে। নিজের অভ্যাসের চেয়ে কম আহার করিবে না। কারণ, ইহা রিয়া। সাথীদের সঙ্গে বসিয়া যেরূপভাবে আহার কর একাকী আহারকালেও সেই নিয়মগুলি মানিয়া চলিবে। তাহা হইলে মজলিসে আহারকালেও আদব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। সঙ্গীকে বেশি খাওয়াইবার উদ্দেশ্যে নিজে অল্প আহার করা উত্তম।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত ইব্ন মুবারক (র) দরিদ্রদিগকে দাওয়াত করত ঃ তাহাদের সম্মুখে খুরমা স্থাপন পূর্বক বলিতেন, "যে ব্যক্তি অধিক খাইবে এক- একটি আটির জন্য তাহাকে একটি করিয়া রৌপ্য মুদ্রা প্রদান করিব।" আহারের পর গণনা করত যাহার আঁটির সংখ্যা অধিক পাইতেন তাহাকে আঁটি প্রতি একটি করিয়া রৌপ্যমুদ্রা পুরস্কার দিতেন। **পঞ্চম ঃ** আহারের সময় দৃষ্টি নিম্নদিকে রাখিবে এবং অপরের লোকমার দিকে দৃষ্টি করিবে না। মজলিসের লোকেরা তোমাকে শ্রদ্ধেয় বলিয়া জ্ঞান করিলে তুমি সকলের পূর্বে বরতন হইতে হাত উঠাইবে না। কিন্তু অপরের চক্ষে তুমি কম মর্যাদাসম্পন্ন হইলে প্রথম ভাগে তুমি হাত গুটাইয়া রাখিবে যেন শেষভাগে উত্তমরূপে আহার করিতে পার। কিন্তু উত্তমরূপে আহার করিতে অক্ষম হইলে ইহার কারণ প্রকাশ করিয়া দিবে। ইহাতে তোমার সঙ্গিগণ তৃপ্তির সহিত আহার করিতে লজ্জাবোধ করিবে না। **ষষ্ঠ ঃ** আহারকালে এমন কোন কাজ করিবে না যাহাতে সহভোজীদের মনে ঘৃণার সঞ্চার হইতে পারে। বরতনের উপর হাত ঝাড়িবে না; বরতনের উপর এতটুকু ঝুকিয়া পড়িবে না যাহাতে মুখ হইতে বরতনে কিছু পড়িতে পারে। কোন কিছু মুখ হইতে বরতনে পড়িবার উপক্রম হইলে মুখ অন্যদিকে ফিরাইয়া লইবে। চর্বিদার খাদ্য সির্কাতে ডুবাইয়া খাইবে না। যে দ্রব্য দাঁত দ্বারা কর্তন করা হইয়াছে তাহা পুনরায় বরতনে রাখিবে না। ইহাতে সহভোজীদের মনে ঘৃণার উদ্রেক হইতে পারে। যে সকল বস্তুর কথা বলিলে মনে ঘৃণা জন্মে এমন সব বস্তুর কথা বলিবে না। সপ্তম ঃ চিলম্‌চিতে হাত ধুইবার সময় অপরের সম্মুখে চিলম্‌চিতে থু থু-কাশি ফেলিবে না। মজলিসের সর্বাপেক্ষা শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে সর্বাগ্রে হাত ধোয়াইয়া দিবে। সকলে তোমাকে সম্মান করিলে তাহা উপেক্ষা করিবে না। মজলিসে উপবিষ্ট লোকদের ডানদিক হইতে হাত ধোয়াইতে আরম্ভ করিবে। যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক লোকের হাত ধোয়াইয়া চিলম্‌চির পানি দূরে ফেলিয়া দিবে। প্রত্যেকের হাত ধোয়াইয়াই পানি ফেলিবে না। কারণ ইহা বিজাতীয় রীতি। একবার একই চিলমচিতে অনেক লোকের হাত ধোয়াই উত্তম। ইহাতে দীনতা ও নম্রতা প্রকাশ পায়। কুল্লি করিলে কুল্লির পানি চিলম্‌চিতে এত আস্তে ফেলিবে যেন অপরের শরীর বা বিছানায় পানি ছিটকাইয়া না পড়ে। যে ব্যক্তি হাত ধোয়াইবে তাহার দাঁড়াইয়া পানি ঢালাই উত্তম।

পানাহারের উল্লিখিত আবদসমূহ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে। এইগুলি দ্বারা মানুষ ও পশুর মধ্যে পার্থক্য বোঝা যায়। মনে যেরূপ চায় পশুরা তদ্রূপই আহার করিয়া থাকে। ইহারা ভাল-মন্দ বিচার করিতে পারে না। আল্লাহ্ পশুকে ভাল-মন্দের বিচার-শক্তি প্রদান করেন নাই। মানুষকে আল্লাহ্ ইহা দান করিয়াছেন। এমতাবস্থায় সে যদি তদনুযায়ী কাজ না করে তবে বুদ্ধি ও বিচারশক্তিরূপ মহাদানের হক আদায় করা হইল না; বরং এই মহাদানের অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইল।

বন্ধু-বান্ধব ও ধর্মভ্রাতাগণের সহিত একত্রে আহারের ফযীলত ঃ বন্ধু-বান্ধবকে দাওয়াত করিয়া খাওযান প্রচুর দান-খয়রাত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কারণ, হাদীস শরীফে আছে যে, তিনটি বিষয়ে মানুষের নিকট হইতে কোন হিসাব গ্রহণ করা হইবে না। উহা এই ঃ (১) রোয়ার নিয়্যতে শেষরাতে যাহা খাইবে; (২) ইফতারের সময় যাহা আহার করিবে এবং (৩) বন্ধু-বান্ধবের সহিত যাহা আহার করিবে। হযরত জাফর ইব্ন সাদিক (র.) বলেন, "বন্ধু-বান্ধবদের সহিত আহারে বসিয়া তাড়াতাড়ি করিবে না, যথাসম্ভব বিলম্ব করিবে। কারণ তাহাদের সহিত আহারকালে পরমায়ুর যে অংশটুকু ব্যয় হয় তাহার হিসাব হইবে না।" হযরত হাসান বসরী (র.) বলেন ঃ "মানুষ নিজে যাহা পানাহার করে এবং স্বীয় মাতাপিতাকে যাহা পানাহার করায় উহার হিসাব হইবে। কিন্তু যে খাদ্য সে ধর্ম-বন্ধুদের সম্মুখে স্থাপন করে তাহার হিসাব হইবে না।" কোন এক বুযর্গের অভ্যাস ছিল যে, তিনি ধর্ম-বন্ধুগণকে খাওয়াইবার জন্য বহু পরিমাণে খাদ্য প্রস্তুত করাইয়া সমস্তই তাহাদের সম্মুখে স্থাপন করিতেন এবং বলিতেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে ঃ "যে খাদ্য মেহমানের সম্মুখ হইতে উদ্বৃত্ত হয় তাহার হিসাব হইবে না। সুতরাং আমার ইচ্ছা এই যে, বন্ধুদের ভোজনের পর যাহা উদ্বৃত্ত হইবে তাহা হইতে আহার করি, যেন হিসাব দিতে না হয়।" হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "ধর্মভ্রাতাগণের সম্মুখে এক সা (প্রায় সাড়ে তিন সের) পরিমাণ খাদ্য স্থাপন করা আমার নিকট একজন গোলাম আযাদ করা অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়।" হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, আল্লাহ্ কিয়ামত দিবসে বলিবেন, "হে আদম -সন্তান! আমি ক্ষুধার্ত হইয়াছিলাম, তুমি আমাকে আহার দেও নাই।" মানুষ বলিবে, "হে আল্লাহ্! কেমন করিয়া তুমি ক্ষুধার্ত হইয়াছিলে? তুমি তো নিজেই সমগ্র বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি, তুমি তো কখনও আহারের মুখাপেক্ষী নও।" আল্লাহ্ বলিবেন, "তোমার ভাই ক্ষুধার্ত হইয়াছিল, তুমি তাহাকে আহার প্রদান করিলে যেন আমাকেই প্রদান করা হইত।' রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ " যে ব্যক্তি মুসলমান ভাইকে উদর পূর্ণ করিয়া পানাহার করাইবে, আল্লাহ্ তাহাকে দোযখের অগ্নি হইতে সাত খন্দক দূরে রাখিবেন; প্রতি খন্দকের মধ্যবর্তী দূরত্ব পাঁচশত বৎসরের পথ।" তিনি আরও বলেন ঃ

خَيْرُكُمْ مَنْ اَطْعَمَ الطَّعَامَ-

তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই উত্তম যে ক্ষুধার্তকে আহার প্রদান করে।

বন্ধু দর্শনে গিয়া আহারের নিয়ম ঃ বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে আহারের চারিটি নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা ঃ

www.BANGLAKITAB.com

১. অনাহূতভাবে আহারের সময় কাহারও নিকট যাইবে না। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, অনাহূতভাবে অপরের খাদ্য আহারের ইচ্ছা করা পাপের কার্য এবং অনাহূতভাবে আহার করিলে হারাম ভক্ষণ করা হয়। অকস্মাৎ আহারের সময় কাহারও বাড়িতে যাইয়া উপস্থিত হইলে সমাদর ব্যতীত তথায় আহার করিবে না। সমাদর করিলেও যদি মনে হয় যে, সমাদর আন্তরিক নহে তবেও খাওয়া উচিত নহে; বরং নম্রতার সহিত খাইতে অস্বীকার করিবে। কিন্তু যাহার বন্ধুত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা আছে এবং যাহার মনোভাব জানা আছে, তাহার বাড়িতে অনাহূতভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আহারের উদ্দেশ্যে গমন করা দুরস্ত আছে। বরং বন্ধুদের মধ্যে ইহা সুন্নত। কেননা, রাসূলে মক্‌বুল (সা), হযরত আবূবকর (রা) এবং হযরত উমর (রা) ক্ষুধার্ত হইলে কোন কোন সময় হযরত আবূ আইয়ুব আন্‌সারী ও হযরত আবুল হাসীম ইব্‌ন তাইহান (রা) -এর গৃহে গিয়া খাবার চাহিয়া খাইতেন। যদি জানা থাকে যে, গৃহস্বামী এরূপ মেহমানের আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব, তবে এইরূপ চাহিয়া খাওয়াতে তাহাকে সৎকার্যে সহায়তা করা হয়।

কোন এক বুযর্গের তিনশত ষাট জন বন্ধু ছিলেন। এক-এক রাত্রিতে তিনি এক-এক বন্ধুর গৃহে রাত্রি যাপন করিতেন এবং আহার গ্রহণ করিতেন। অপর এক বুযর্গের ত্রিশজন বন্ধু ছিলেন। আবার কোন কোন বুযর্গের সাতজন করিয়া বন্ধু ছিলেন। এক-এক রজনীতে এক-এক বন্ধুর গৃহে তাঁহারা অবস্থান করিতেন। এই বন্ধুগণই যেন তাঁহাদের পেশা ও উপার্জনস্বরূপ ছিলেন এবং বন্ধুগণের কারণেই ঐ বুযর্গগণ নিশ্চিন্ত মনে ইবাদতের সুযোগ লাভ করিতেন। ধর্মের বন্ধনই যে ক্ষেত্রে বন্ধুত্বের সূত্র, এমন স্থলে বরং বন্ধুর অনুপস্থিতিতেও তাহার খাদ্য হইতে আহার করা দুরস্ত আছে। রাসূলে মক্‌বুল (সা) হযরত বুরাইদাহ (রা) গৃহে গমন করত তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার খাদ্য হইতে আহার করিয়াছিলেন। কারণ তিনি জানিতেন যে, হযরত বুরাইদাহ্ (রা) ইহাতে আনন্দিত হইবেন। হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন ওয়াসে (রা) নামক এক বুযর্গ তাঁহার মুরীদানসহ হযরত হাসান বস্‌রী (র)-এর গৃহে গমন করিতেন এবং গৃহস্বামীর অনুপস্থিতিতেই গৃহে যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিতেন। হযরত হাসান বস্‌রী (র) গৃহে প্রত্যাবর্তন করত ঃ ইহা জানিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। কয়েকজন বুযর্গ হযরত সুফিয়ান সাওরী (র)–এর গৃহে গমন করতঃ তাঁহার অনুপস্থিতিতেই তাঁহার খাদ্য হইতে আহার করিলেন। হযরত সুফিয়ান সাওরী (র) গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ইহা অবগত হইয়া বলিলেন ঃ "তোমরা আমাকে পূর্ববর্তী বুযর্গগণের ব্যবহার স্মরণ করাইয়া দিলে। তাঁহারা এইরূপই করিতেন।"

২. কোন বন্ধু গৃহে আগমন করিলে যে খাদ্য প্রস্তুত থাকে তাহাই তাহার সম্মুখে উপস্থিত করিবে। উদ্যোগ-আয়োজনের বাড়াবাড়ি করিবে না। কিছু না থাকিলে ঋণ করা উচিত নয়। নিজ পরিবার-পরিজনের প্রয়োজনের অতিরিক্ত না থাকিলে বন্ধুর

মেহমানদারী না করিয়া তাহাদের জন্য রাখিয়া দিবে। এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা) কে দাওয়াত করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, "তিনটি শর্ত মানিয়া তোমার দাওয়াত গ্রহণ করিব। প্রথম, আমার জন্য বাজার হইতে কিছুই ক্রয় করিয়া আনিবে না। দ্বিতীয়, গৃহে যাবতীয় বস্তু যাহা যে স্থানে আছে আমার সম্মানার্থ তাহার কিছুই সরাইবে না। তৃতীয়, খাদ্যদ্রব্য হইতে পরিবারবর্গের সকলের পূর্ণ অংশ রাখিবে।" হযরত ফুযাইল (র) বলেন, "আয়োজনের বাড়াবাড়ির দরুনই লোকের মধ্যে পরস্পর বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। এই বাড়াবাড়ি উঠিয়া গেলেই পুনরায় তাহারা পরস্পর মিলিত হইতে পারে।" এক ব্যক্তি তাহার জনৈক বুযর্গ বন্ধুর আগমনে আড়ম্বরের সহিত আহারের আয়োজন করিল। বুযর্গ বলিলেন ঃ "তুমি একাকী তো এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য আহার কর না, আর আমিও একাকী এরূপ আড়ম্বরপূর্ণ খাদ্য আহার করি না। সুতরাং আমরা দুইজনই যখন একত্রিত হইয়াছি তখন এরূপ আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? হয় তুমি আড়ম্বর পরিত্যাগ কর, না হয় আমি তোমার বাড়ি আসা বন্ধ করি।" হযরত সালমান (রা) বলেন যে, রাসূলে মক্‌বুল (সা) তাঁহাকে বলিয়াছেন, মেহমানদের আগমনে আহারের আয়োজনে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিও না; যাহা কিছু প্রস্তুত থাকে তাহা মেহমানের সম্মুখে হাজির করিতে দ্বিধাবোধ করিও না। হযরত সাহাবায়ে কিরাম (রা) একে অন্যের সম্মুখে রুটির টুকরা ও শুষ্ক খুরমা রাখিয়া বলিতেন, "জানি না, সেই ব্যক্তিই অধিক পাপী যে উপস্থিত খাদ্য-দ্রব্যকে অকিঞ্চিতকর মনে করিয়া বন্ধুর সম্মুখে হাজির করে না-- না সেই ব্যক্তি অধিক পাপী, যে বন্ধু কর্তৃক উপস্থাপিত খাদ্য-দ্রব্যকে নগণ্য জ্ঞানে ঘৃণা করে।" হযরত ইউনুস (আ) রুটির টুকরা ও গৃহজাত শাকসব্জির তরকারি বন্ধুদের সম্মুখে স্থাপনপূর্বক বলিতেন, "খাদ্যের আয়োজনে বাড়াবাড়িকারীদের উপর আল্লাহ্ লানত না করিলে আমি বাড়াবাড়ি করিতাম।"

একদা কতিপয় বিবদমান ব্যক্তি তাহাদের বিবাদ মীমাংসার জন্য হযরত যাকারিয়া (আ) কে মধ্যস্থ মানিয়া তাঁহার বাড়িতে গমন করতঃ দেখিতে পাইল যে, তিনি গৃহে উপস্থিত নাই। তাহারা তাঁহার গৃহে এক পরমা সুন্দরী মহিলা দেখিতে পাইল। ইহাতে তাঁহারা বিস্মিত হইল যে, তিনি পয়গাম্বর হইয়াও এমন পরমা সুন্দরী মহিলার সহিত আমোদ-প্রমোদ করেন! তাহারা তাঁহার অন্বেষণে বাহির হইয়া দেখিতে পাইল যে, তিনি একস্থানে মজুরি খাটিতে গিয়াছেন। সেই সময় তিনি আহার করিতেছিলেন। তাহাদের সহিত তাঁহার বাক্যালাপ হইল। কিন্তু তাঁহার সহিত আহার করিবার জন্য তিনি তাহাদিগকে সমাদর করিলেন না। কর্মশেষে বাড়ি ফিরিবার সময় পাদুকা খুলিয়া তিনি নগ্নপদে চলিতে লাগিলেন। এই তিন ব্যাপারে তাহারা আশ্চর্য বোধ করিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি বলিলেন, "ধর্ম রক্ষার জন্য আমি সুন্দরী মহিলা বিবাহ করিয়াছি যেন আমার চক্ষু ও অন্তর অন্যত্র কোন সুন্দরী মহিলাদের প্রতি আকৃষ্ট না

www.BANGLAKITAB.com

হয়। আহারের সময় তোমাদিগকে সমাদর না করার কারণ এই, যে খাদ্য আমার সঙ্গে ছিল উহা আমার দেহের শক্তি বজায় রাখার জন্য নিতান্ত আবশ্যক ছিল। ইহা অপেক্ষা কম আহার করিলে মজুরি কার্যে আমার ত্রুটি ঘটিত; অথচ কার্যটি সুচারুরূপে সমাধা করা আমার উপর ফরয ছিল। আর নগ্ন পদে চলার কারণ এই যে, উক্তজমির স্বত্ব লইয়া মালিকদের মধ্যে বিবাদ চলিতেছে। সুতরাং আমি ইচ্ছা করি নাই যে, আমার জুতার সহিত উক্ত ভূমির মাটি সংযুক্ত হইয়া অন্য লোকের জমিতে যাইয়া পড়ে। এই ঘটনা হইতে বোঝা গেল যে, প্রত্যেক কার্যে সততা ও সাধুতা রক্ষা করার শিষ্টাচার প্রদর্শনে বাড়াবাড়ি করা অপেক্ষা উত্তম।

৩.মেহমান গৃহস্বামীর উপর এমন ফরমায়েশ করিবে না যাহা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়। দুইটি জিনিসের মধ্যে কোন্‌টি পছন্দনীয়, এই কথা মেহ্‌মানকে জিজ্ঞাসা করা হইলে যাহা গৃহস্বামীর পক্ষে সংগ্রহ করা সহজসাধ্য, তাহাই তাহার পছন্দ করা উচিত। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) প্রত্যেক কার্যে এইরূপ করিতেন। এক ব্যক্তি হযরত সালমান (রা) গৃহে আগমন করিলে তিনি যবের রুটির টুকরা ও কিঞ্চিত লবণ তাহার সম্মুখে হাযির করিলেন। সে ব্যক্তি বলিল, "লবণের সহিত সামান্য সা'তার (এক প্রকার শাক) হইলে ভালই হইত।" হযরত সালমান (রা) নিকট তখন টাকা-পয়সা কিছুই ছিল না। অগত্যা একটি বদ্‌না বন্ধক রাখিয়া ইহার বিনিময়ে সা'তার খরিদ করতঃ মেহমানের সম্মুখে হাজির করিলেন। মেহ্‌মান আহার শেষে বলিতে লাগিল ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ قَنَّعْنَا بِمَا رَزَقْتَنَا-

"সেই আল্লাহ্‌র সমস্ত প্রশংসা যিনি আমাদিগকে যাহা কিছু রিযিক দান করিয়াছেন তাহাতেই তৃপ্তি দান করিয়াছেন।"

ইহা শুনিয়া হযরত সালমান (রা) বলিলেন ঃ "অল্পেই তোমার তৃপ্তি হইলে আমার বদ্‌নাটি বন্ধকে যাইত না।" কিন্তু নিশ্চিতরূপে যদি জানা থাকে যে, ফরমায়েশ করিলে গৃহস্বামীর কোন কষ্ট হইবে না; বরং তিনি সন্তুষ্টই হইবেন তবে এরূপ স্থলে ফরমায়েশ করা দুরস্ত আছে। এক সময়ে হযরত ইমাম শাফি'ঈ (র) বাগদাদে এক যা'ফরান ব্যবসায়ীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। আহারের জন্য যে যে জিনিসের ইমাম সাহেবের প্রয়োজন, যা'ফরান ব্যবসায়ী প্রত্যহ সেই জিনিসগুলির তালিকা প্রস্তুত করিয়া স্বীয় বাবুর্চির নিকট দিত। একদা ইমাম সাহেব (র) উক্ত তালিকায় স্বহস্তে অপর একটি নূতন জিনিসের নাম বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। যা'ফরান ব্যবসায়ী সেই তালিকাটি স্বীয় দাসীর হাতে দেখিয়া এত সন্তুষ্ট হইল যে,ইহার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য সেই ক্রীতদাসীকে আযাদ করিয়া দিল।

৪. মেহমানের ফরমায়েশ পূর্ণ করাতে গৃহস্বামীর আন্তরিক সন্তুষ্টি থাকিলে মেহমান কি খাইতে ভালবাসে জিজ্ঞাসা করা উচিত। কারণ মেহমানকে তাহার অভিরুচি অনুযায়ী খাদ্য প্রদানে সন্তুষ্ট করার মধ্যে বড় সওয়াব রহিয়াছে। রাসূলে মক্‌বুল(সা) বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুসলমান ভ্রাতার মনের বাসনা পূর্ণ করিতে সচেষ্ট হয়, তাহার আমলনামায় হাজার হাজার সওয়াব লিখিত হয়, হাজার হাজার পাপ তাহার আমলনামা হইতে মিটাইয়া দেওয়া হয়, তাহার মরতবা হাজার হাজার দরজায় উন্নত করা হয় এবং 'ফিরদাউস', 'আদন' ও 'খুল্‌দ' এই তিন বেহেশ্‌ত হইতে তাহার জন্য অংশ নির্ধারণ করিয়া দেওয়া হয়।" আহারের সময় মেহ্‌মানকে এরূপ প্রশ্ন করা মাক্‌রূহ ও মন্দ যে, 'অমুখ জিনিস আনিব কি না।' বরং যাহা কিছু প্রস্তুত আছে মেহমানের সম্মুখে উপস্থিত করিবে; মেহ্‌মান যাহা ইচ্ছা করে আহার করিবে, যাহা আহার না করে ফিরাইয়া নিবে।

দাওয়াত করতঃ আহার প্রদানের ফযীলত ঃ অনাহূতভাবে সাক্ষাত করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল মেহ্‌মান আসিয়া উপস্থিত হয় তাহাদের সম্বন্ধে উপরে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যাহাদিগকে দাওয়াত করিয়া আনা হয় তাহাদিগকে আহার প্রদানের প্রণালী অন্য প্রকার। বুযর্গগণ বলিয়াছেন, "অনিমন্ত্রিত মেহ্‌মানের আহার প্রদানের জন্য আয়োজনের বাড়াবাড়ি করিবে না। কিন্তু নিমন্ত্রিত মেহ্‌মানের বেলায় উদ্যোগ-আয়োজনে কোন প্রকার ত্রুটি করিবে না; সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা ও আয়োজন করিবে।" মেহমানদারীর ফযীলত খুব বেশি। আরববাসিগণ বিদেশ সফরকালে একে অন্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া থাকেন। এইরূপ মেহ্‌মানের হক আদায় করা নিতান্ত আবশ্যক। কারণ রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন, "যে ব্যক্তি সাধ্যানুযায়ী মেহ্‌মানদারী করে না তাহার মধ্যে মঙ্গল নাই।" তিনি আরও বলেন ঃ "মেহমানদের জন্য আয়োজনে বাড়াবাড়ি করিও না।" কারণ এরূপ করিলে মেহ্‌মানের সহিত শত্রুতা করা হয়; "যে ব্যক্তি মেহমানের সহিত শত্রুতা পোষণ করে সে আল্লাহ্‌র সহিত শত্রুতা পোষণ করে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শত্রুতা পোষণ করে আল্লাহ্‌ও তাহার সহিত শত্রুতা পোষণ করিয়া থাকেন।" বিদেশী মুসাফির আসিয়া উপস্থিত হইলে তাহার জন্য ঋণ করিয়াও আয়োজন করা দুরস্ত আছে। কিন্তু এক বন্ধু অপর বন্ধুর সহিত সাক্ষাত করিতে গেলে আয়োজনের বাড়াবাড়ি করা উচিত নহে। কারণ বন্ধুর আগমনে আয়োজনের বাড়াবাড়ি করিতে করিতে বন্ধুর প্রতি ভালবাসা কমিয়া যায়। হযরত আবু রাফে' (রা) বলেন, "একদা রাসূলে মক্‌বুল (সা) আমাকে নির্দেশ দিলেন, অমুক ইয়াহূদীর নিকট হইতে আমার জন্য কিছু আটা কর্জ করিয়া আন, আমি উহা রজব মাসে পরিশোধ করিয়া দিব; কারণ আমার গৃহে একজন মেহ্‌মান আসিয়াছেন। ইয়াহূদী বিনাবন্ধকে ধার দিতে অস্বীকার করিল। হযরত আবু রাফে' (রা) বলেন,

www.BANGLAKITAB.com

আমি হুযূর (সা) -এর নিকট ইয়াহূদীর উক্তি বর্ণনা করিলে তিনি বলিলেন-- আল্লাহ্‌র কসম! আমি নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে বিশ্বাসী বলিয়া খ্যাত। বিনা বন্ধকে প্রদান করিলেও আমি পরিশোধ করিতাম। যাও, আমার ঐ বর্মটি বন্ধক রাখিয়া আটা আন। হযরত আবূ রাফে' (রা) বলেন-- আমি বর্মটি লইয়া গেলাম ও ইহা বন্ধক রাখিয়া আটা ধার আনিলাম।"

ইবরাহীম (আ) মেহমানের সন্ধানে গৃহ হইতে বাহির হইয়া দুই-এক মাইল পর্যন্ত অগ্রসর হইতেন। মেহ্‌মান না পাওয়া পর্যন্ত তিনি আহার করিতেন না। তাহার এইরূপ একনিষ্ঠ মেহ্‌মানদারীর বরকতে তাঁহার পবিত্র সমাধি পার্শ্বে এখনও মেহমানদারীর রীতি প্রচলিত আছে। সেই স্থানটি কোন রাত্রিতেই মেহ্‌মানশূন্য হয় না। কোন কোন সময় সেখানে একশত দুইশত মেহ্‌মানের সমাগম হইয়া থাকে। ইহার ব্যয় নির্বাহের জন্য বহু-সংখ্যক গ্রাম ওয়াক্‌ফ করা রহিয়াছে।

দাওয়াত করা ও দাওয়াত গ্রহণের নিয়ম ঃ দাওয়াতের সুন্নত এই যে, পরহিযগার লোক ব্যতীত অপর কাহাকেও দাওয়াত করিবে না। কেননা, আহার প্রদান করত শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। সুতরাং পাপী লোককে দাওয়াত করিয়া আহার প্রদান করিলে তাহার পাপকর্মে সাহায্য করা হইয়া থাকে। ফকীর-মিসকিনদিগকে দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবে; ধনীদিগকে দাওয়াত করিবে না। রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "সেই ওলীমার খানা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট যাহাতে গরীবদিগকে বঞ্চিত রাখিয়া ধনীদিগকে দাওয়াত করা হয়।"[১] তিনি আরও বলেন ঃ "তোমরা দাওয়াত করিতেও গুনাহ্ করিয়া থাক। এমন লোককে দাওয়াত করিয়া থাক যাহারা আসে না এবং যাহারা আসিবার তাহাদিগকে পরিত্যাগ কর। আত্মীয় ও নিকটবর্তী বন্ধু-বান্ধবদিগকে দাওয়াত করিতে ভুলিবে না। কারণ, ইহা সভ্যতা বহির্ভূত কার্য।" আত্মগর্বও শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে যিয়াফত করিবে না। সুন্নত প্রতিপালন ও গরীব-দুঃখীদিগকে তৃপ্তিদানের জন্য যিয়াফত করিবে। দাওয়াত গ্রহণ যাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইবে বলিয়া জানা যায়, তাহাকে দাওয়াত করিবে না। কারণ তাহাকে দাওয়াত করিলে কষ্ট হইবে। যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণে আগ্রহশীল নহে তাহাকেও দাওয়াত করিবে না। কারণ, এরূপ লোক দাওয়াতে আসিলেও তাচ্ছিল্যের সহিত আহার করিবে। ইহাতে গুনাহ্ হইবে।

দাওয়াত গ্রহণের পাঁচটি নিয়ম ঃ ১. দাওয়াত গ্রহণে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে কোন প্রকার বিভিন্নতা দেখাইবে না; দরিদ্রের দাওয়াত উপেক্ষা করিবে না। কারণ রাসূলে মকবুল (সা) দরিদ্রের দাওয়াত গ্রহণ করিতেন। হযরত ইমাম হাসান (রা) এক গরীব

১. (বিবাহের পর বরের পক্ষ হইতে যে যিয়াফত করা হয় তাহাকে ওলীমা বলে)।

কওমের নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। তখন তাহারা রুটির টুকরা ভক্ষণ করিতেছিল, তাহারা নিবেদন করিল ঃ "হে রাসূলের ফরযন্দ! আপনিও আমাদের সহিত আহারে শামিল হউন।" তিনি তৎক্ষণাৎ বাহন-পশুর পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করতঃ তাহাদের সহিত আহারে বসিলেন এবং বলিলেন, "অহঙ্কারী লোকদিগকে আল্লাহ্ ভালবাসেন না।" আহারান্তে এই দরিদ্র লোকদের পরবর্তী দিনে তাঁহার বাড়িতে আহারের জন্য দাওয়াত করিয়া তিনি নিজ গন্তব্য পথে চলিয়া গেলেন। ঐদিন তাহাদের জন্য নানা প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য প্রস্তুত করা হইল এবং তিনি তাহাদের সহিত একত্রে আহার করিলেন।

২. নিমন্ত্রিত ব্যক্তির যদি জানা থাকে যে, নিমন্ত্রিতকে ভোজন করাইয়া পরে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইবে এবং যদি বুঝিতে পারে যে, সুন্নতের অনুসরণরূপে যিয়াফত হইতেছে না, দেশপ্রথা হিসাবে হইতেছে, তবে ভদ্রোচিত বাহানার সহিত এইরূপ দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে, গ্রহণ করিবে না। মেহমান দাওয়াত গ্রহণ করিলে বরং ইহাকে মেযবান নিজের সৌভাগ্যের কারণ বলিয়া মনে করিবে এবং মেহমানের অনুগ্রহ স্বীকার করিবে। মেহ্‌মান যদি জানে যে, মেযবানের খাদ্য সন্দেহযুক্ত অথবা মজলিসের রীতিনীতি মন্দ, যেমন তথায় রেশমী ফরাস বিছানো হয়, রৌপ্য-নির্মিত ধুপদানী, দেওয়াল ও ছাদে জীব-জন্তুর ছবি, বাদ্যযন্ত্র সহকারে রাগ-রাগিনী, সং সাজানী, অশ্লীল বাক্যালাপ, পুরুষ-দর্শনে যুবতীদের আগমন ইত্যাদি ধর্ম-বিগর্হিত কার্য অনুষ্ঠিত হয়, তবে এমন দাওয়াতে কখনও যাইবে না। আবার মেযবান বিদ্‌আতী, জালিম কিংবা ফাসিক হইলে অথবা অহঙ্কার ও বাহাদুরী প্রকাশ তাহার যিয়াফতের উদ্দেশ্য হইলে তাহার দাওয়াত কবূল করিবে না। কিন্তু দাওয়াত কবূল করতঃ মেযবানের বাড়িতে গিয়া এই প্রকার মন্দ কার্য দেখিতে পাইলে এবং তাহা প্রতিরোধ করিবার শক্তি না থাকিলে সে স্থান হতে চলিয়া আসা ওয়াজিব।

৩. দূরের রাস্তা বলিয়া দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে না; বরং যতদূর পর্যন্ত চলার অভ্যাস আছে ততদূরের মধ্যে দাওয়াত কবূলের কষ্ট স্বীকার করিয়া লইবে। তাওরীতে নির্দেশ আছে, রোগীকে দেখিবার জন্য এক মাইল, জানাযার সহিত দুই মাইল, দাওয়াত রক্ষার্থে তিন মাইল এবং ধর্ম-বন্ধুর মুলাকাতের উদ্দেশ্যে চার মাইল পর্যন্ত পথ অতিক্রম করিয়া যাইবে।

৪. রোযা রাখিয়াছ বলিয়া দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করিবে না; বরং নির্ধারিত সময়ে দাওয়াতে উপস্থিত হইবে। দাওয়াতকারী সন্তুষ্ট থাকিলে রোযা না ভাঙ্গিয়া শুধু সুগন্ধি দ্রব্য গ্রহণ এবং সদালাপে তাহাকে পরিতুষ্ট করিবে। এই পর্যন্ত করিলেই রোযাদারের পক্ষে দিবাভাগের দাওয়াত রক্ষা হইবে। কিন্তু আহার গ্রহণ না করিলে দাওয়াতকারী অসন্তুষ্ট হইলে নফল রোযা ভঙ্গ করতঃ পানাহার করিয়া দাওয়াতকারীকে সন্তুষ্ট

www.BANGLAKITAB.com

করিবে। কেননা, কোন মুসলমানের মন সন্তুষ্ট করাতে নফল রোযা অপেক্ষা অধিক সওয়াব রহিয়াছে। কেহ নফল রোযা ভাঙ্গিয়া দাওয়াতকারীকে সন্তুষ্ট করিতে অস্বীকার করিলে রাসূলে মকবুল (সা) বলিতেন, "তোমার ভাই তোমার জন্য এত আয়োজন করিয়াছে, আর তুমি বলিতেছ আমি রোযাদার!"

৫.কেবল উদর পূর্তির জন্য দাওয়াত গ্রহণ করিবে না; ইহা পশুর স্বভাব। বরং নিম্নোক্ত নিয়্যতে দাওয়াত কবূল করিবে; যথা ঃ (ক) নবী করীম (সা) সুন্নতের অনুসরণ। (খ) তিনি যে সতর্ক বাণী প্রদান করিয়াছেন উহা হইতে অব্যাহতি লাভ। কারণ, তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি দাওয়াত কবূল করিবে না সে আল্লাহ্ ও রাসূলের নিকট পাপী হইবে।" এই হাদীসের গুরুত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কোন কোন আলিম দাওয়াত কবূল করা ওয়াজিব বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। (গ) দাওয়াতকারী মুসলমান ভ্রাতার সম্মান রক্ষা করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, "কোন মুসলমানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলে প্রকারান্তরে আল্লাহ্কেই সম্মান প্রদর্শন করা হইয়া থাকে।" (ঘ) দাওয়াতকারী মুসলমান ভ্রাতাকে সন্তুষ্ট করা। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "কোন মুসলমান ভ্রাতার মন সন্তুষ্ট করিলে আল্লাহ্কে সন্তুষ্ট করা হয়।" (ঙ) দাওয়াতকারী মুসলমান ভ্রাতার সহিত সাক্ষাত করা। কারণ, কোন মুসলমানের সহিত সাক্ষাত করিলেও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ হয়। (চ) অপরকে পরনিন্দার সুযোগ প্রদান না করা। কারণ, তুমি দাওয়াতে না গেলে লোকে বলিতে পারে যে, তুমি কু-স্বভাব ও অহংকারবশত ঃ দাওয়াত রক্ষা কর নাই। দাওয়াতে যাওয়ার সময় উক্তরূপ নিয়্যত করিলে প্রত্যেক নিয়্যতের জন্য পৃথক পৃথক সওয়াব পাওয়া যায়। এই প্রকার নেক নিয়্যতের ফলে মুবাহ্ কার্যও আল্লাহ্র নৈকট্যলাভের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। বুযর্গগণ স্বীয় জীবনের প্রত্যেকটি গতিবিধি এবং কর্মানুষ্ঠানকে ধর্মের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া সম্পন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেন, যেন তাঁহাদের একটি নিঃশ্বাসও বৃথা অপচয় না হয়।

দাওয়াতে হাযির হওয়ার নিয়ম ঃ (১) দাওয়াত গ্রহণ করিলে যথাসময়ে উপস্থিত হইবে; দাওয়াতকারীকে তোমার প্রতীক্ষায় রাখিবে না। (২) উত্তম স্থান দেখিয়া বসিতে চেষ্টা করিবে না। (৩) গৃহস্বামী যেখানে নির্দেশ করিবে সেখানেই বসিয়া পড়িবে। (৪) অন্যান্য মেহমান তোমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে বসাইতে চাহিলে বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করিবে। (৫) নারী মহলের সম্মুখে বসিবে না। (৬) যেদিক হইতে খাদ্য-দ্রব্য আনয়ন করা হয়, সেদিকে বারবার দৃষ্টিপাত করিবে না। (৭) ভোজসভায় উপবেশন করতঃ পার্শ্ববর্তী মেহ্মানের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবে। (৮) শরীয়ত বিরোধী কোন কার্য হইতে দেখিলে উহার প্রতিরোধ করিবে। প্রতিরোধের ক্ষমতা না থাকিরে তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) বলেন,

যিয়াফত-মজলিসে রৌপ্য-নির্মিত সুর্মাদানী দেখিলেও তথা হইতে উঠিয়া যাইবে। (৯) মেহ্মান মেয্বানের বাড়িতে রাত্রিবাস করিলে মেয্বান তাহাকে কিবলার দিক, পায়খানা ও প্রস্রাবখানা দেখাইয়া দিবে।

মেহ্মানের সম্মুখে খাদ্য-দ্রব্য আনয়নের নিয়ম ঃ (ক) মেহ্মানকে আহারের প্রতীক্ষায় বসাইয়া রাখিবে না, তাড়াতাড়ি করিবে। ইহা করিলে মেহ্মানকে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। নিমন্ত্রিত প্রায় সকলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকিলে, মাত্র দুই-একজন এখনও হাযির না হইয়া থাকিলে তাহাদের অপেক্ষা না করিয়া উপস্থিত মেহ্মানগণের সন্তুষ্টির দিকে লক্ষ্য রাখাই উত্তম। কিন্তু কোন দরিদ্র মেহ্মানের উপস্থিত হইতে যদি বিলম্ব হয় এবং তাহার অনুপস্থিতিতে খাদ্যদ্রব্য পরিবেশন হইয়া গেলে তাহার মনঃক্ষুণ্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকিলে তাহার জন্য অপেক্ষা করাই শ্রেয়ঃ। হযরত হাতেম আসম (র) বলেন ঃ "তাড়াতাড়ি করা শয়তানের কাজ; কিন্তু পাঁচটি কাজ তাড়াতাড়ি করা কর্তব্য। যথা ঃ (১) মেহমানকে আহার করান, (২) মৃতকে দাফন করা, (৩) বিবাহযোগ্য কন্যার বিবাহ দেওয়া, (৪) ঋণ পরিশোধ করা এবং (৫) পাপ হইতে তওবা করা। ওলীমার দাওয়াতে তাড়াতাড়ি করা সুন্নত।

(খ) খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে ফলমূলাদি সর্বাগ্রে উপস্থিত করিবে। দস্তরখান সব্জি জাতীয় তাজা দ্রব্য হইতে শূন্য রাখিবে না। হাদীস শরীফে আছে, দস্তরখানে সব্জি জাতীয় তাজা দ্রব্য থাকিলে তথায় ফেরেশতা উপস্থিত হয়। উত্তম খাদ্য সর্বাগ্রে উপস্থিত করিবে যেন মেহ্মান ইহা আহারে পরিতৃপ্ত হয়। অতিভোজীদের অভ্যাস এই যে, মেহমানকে অধিক আহার করাইবার উদ্দেশ্যে নিম্নশ্রেণীর খাদ্য দস্তরখানে সর্বাগ্রে হাযির করে। ইহা মাক্রূহ। আবার সর্বপ্রকার খাদ্য দস্তরখানে একবারে উপস্থিত করাও কোন কোন লোকের অভ্যাস যেন মেহ্মানগণ যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার করিতে পারে। এইরূপে সর্বপ্রকার খাদ্য একবারে দস্তরখানে আনয়ন করা হইলে অবশিষ্ট খাদ্য দস্তরখান হইতে তাড়াতাড়ি অপসারণ করিবে না; কারণ, মেহমানদের মধ্যে এমনও কেহ থাকিতে পারেন যিনি আহার করিয়া এখনও পরিতৃপ্ত হন নাই।

(গ) অতি অল্প খাদ্য দস্তরখানে স্থাপন করিবে না; কারণ ইহাতে অশিষ্টতা প্রকাশ পায়। অপরপক্ষে সীমাতিরিক্ত খাদ্যও উপস্থিত করিবে না; কারণ, ইহাতে অহংকার প্রকাশ পায়। কিন্তু মেহ্মানের সম্মুখে অতিরিক্ত খাদ্য উপস্থিত করাতে কোন দোষ নাই। হযরত ইব্রাহীম আদ্হাম (র) একদা হযরত সুফিয়ান সওরী (র) -এর সম্মুখে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য স্থাপন করিলেন। ইহাতে হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলিলেন, "তুমি কি অপব্যয়কে ভয় কর না?" হযরত ইব্রাহীম আদ্হাম (র) উত্তর দিলেন ঃ মেহমানের জন্য প্রস্তুত খাদ্য অপব্যয়ই হয় না।

www.BANGLAKITAB.com

(ঘ) প্রস্তুত খাদ্য হইতে নিজ পরিবারবর্গের অংশ অগ্রেই পৃথকভাবে উঠাইয়া রাখিয়া অবশিষ্ট খাদ্য মেহমানের সম্মুখে আনয়ন করিবে। তাহা হইলে তাহাদের লোলুপদৃষ্টি দস্তরখানেরপ্রতি আকৃষ্ট হইবে না। পক্ষান্তরে পরিবারস্থ লোকদের অংশ উঠাইয়া না রাখিলে মেহ্মানের দস্তরখান হইতে যদি কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া না আসে তবে পরিবারবর্গের কেহ না কেহ মেহ্মানকে তিরস্কার করিতে পারে। ইহাতে মেহ্মানের প্রতি অসদাচরণ করা হয়।

(ঙ) যিয়াফতের মজলিস হইতে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া মেহমানের উচিত নহে। কিন্তু গৃহস্বামী যদি আনন্দের সহিত পূর্বাহ্নেই কিছু খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়ার অনুমতি দিয়া থাকেন কিংবা মেহ্মান যদি জানিতে পারেন যে, তদ্রূপ কার্যে গৃহস্বামী অসন্তুষ্ট না হইয়া বরং সন্তুষ্ট হইবেন তবে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া নেওয়াতে কোন দোষ নাই। কিন্তু লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, নিজের অংশের অধিক লইয়া সহভোজীদের প্রাপ্য অংশ হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করা না হয়। অধিক লইয়া গেলে অন্যায় হইবে। আবার গৃহস্বামীর অসন্তুষ্টিতে খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইয়া যাওয়াও নিষিদ্ধ। গৃহস্বামীর অসন্তুষ্টিতে লইয়া যাওয়া আর চুরি করাতে কোনই প্রভেদ নাই। সহভোজীরা সন্তোষের সহিত ত্যাগ না করিয়া চক্ষু লজ্জায় যাহা পরিত্যাগ করে, তাহাও বাঁধিয়া লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ।

যিয়াফত মজলিস ত্যাগ করিবার নিয়ম ঃ আহার শেষে মেহ্মান গৃহস্বামীর অনুমতি গ্রহণপূর্বক বাহির হইবে। গৃহস্বামী মেহ্মানের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির দ্বারদেশ পর্যন্ত আসিবে। কারণ,রাসূলে মক্‌বুল (সা) এইরূপই করিতেন। মেহ্মানের সহিত সদালাপ করা ও প্রফুল্ল বদনে থাকা মেয্‌বানের কর্তব্য। কিন্তু মেহ্মান মেয্‌বানের কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখিতে পাইলে তাহা ক্ষমা করিবে এবং সৎস্বভাবের সহিত গোপন রাখিবে। কারণ সৎস্বভাব সান্নিধ্য হইতে উৎকৃষ্ট। কথিত আছে যে, একদা এক ব্যক্তি কতিপয় লোককে দাওয়াত করিয়াছিল। গৃহস্বামীর পুত্র পিতার অজ্ঞাতসারে হযরত জুনাইদ (র)-কেও দাওয়াত করিল। তিনি তাহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলে গৃহস্বামী তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে বারণ করিল। তিনি ফিরিয়া গেলেন। গৃহস্বামীর পুত্র তাঁহাকে আবার ডাকিয়া আনিতে গেল' তিনিও আগমন করিলেন। কিন্তু এবারও গৃহস্বামী তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি আবার ফিরিয়া গেলেন। নিমন্ত্রণকারী যুবকটিকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তিনি এইরূপ চারিবার আগমন করিয়াছিলেন এবং তাহার পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য চারিবারই ফিরিয়া গিয়াছিলেন; অথচ এইরূপ নিমন্ত্রণের তিনি মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এইরূপ আহ্বান ও প্রত্যাখ্যানকে তিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতেই মনে করিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিবাহ্

পানাহারের ন্যায় বিবাহও ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, ধর্মকর্ম সম্পাদনের জন্য যেমন মানব দেহের স্থিতির আবশ্যক এবং এই স্থিতি পানাহার ব্যতীত সম্ভব নহে তদ্রূপ মানব বংশের স্থায়িত্বও নিতান্ত আবশ্যক এবং এই স্থায়িত্ব বিবাহ ব্যতীত অসম্ভব। সুতরাং বিবাহ মানব জাতির অস্তিত্বের মূল কারণ এবং পানাহার এই অস্তিত্ব রক্ষার হেতু। এই জন্যই আল্লাহ্ বিবাহকে মুবাহ্ (শরীয়তে সিদ্ধ) করিয়াছেন। কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা ইহার উদ্দেশ্য নহে: বরং কাম-প্রবৃত্তিকে বিবাহের প্রেরণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহাতে কাম-প্রবৃত্তি স্ত্রী-পুরুষকে উত্তেজিত করিয়া পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করে এবং এই উপায়ে ধর্ম-পথের পথিক জন্মগ্রহণ করে ও ধর্ম-পথে চলে। কেননা আল্লাহ্ যাবতীয় সৃষ্টকে ধর্মকর্মের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এইজন্যই আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ-

আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছি।

মানুষ যতই বৃদ্ধি পায় আল্লাহ্‌র বান্দা ও রাসূলে মক্‌বুল (সা)-এর উম্মত ততই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এই কারণেই রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ "বিবাহ কর যেন তোমরা সংখ্যায় অধিক হইতে পার। তাহা হইলে কিয়ামত দিবস তোমাদের সংখ্যাধিক্য হেতু অন্যান্য নবীর উম্মতের উপর আমি গর্ব করিব। এমনকি, যে শিশু মাতৃউদর হইতে গর্ভভ্রষ্ট হইয়া ভূমিষ্ঠ হয় তাহার কারণেও আমি গর্ব করিব।" অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র ইবাদতের উদ্দেশ্যে বংশবৃদ্ধির চেষ্টা করে সে বড় সওয়াব পাইবে। এইজন্যই পিতার হক অধিক এবং উস্তাদের হক তদপেক্ষা অধিক। কেননা, পিতা কেবল জন্ম দিয়া থাকেন এবং উস্তাদ ধর্ম-পথ প্রদর্শন করেন। এই কারণেই কতক আলিম বিবাহকে নফল ইবাদতে মশগুল থাকা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়াছেন।

বিবাহকে যখন ধর্মপথের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে তখন ইহার নিয়মাবলী জানিয়া লওয়া আবশ্যক। নিম্নলিখিত তিনটি অনুচ্ছেদে উহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যাইবে। (১) বিবাহের উপকারিতা ও আপদসমূহ, (২) বিবাহ বন্ধনের নিয়মাবলী এবং (৩) দাম্পত্য জীবন যাপনের প্রণালী।

www.BANGLAKITAB.com

প্রথম অনুচ্ছেদ

বিবাহের উপকারিতা ও আপদসমূহ

বিবাহের উপকারিতার কারণেই উহাতে সওয়াব আছে এবং উহাতে পাঁচ প্রকার উপকারিতা আছে।

প্রথম উপকার ঃ সন্তান লাভ করা। সন্তানের কারণে আবার চারি প্রকার সওয়াব পাওয়া যায়।

প্রথম সওয়াব ঃ মানবের জন্ম ও মানব বংশের স্থায়িত্ব যাহা আল্লাহ্‌র প্রিয় ও বাঞ্ছিত তাহাতে যত্নবান থাকা। যে ব্যক্তি সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে ব্যক্তি এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারিবে যে, মানববংশের বৃদ্ধিসাধন এবং ইহার স্থায়িত্বের কার্যে যত্নবান থাকা আল্লাহর প্রিয়। প্রভু যখন স্বীয় ভৃত্যকে কৃষির উপযোগী জমি, বীজ, হালের বলদ ও কৃষিকার্যের যাবতীয় যন্ত্রপাতি প্রদান করিলেন এবং তাহাকে কৃষিকার্যে লিপ্ত রাখিবার জন্য তাহার উপর একজন দণ্ডধারী নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন তখন প্রভু মুখে না বলিলেও ভৃত্যের বুদ্ধি থাকিলে সে বুঝিতে পারিবে যে, তাহার দ্বারা ভূমি কর্ষণ, বীজ বপন ও বৃক্ষ উৎপাদন করানই তাহার উদ্দেশ্য। আল্লাহ্ বাচ্চাদানী ও পুরুষাঙ্গ সৃষ্টি করিয়াছেন, পুরুষের পৃষ্ঠে ও নারীর বক্ষে সন্তানের বীজ উৎপন্ন করিয়াছেন এবং কামভাবকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রেরণাদায়করূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং এ সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য কোন বুদ্ধিমানের নিকটই অজ্ঞাত নহে। কোন ব্যক্তি বীজ অর্থাৎ শুক্র অনর্থক নষ্ট করিলে এবং প্রেরণাদাতা কামভাবকে অন্য উপায়ে পরিহার করিলে সে সৃষ্টির উদ্দেশ্য হইতে বিমুখ রহিল। এইজন্যই সাহাবায়ে কিরাম (রা) ও পূর্বকালীন বুযর্গগণ বিবাহ ব্যতীত পরলোকগমন করাকে ঘৃণা করিতেন। এমনকি হযরত মু'আয (রা) -এর দুই পত্নী প্লেগ রোগে প্রাণ ত্যাগ করেন এবং অবশেষে তিনিও সেই রোগে আক্রান্ত হইয়া বলিলেন ঃ "আমি মরিব ত মরিবই; তোমারা আমাকে আবার বিবাহ করাও। স্ত্রীবিহীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করাকে আমি পছন্দ করি না।"

দ্বিতীয় সওয়াব ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) -এর অনুসরণ করা। বিবাহ করত তাঁহার উম্মতের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করিতে থাকিবে যেন তিনি কিয়ামত দিবস স্বীয় উম্মতের সংখ্যাধিক্য হেতু গর্ব করিতে পারেন। এই জন্যই তিনি বন্ধ্যা নারী বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। কারণ বন্ধ্যা নারীর সন্তান ধারণের ক্ষমতা নাই। তিনি আরও বলেন ঃ "খেজুরের চাটাই ঘরে বিছাইয়া রাখা বন্ধ্যা স্ত্রীলোক হইতে উৎকৃষ্ট।" অন্যত্র তিনি বলেন ঃ "সন্তান প্রসবিনী কুৎসিত নারী সুন্দরী বন্ধ্যা নারী হইতে

উৎকৃষ্ট।" এই সমস্ত হাদীস হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বিবাহ কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার উদ্দেশ্যে নহে; কাম -প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য কুৎসিত নারী অপেক্ষা সুন্দরী রমণীই উৎকৃষ্ট।

তৃতীয় সওয়াব ঃ সন্তানের দু'আ লাভ হয়। হাদীস শরীফে আছে, "যে সমস্ত নেক কার্যের সওয়াব মৃত্যুর পরেও বন্ধ হয় না, তন্মধ্যে সন্তানও অন্তর্ভুক্ত। কারণ, মাতাপিতার মৃত্যুর পর তাহাদের জন্য সন্তানের দু'আ সর্বদা চলিতে থাকে এবং উহার সওয়াব তাহারা পাইতে থাকে। হাদীস শরীফে আছে, "দু'আ নূরানী পাত্রে করিয়া মৃতের সম্মুখে স্থাপন করা হয়। এবং উহাতে তাহারা শান্তি পাইয়া থাকে।"

চতুর্থ সওয়াব ঃ মাতাপিতার জীবদ্দশায় শিশু সন্তানের মৃত্যু হইলে তাহারা মর্মান্তিক যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। এ সমস্ত শিশু সন্তান কিয়ামত দিবসে মাতাপিতার জন্য সুপারিশ করিবে। রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ "শিশু সন্তানদিগকে যখন বেহেশতে প্রবেশের জন্য বলা হইবে তখন তাহারা গোঁ ধরিয়া বলিবে, আমাদের পিতামাতাকে না লইয়া আমরা কখনই প্রবেশ করিব না। রাসূলে মকবুল (সা) এক ব্যক্তির পরিধানের বস্ত্র ধরিয়া টানিতে লাগিলেন এবং বলিলেন ঃ যেরূপে আমি তোমাকে টানিতেছি তদ্রূপ শিশু সন্তানও স্বীয় মাতাপিতাকে বেহেশতের দিকে টানিতে থাকিবে।" হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে, "শিশুগণ বেহেশতের দ্বারদেশে সমবেত হইয়া অকস্মাৎ চিৎকার ও রোদন করিতে আরম্ভ করিবে। এবং নিজ নিজ মাতাপিতার অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। অবশেষে মাতাপিতাদিগকে সন্তানের নিকট যাইবার জন্য অনুমতি প্রদান করা হইবে এবং সন্তানদিগকেও তাহাদের মাতাপিতাকে বেহেশতে লইয়া যাইবার জন্য আদেশ করা হইবে।" এই সম্বন্ধে একটি কাহিনী বর্ণিত আছে। এক বুযর্গ বিবাহ করিতে আপত্তি করিতেছিলেন। এক রজনীতে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, কিয়ামত উপস্থিত হইয়াছে এবং মানবকুল পিপাসায় কাতর হইয়া পড়িয়াছে। একদল শিশু স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে তাহাদিগকে পানি পান করাইতেছে। উক্ত বুযর্গও ঐ শিশুদের নিকট পানি চাহিলেন। কিন্তু তাহাদের কেহই তাঁহাকে পানি দিল না এবং বলিল, আমাদের মধ্যে কেহই তোমার সন্তান নহি। উক্ত বুযর্গ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া অবিলম্বে বিবাহ করেন।

দ্বিতীয় উপকার ঃ বিবাহের সাহায্যে মানব স্বীয় ধর্মকে দুর্গের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত রাখে এবং শয়তানের প্রধান অস্ত্র কাম-প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে দূরে রাখিতে পারে। এই জন্যেই রাসূলে মকবুল (সা) বলেন ঃ "যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে সে নিজের অর্ধেক ধর্মকে দুর্গের মধ্যে রক্ষা করিতে পারিয়াছে।" যে ব্যক্তি বিবাহ করে না সে নিজের অঙ্গ বিশেষকে অপকর্ম হইতে রক্ষা করিতে পারিলেও অধিকাংশ সময় স্বীয় চক্ষুকে কুদৃষ্টি হইতে এবং হৃদয়কে কুচিন্তা হইতে রক্ষা করিতে পারে না।" সন্তানলাভের

www.BANGLAKITAB.com

উদ্দেশ্যে বিবাহ করা উচিত; কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে। কারণ যে কার্য প্রভুর কাম্য ও প্রিয়, তাহা যথাযথ সম্পন্ন করিলেই প্রভুর আদেশ পালন করা হয়, প্রভৃ-নিযুক্ত দণ্ডধারীকে পরিহার করিলে প্রভুর আদেশ পালন করা হয় না। আল্লাহ্ কাম-প্রবৃত্তিকে দণ্ডধারী প্রেরণাদায়করূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশ্য এই যে, নারী-পুরুষকে সন্তান প্রজননের প্রতি উৎসাহ প্রদান করিবে। এতদ্ব্যতীত কাম-প্রবৃত্তি সৃষ্টির মধ্যে আরও গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে। ইহা এই যে, তাহাতে একপ্রবল সুখাস্বাদ রহিয়াছে যাহা পারলৌকিক সুখাস্বাদের নমুনাস্বরূপ। অনুরূপভাবে অগ্নিকে পরকালের কষ্ট ও শাস্তির নমুনাস্বরূপ সৃষ্ট করা হইয়াছে। অবশ্য স্ত্রীসঙ্গমের সুখাস্বাদ ও পার্থিব অগ্নির যাতনা পরকালের সুখাস্বাদ ও যাতনার তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। আল্লাহ্ যাহা কিছু সৃষ্টি করিয়াছেন তন্মধ্যে তাঁহার নিকট বহু উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। একই জিনিসে বহু উদ্দেশ্য নিহিত থাকিতে পারে। কিন্তু সে সমস্ত গূঢ় রহস্যের বিষয় কেবল হক্কানী আলিম ও বুযর্গগণের নিকটই প্রকাশ পাইয়া থাকে। রাসূলে মক্‌বুল (সা) বলেন ঃ "প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সহিত শয়তান আছে। কাহারও দৃষ্টিতে কোন স্ত্রীলোক লোভনীয় বলিয়া বোধ হইলে নিজ গৃহে গমনপূর্বক স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস করা উচিত। এ বিষয়ে সমস্ত নারী সমান।"

তৃতীয় উপকার ঃ বিবাহের কারণে স্ত্রীর সহিত অনুরাগ জন্মে। তাহার নিকট বসিয়া রসালাপ করিলে হৃদয়ে আনন্দ আসে। এই আনন্দের ফলে ইবাদতের প্রতি আগ্রহ সতেজ হয়। সর্বদা ইবাদতে মানুষ বিষণ্ন ও মন ক্লান্ত হইয়া পড়ে। স্ত্রীর সহিত আমোদে ইবাদতের শক্তি পুনর্জীবিত হইয়া উঠে। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ "সুখ-শান্তি ও বিশ্রাম ভোগ হৃদয় হইতে অকস্মাৎ ছিনাইয়া লইও না। ইহাতে হৃদয় অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।" রাসূলে মক্‌বুল (সা)-এর অন্তদৃষ্টিতে সময় সময় এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আসিয়া পড়িত যাহার গুরুভার বহন করা তাঁহার কোমল দেহের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা) দেহের উপর স্ত্রীয় পবিত্র হস্ত স্থাপনপূর্বক বলিতেন ঃ

كَلِّمِيْنِيْ يَا عَائِشَةَ–

'হে আয়েশা! আমার সহিত কথা বল।'

ইহাতে তাঁহার উদ্দেশ্য এই ছিল যে, আধ্যাত্মিক কার্যের গুরুভার বহনে যখন সময় সময় তাঁহার দৈহিক শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িত তখন প্রিয়জনের সহিত বাক্যালাপে সেই লুপ্ত শক্তিকে পুনর্জীবিত করিয়া লওয়া, যেন ওহীর গুরুভার বহনের ক্ষমতা পুনরায় লাভ করিতে পারেন। আধ্যাত্মিক কার্য শেষ হওয়ার পর যখন তিনি এ জগতে আসিতেন তখন পুনরায় আধ্যাত্মিক কার্যের প্রেরণা জন্মিবামাত্র হযরত বিলাল

(রা)-কে বলিতেন– اَرِحْنَا يَا بِلَالُ "হে বিলাল! (আযান দিয়া) আমাদিগকে শান্তি প্রদান কর।' তৎপর নামাযের দিকে মনোনিবেশ করিতেন। আবার কখনও কখনও সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করত ঃ তিনি মস্তিষ্কে শক্তি সঞ্চয় করিয়া লইতেন। এই জন্যই তিনি বলেন ঃ

حُبِّبَ اِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَثَ اَلطِّيْبُ وَالنِّسَاءُ وَقُرَّةُ عَيْنِيْ فِى الصَّلٰوةِ–

তোমাদের দুনিয়ার তিনটি জিনিস আমার নিকট প্রিয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে– "সুগন্ধি দ্রব্য, স্ত্রীলোক ও নামাযের মধ্যে আমার চক্ষুর শান্তি।

নামাযকে এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখ করার উদ্দেশ্য এই যে, সুগন্ধি দ্রব্য ও স্ত্রীলোক দৈহিক সুখভোগের জন্য। এই সুখভোগের ফলে নামাযের শক্তি পুনর্জীবিত হয় এবং অবশেষে নামায পাঠে নয়নের জ্যোতি লাভ হয়। এই জন্যই রাসূলে মক্‌বুল (সা) পার্থিব ধন-সম্পদ সঞ্চয় করিতে নিষেধ করিতেন। হযরত উমর (রা) নিবেদন করিলেন ঃ "আল্লাহ্‌র রাসুল! দুনিয়া বর্জন করতঃ আমরা কোন্ বস্তু অবলম্বন করিব?" উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ

لِيَتَّخِذْ اَحَدُكُمْ لِسَانًا ذَاكِرًا وَّقَلْبًا شَاكِرًا وَزَوْجَةً مُّؤْمِنَةً–

তোমাদের গ্রহণ করা উচিত-- যিক্‌রকারী রসনা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অন্তর এবং ঈমানদার স্ত্রী।

এই স্থলে তিনি স্ত্রীকে যিক্‌র ও শোকরের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্থ উপকার ঃ গৃহকর্মে স্ত্রীর সাহায্য ও সহানুভূতি লাভ। খাদ্য-দ্রব্য পাক করা, বাসনপত্র ধৌত করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া প্রভৃতি কর্ম স্ত্রী সম্পন্ন করিয়া থাকে। পুরুষ এই সকল কার্যে ব্যস্ত থাকিলে জ্ঞানার্জন, ধর্মকর্ম সম্পাদন ও ইবাদত হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত। এই কারণেই স্ত্রী ধর্ম-পথে স্বামীর বন্ধু ও সাহায্যকারিণী হইয়া থাকে। এই জন্যই হযরত আবূ সুলাইমান দারানী (র) বলেন ঃ "ধর্মপরায়ণা স্ত্রী পার্থিব বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নহে; বরং পারলৌকিক উপকরণসমূহের অন্যতম অর্থাৎ স্ত্রী গৃহকর্মে সাহায্য করত ঃ তোমাকে নিরুদ্বিগ্ন ও নির্লিপ্ত রাখে, যেন তুমি পারলৌকিক কার্যে একাগ্রচিত্তে মগ্ন থাকিতে পার।" হযরত উমর (রা) বলেন ঃ "ঈমানের পর ধর্মপরায়ণা স্ত্রী সর্বোৎকৃষ্ট নিয়ামত।"

পঞ্চম উপকার ঃ স্ত্রীর প্রকৃতি ও চরিত্রগত অভ্যাসের প্রতি ধৈর্য অবলম্বন করা, তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা এবং তাহাকে ধর্মপথে স্থির রাখা অতি কষ্টকর।

www.BANGLAKITAB.com

এই কষ্ট উৎকৃষ্ট ইবাদতে গণ্য। হাদীস শরীফে আছে ঃ স্ত্রীকে জীবিকা প্রদান করা দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বুযর্গগণ বলেন ঃ "পরিবার -পরিজনের জন্য বৈধভাবে উপার্জন করা আব্‌দালগণের কাজ।" হযরত ইবনে মুবারক (র) কয়েকজন বুযর্গের সহিত জিহাদে লিপ্ত ছিলেন। জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আছে কি? বুযর্গগণ উত্তরে বলিলেন ঃ জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কোন কার্য আছে বলিয়া আমরা জানি না। হযরত ইবনে মুবারক (র) বলিলেন ঃ "জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কার্য আছে, আমি জানি। পরিবার -পরিজনবিশিষ্ট ব্যক্তি যদি তাহাদিগকে সৌজন্য ও কল্যাণের সহিত লালন-পালন করে এবং রাত্রে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া সন্তানদিগকে নগ্নদেহে দেখিলে তাহাদের দেহ আবৃত করিয়া দেয় তবে তাহার এই কার্য জিহাদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে।" হযরত বিশরে হাফী (র) বলেন ঃ "ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)-এর তিনটি বিশেষ গুণ আছে যাহা আমার মধ্যে নাই। তন্মধ্যে একটি এই যে, তিনি নিজের জন্য ও তদীয় পরিবার-পরিজনের নিমিত্ত হালাল জীবিকা উপার্জন করিয়া থাকেন; কিন্তু আমি কেবল আমার নিজের জন্য উপার্জন করিয়া থাকি।" হাদীস শরীফে আছে ঃ "সমস্ত গুনাহর মধ্যে এমন একটি গুনাহ্ আছে একমাত্র পরিবার-পরিজন প্রতিপালনের কষ্টে যাহার প্রায়শ্চিত্ত হইয়া থাকে।"

একটি কাহিনী ঃ এক বুযর্গের পত্নী বিয়োগ ঘটে। দ্বিতীয় বিবাহের জন্য লোকেরা তাহাকে অনুরোধ করে। কিন্তু বিবাহে তাঁহার আগ্রহ ছিল না। এবং তিনি বলিতেন ঃ একাকী থাকিলে মনের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন ঃ আকাশের দরজা উন্মুক্ত হইয়াছে এবং একদল পুরুষ অগ্রপশ্চাতে বহির্গত হইয়া আকাশের দিকে যাইতেছেন। তাঁহারা তাঁহার নিকট আসিলে একজন বলিলেন ঃ এই লোকটিই কি সেই হতভাগ্য ব্যক্তি? দ্বিতীয় জন বলিলেন ঃ হ্যাঁ। তৃতীয় ব্যক্তি বলিলেন ঃ এই লোকটিই কি সেই হতভাগ্য ব্যক্তি? চতুর্থ ব্যক্তি বলিলেন ঃ হ্যাঁ, সে-ই বটে। সেই বুযর্গ তাঁহাদের প্রতাপে ভীত হইয়া কিছুই জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। তাঁহাদের সকলের পশ্চাতে এক বালক ছিল। তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তাঁহারা হতভাগ্য কাহাকে বলিলেন? বালকটি উত্তর দিল ঃ তোমাকেই ত বলিয়াছেন। কারণ, ইতিপূর্বে তোমার কার্যাবলী মুজাহিদগণের কার্যাবলীর সহিত আসমানে নীত হইত। কিন্তু জানি না, তোমার কোন্ ত্রুটির ফলে এক সপ্তাহ যাবত তোমাকে মুজাহিদ শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করা হইয়াছে। সেই বুযর্গ যেন পুনরায় মুজাহিদ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন এই নিয়্যতে জাগ্রত হইয়াই দ্বিতীয় বিবাহ করিলেন। উপরিউক্ত উপকারলাভের উদ্দেশ্যেই বিবাহের বাসনা জাগ্রত হওয়া উচিত।

বিবাহের অপকার ঃ বিবাহে তিনটি অপকারের আশঙ্কা রহিয়াছে। প্রথম ঃ বিবাহের ফলে পরিবারবর্গের জন্য হালাল জীবিকা অর্জন সম্ভব হইয়া উঠিবে না;

বিশেষত এ যুগে ইহা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে। পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহের জন্য হয়ত সন্দেহজনক, এমনকি হারাম মালও অর্জন করিতে হইবে। পরিশেষে ইহাই তাহার স্বীয় ধর্ম-জীবনের ধ্বংস সাধন ও তাহার পরিবার-পরিজনের বিনাশের কারণ হইয়া দাঁড়াইবে। আর কোন নেক কার্যই এই ধ্বংস ও বিনাশের ক্ষতিপূরণ করিতে সমর্থ হইবে না। হাদীস শরীফে আছে ঃ "এক ব্যক্তির নেক কার্য পরিমাণে পাহাড় সম হইবে। অথচ তাহাকে যখন দাঁড়িপাল্লার সম্মুখে আনিয়া প্রশ্ন করা হইবে, তুমি তোমার পরিবার-পরিজনের খাওয়া পরা কিভাবে প্রদান করিয়াছ? তখন সে উত্তর দিতে পারিবে না, বিপদে পড়িবে, তাহার সমস্ত নেক কাজ নষ্ট হইয়া যাইবে। তারপর গায়েবী আওয়াজ হইবে ঃ "এই ব্যক্তির সমস্ত নেক কাজ তাহার পরিবার-পরিজন নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে, এখন সে বিপদে পড়িয়াছে।" হাদীস শরীফে এইরূপ বর্ণনা আছে ঃ "কিয়ামতের দিন সকল কিছুর আগে মানুষের স্বীয় পরিবার-পরিজনের সঙ্গে বিবাদ বাঁধিবে। পরিবার-পরিজন বলিবে, "ইয়া আল্লাহ্! আমাদিগকে এই ব্যক্তি হারাম জিনিস খাওয়াইয়াছে, কিন্তু আমরা জানিতাম না। আমাদিগকে তাহার যে বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল, তাহা শিক্ষা দেয় নাই, ফলে আমরা ধর্মীয় জ্ঞানে অজ্ঞ ও অন্ধ ছিলাম।" এ কারণেই যে ব্যক্তি উত্তরাধিকার সূত্রে হালাল দ্রব্য পায় নাই বা হালাল দ্রব্য কামাই করে না, তাহার বিবাহ করা উচিত নয়। কিন্তু সে যদি স্থির নিশ্চিত হয় যে, বিবাহ না করিলে ব্যভিচারের (জিনার) মহাপাপে জড়িত হইয়া পড়িবে, তবে তাহাকে অবশ্যই বিবাহ করিতে হইবে। বিবাহের ফলে সন্তান ও পরিবার বাড়িয়া গেলে তাহাদের প্রতি কর্তব্যাদি ঠিকমত সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, কখনও কখনও ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটিয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি পরিবার-পরিজনের রুষ্ট ব্যবহার হাসিমুখে সহ্য করিতে পারে এবং যে ব্যক্তি সাধ্যমত তাহাদের অভাব অভিযোগ দূর করার জন্য নিয়মমাফিক পরিশ্রম করিয়া যায়, তাহার জন্য বিবাহ করায় বিপদ নাই। অবশ্য এইভাবে সকল দিক রক্ষা করিয়া চলা সহজ কাজ নহে।

দ্বিতীয় ঃ মানুষ কখনো কখনো ধৈর্য হারাইয়া ফেলে এবং পরিবার-পরিজনের উপর অত্যাচার করে, যার ফলে সে পাপে পতিত হয়। হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

যে ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র পরিবার-পরিজন ফেলিয়া পালাইয়া যায়, সে পলাতক দাসের মত অপরাধী। ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত তাহার নামায-রোযা কিছুই আল্লাহর নিকট কবূল হয় না।

মানুষ মাত্রেরই জীবন আছে, সেই জীবনের অভাব দূর না করিয়া অন্যের জীবনের ভার লওয়া অনুচিত। কেন বিবাহ করিতেছেন না–হযরত বিশরে হাফী (র)-কে এই প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলিয়াছিলেন ঃ

www.BANGLAKITAB.com

"আল্লাহ্ বলিয়াছেন ঃ –وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْف

স্ত্রীর প্রতি পুরুষের যেসব সদ্ব্যবহার ওয়াজিব, পুরুষের প্রতিও স্ত্রীর সেসব সদ্ব্যবহার ওয়াজিব।

আল্লাহ্ তা'আলার এই নির্দেশ শুনিয়া আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি।" হযরত ইবরাহীম আদহাম (র) বলিয়াছেন, "আমি বিবাহ করিব কেন? আমার বিবাহেরও কোন প্রয়োজন নাই, স্ত্রীর হক আদায় করারও কোন প্রয়োজন নাই।"

তৃতীয় ঃ মানুষ পরিবার-পরিজনের খাওয়া-পরার চিন্তায় ডুবিয়া যায় এবং পরকাল ও আল্লাহ্র চিন্তা ভুলিয়া যায়। যাহা আল্লাহ্র ইবাদত ও আল্লাহ্র স্মরণ হইতে মানুষকে সরাইয়া রাখে তাহা মানুষের ধ্বংসের কারণ। আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –

হে মুমিনগণ! তোমাদের অর্থ-সম্পদ এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদিগকে আল্লাহ্র যিক্র হইতে দূরে সরাইয়া না রাখে।

বিবাহের পরও হযরত রাসূলুল্লাহ (সা) আল্লাহ্র ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারিয়াছেন, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের কথা তাঁহাকে চিন্তা করিতে হয় নাই। কিন্তু যদি কোন মানুষ বুঝিতে পারে যে, বিবাহ করিলে সে আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকিতে পারিবে না; বরং বিবাহ না করিলেই আল্লাহ্র যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকিতে পারিবে– হারাম কাজ হইতেও বিরত থাকিতে পারিবে, তবে তাহার পক্ষে বিবাহ না করাই উত্তম। বিবাহ না করিলে যাহার জিনায় জড়াইয়া পড়ার আশঙ্কা আছে তাহার পক্ষে কিন্তু বিবাহ করাই উত্তম। অপরদিকে যে মানুষের হালাল রুযী অর্জনের ক্ষমতা আছে, যে নিজের উত্তম স্বভাব প্রকৃতি, আদব-কায়দা, বিনয়, দয়া, প্রভৃতি গুণ অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিবে বলিয়া বিশ্বাস করে, যাহার আরও বিশ্বাস আছে যে, বিবাহ করিলে সর্বদা আল্লাহ্র ইবাদত ও যিকর করার সুযোগ পাইবে তাহার জন্য বিবাহ করা অতিশয় উত্তম কাজ। –اللّٰه اعلم। আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

বিবাহকার্য ও উহার পদ্ধতি

দুলহা এবং দুলহিন (বর ও কনে)–এই উভয় পক্ষের বিবাহ কার্যে কয়েকটি অবশ্য করণীয় বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা কর্তব্য। বিবাহে যে সমস্ত শর্ত পালন করিতে হয় এবং কন্যার যেসব গুণ আগে ভাগে যাচাই করিয়া দেখা উচিত, নিচে তাহা বর্ণনা করা হইল।

বিবাহ কার্যের শর্ত পাঁচটি ঃ প্রথম শর্ত ঃ ওলী বা অভিভাবক। নাবালক বর ও নাবালিকা কন্যার বিবাহ ওলী ছাড়া জায়েব হইবে না। ওলী না থাকিলে দেশের সুলতান বা তাঁহার প্রতিনিধি ওলীর কাজ করিবে। **দ্বিতীয় শর্ত ঃ** সম্মতি অর্থাৎ কনের সম্মতি গ্রহণ। কিন্তু নাবালিকা কন্যাকে তাহার পিতা বা পিতামহ বিবাহ দিলে তাহার সম্মতি শর্ত নহে। তথাপি বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে খবর দেওয়া উত্তম। খবর পাইয়া সে নীরব থাকিলেই যথেষ্ট। **তৃতীয় শর্ত ঃ** ন্যূনপক্ষে দুইজন ন্যায় পরায়ণ ও ধার্মিক সাক্ষীর বিবাহ মজলিসে উপস্থিতি। কিন্তু শুধু দুইজন সাক্ষীর উপস্থিতিকেই যথেষ্ট মনে না করিয়া বরং বিবাহ মজলিসে কতিপয় মুত্তাকী ও পরহিযগার ব্যক্তির সমাবেশ করাই সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু দুইজন পুরুষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে বিবাহ কার্য সম্পন্ন হইলে এবং সাক্ষীদ্বয় পাপাচারী (ফাসিক) কিনা, ইহা -নারী-পুরুষ সকলেরই অজ্ঞাত থাকিলেও বিবাহ দুরস্ত হইবে। **চতুর্থ শর্ত ঃ** ইজাব ও কবূল অর্থাৎ বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মুতিসূচক উক্তি। বিবাহ শব্দটি যেমন স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করা হয় তদ্রূপ বর ও কনের পক্ষ হইতে তাহাদের ওলী বা উকিলকে বিবাহের প্রস্তাব ও সম্মতিসূচক উক্তিও স্পষ্টভাবে বলিতে হইবে। এই গুলি মাতৃভাষায় বলা যাইতে পারে। সুন্নত তরীকা এই বিবাহের খুতবার পর ওলী বলিবেন, "বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহ্, অমুক স্ত্রীলোকটিকে এত টাকা মাহরানায় তোমার নিকট বিবাহ দিলাম।" তৎপর বর বলিবে, "বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালহামদুলিল্লাহ্, এই বিবাহ আমি এত টাকা মাহরানায় কবূল করিলাম।"

বিবাহের পূর্বে কনে দেখিয়া লওয়া ভাল। কারণ, পূর্বে দেখিয়া পছন্দ করার পর বিবাহ হইলে দাম্পত্য জীবনে ভালবাসা জন্মিবার খুব আশা করা যায়। সন্তানলাভ এবং মন ও চক্ষুকে মন্দ কার্য হইতে বাঁচাইয়া রখিবার উদ্দেশ্যে বিবাহ করিবে; কেবল কামভাব চরিতার্থ করিবার জন্য বিবাহ করিবে না। **পঞ্চম শর্ত ঃ** স্ত্রীলোকটি এমন অবস্থায় হওয়া আবশ্যক যাহাতে তাহাকে বিবাহ করা বৈধ হয়।

প্রায় বিশ প্রকার স্ত্রীলোককে বিবাহ করা হারাম (১) অন্যের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায়। (২) পূর্ব স্বামীর মৃত্যু বা তালাকের পর ইদ্দত পালনাবস্থায়। (৩) ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক অন্য ধর্ম অবলম্বনের অবস্থায়। (৪) মূর্তিপূজক মহিলা। (৫) যিন্দীক অর্থাৎ পরকাল, আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি যাহার ঈমান নাই। (৬) যে রমণী শরীয়তবিরুদ্ধ কাজকে ভাল মনে করে অর্থাৎ যে পরপুরুষের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করে ও নামায না পড়াকে বৈধমনে করে এবং বলে– ইহাই আমার জন্য ঠিক ও পরকালে তজ্জন্য কোন শাস্তি হইবে না। (৭) খৃষ্টান বা ইহুদী নারী অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ (সা) -এর নবূওত লাভের পর খৃষ্টান বা য়াহূদী হইয়াছে এমন পিতামাতার ঘরে যে নারী জন্মগ্রহণ করিয়াছে। (৮) স্বাধীন নারীকে মাহর প্রদানের সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও এমন ক্রীতাদাসীকে বিবাহ করা হারাম যাহাকে বিবাহ না করিলে তৎসঙ্গে

www.BANGLAKITAB.com

ব্যভিচারের কোন আশঙ্কা নাই। (৯) মনিবের পক্ষে নিজের ক্রীতদাসীকে বিবাহ করা হারাম; উক্ত দাসীর সে একক মালিক হউক বা অপরের সহিত অংশবিশেষের মালিক হউক উভয় অবস্থায়ই নিজ দাসীকে বিবাহ করা হারাম। (১০) নিকট আত্মীয়তার কারণে যে সকল স্ত্রীলোক পুরুষের জন্য হারাম বলিয়া অভিহিত হইয়াছে; যথা-মা, নানী, কন্যা, ইত্যাদি। (১১) স্তন্য-দুগ্ধ পানজনিত কারণে যে সকল স্ত্রীলোক পানকারীর পক্ষে হারাম হইয়াছে। যেমন ঃ দুধ মা, দুধ ভগ্নী। (১২) যে স্ত্রীলোকের কন্যা, মা, দাদীকে পূর্বে বিবাহ করতঃ সহবাস করিয়াছে অথবা যে স্ত্রীলোক একবার স্বীয় পুত্র বা পিতার বিবাহাধীনে ছিল। (১৩) চারিজন স্ত্রী বিদ্যমান থাকিতে তদুপরি অপর একজনকে বিবাহ করতঃ সংখ্যায় পাঁচজন পূর্ণ করা হারাম। (১৪) যে নারীর বোন, ফুফু বা খালাকে পূর্বে বিবাহ করা হইয়াছে তাহাদের সহিত সেই নারীকে বিবাহ-বন্ধনে একত্র করা হারাম। কারণ দুই বোন, ফুফু, ভাতিজী এবং খালা, ভগ্নীকন্যাকে একত্রে বিবাহাধীনে রাখা দুরস্ত নহে। (১৫) দুইজন স্ত্রীলোকের মধ্যে যদি এমন একটি আত্মীয়তা থাকে যে, তাহাদের একজনকে পুরুষ ধরিয়া লইলে তাহাদের উভয়ের বিবাহ হারাম হয় তবে তদ্রূপ দুইজন স্ত্রীলোককে বিবাহ বন্ধনে একত্র করা দুরস্ত নহে। (১৬) যে স্ত্রীকে তিন তালাক দেওয়া হইয়াছে বা (১৭) যে বিবাহিতা ক্রীতদাসীকে তিনবার ক্রয়-বিক্রয় করা হইয়াছে অন্য পুরুষ তাহাকে বিবাহ করত ঃ সহবাসের পর তালাক না দেয়া পর্যন্ত পূর্ব স্বামীর সহিত তাহার বিবাহ দুরস্ত নহে। (১৮) স্বামী স্ত্রীকে ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়ার ফলে কাযীর নির্দেশানুযায়ী একে অন্যের প্রতি অভিসম্পাত প্রদান করত বিবাহ-বিচ্ছেদ করিলে এই স্ত্রী পুনরায় পূর্ব স্বামীর জন্য হালাল নহে। (১৯) পুরুষ নারীর মুহরিম হইলে অথবা পুরুষ এবং স্ত্রীলোক হজ্জ বা উম্‌রার ইহরাম অবস্থায় থাকিলে তাহাদের মধ্যে বিবাহ দুরস্ত নহে। (২০) ইয়াতীম নাবালিকাকে বিবাহ করা সঙ্গত নহে; পরিণত বয়স্ক হইলে দুরস্ত আছে।

পাত্রীর গুণসমূহ ঃ বিবাহের পূর্বে পাত্রীর আটটি গুণ দেখিয়া লওয়া সুন্নত।

১. ধর্মপরায়ণতা ঃ এই গুণই সর্বপ্রধান। কারণ, স্ত্রী যদি ধর্মপরায়ণা না হয় এবং স্বামীর ধন-সম্পত্তিতে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে তাহাকে দুর্ভাবনাগ্রস্ত থাকিতে হইবে। স্ত্রী স্বীয় সতীত্ব রক্ষায় বিশ্বাসঘাতকতা করিলে স্বামী নীরব থাকিলে তাহার সম্মানের হানি হয় এবং ধর্ম-নাশ ঘটে; সমাজে লজ্জিত ও দুর্নামের ভাগী হইতে হয়। আবার নীরব না থাকিলে জীবন বিষময় হইয়া উঠে এবং তালাক দিলে হয়ত স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক অনুরাগের দরুন দারুণ যাতনা ভোগ করিতে হয়। সুন্দরী স্ত্রী অসতী হইলে ভীষণ বিপদ। অসতী স্ত্রীর প্রতি মন অতি নিবিষ্ট না থাকিলে তাহাকে তালাক দেওয়াই উত্তম। এক ব্যক্তি স্বীয় অসতীত্ব সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট অভিযোগ করিলে

তিনি বলিলেন ঃ তাহাকে তালাক দাও। সে ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হুযূর, আমি তাহাকে অত্যন্ত ভালবাসি। হুযূর বলিলেন ঃ তবে তালাক দিও না। তালাক দিলে পরে বিপদে পড়িবে। হাদীস শরীফে আছে, যে ব্যক্তি রূপ ও অর্থের জন্য স্ত্রী গ্রহণ করে সে উভয়টি হইতেই বঞ্চিত থাকিবে এবং ধর্মের জন্য বিবাহ করিলে তাহার উক্ত উভয় উদ্দেশ্যই সফল হইবে।

২. সৎস্বভাব ঃ রুক্ষ স্বভাবের নারী অকৃতজ্ঞ ও ঝগড়াটে হইয়া থাকে এবং স্বামীর উপর অন্যায় কর্তৃত্ব চালায়। এমন স্ত্রীর সহিত সংসার যাত্রা নির্বাহ করিলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠে এবং ধর্মকর্মে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে।

৩. সৌন্দর্য ঃ ইহা অনুরাগ ও ভালবাসার কারণ হইয়া থাকে। এই জন্যই বিবাহের পূর্বে পাত্রী দেখিয়া লওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আন্‌সার মহিলাদের নয়নে কিছু জিনিস আছে। অতএব, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করে তাহাদিগকে বিবাহের পূর্বে দেখিয়া লওয়া তাহার উচিত। বুযর্গগণ বলেন ঃ পূর্বে পাত্রী না দেখিয়া বিবাহ করিলে পরিণামে অনুতাপ ও দুঃখ করিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিয়াছেন যে, 'ধর্মের জন্য বিবাহ করা উচিত, সৌন্দর্যের জন্য নহে। ইহার অর্থ এই যে, শুধু সৌন্দর্যের বিবাহ করিবে না। ইহাতে এমন বোঝায় না যে, সৌন্দর্যের কামনাই করিবে না। যদি কেহ একমাত্র সন্তানলাভ ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সুন্নত পালনের উদ্দেশ্যে বিবাহ করে, রূপের কামনা না করে তবে ইহা তাহার পরহিযগারী বলিয়া গণ্য হইবে। ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) জনৈকা কানা মহিলাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বোন অতিশয় রূপসী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তৎপ্রতি অনুরক্ত হন নাই। কারণ, তিনি শুনিয়াছিলেন যে, কানা মহিলাটি তাঁহার রূপসী বোন হইতে বুদ্ধিমত্তায় অধিক উৎকৃষ্ট।

৪. মাহর কম হওয়া ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ "স্ত্রীলোকদের মধ্যে সে-ই উত্তম যাহার মাহর অল্প; অথচ তাহার রূপ ও গুণ অধিক।" অধিক পরিমাণে মাহর নির্ধারণ করা মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন কোন স্ত্রীর মাহর দশ দিরহাম নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং স্বীয় কন্যাগণের মাহর চল্লিশ দিরহামের অধিক নির্ধারণ করেন নাই।

৫. বন্ধ্যা না হওয়া ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ বন্ধ্যা স্ত্রীলোক অপেক্ষা গৃহের কোণে পতিত খেজুর পাতার পুরাতন চাটাই উৎকৃষ্ট।

৬. পাত্রী কুমারী হওয়া ঃ কারণ, কুমারী স্ত্রী সহিত প্রগাঢ় ভালবাসা জন্মিয়া থাকে এবং যে স্ত্রীলোক একবার অপর স্বামীর সঙ্গ-সুখ ভোগ করিয়া আসিয়াছে প্রায়ই দেখা যায় যে, তাহার অন্তর পূর্ব স্বামীর দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। হযরত জাবির (রা) এক বিধবা মহিলাকে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে বলিলেন ঃ তুমি

www.BANGLAKITAB.com

কুমারী বিবাহ করিলে না কেন? তাহা হইলে সে তোমার সহিত ও তুমি তাহার সহিত খেলা করিতে পারিতে।

৭. **ধার্মিকতা ও পরহিযগারীর পরিপ্রেক্ষিতে পাত্রী কুলীন হওয়া ঃ** কারণ পরিবেশগত নীচতার মধ্যে লালিতা স্ত্রীলোক সাধারণত অসৎ- স্বভাবের হইয়া থাকে এবং মাতার এই স্বভাবের প্রভাব হয়তো সন্তানানাদির উপরও প্রতিফলিত হয়।

৮. **পাত্রী নিকট সম্পর্কের আত্মীয় না হওয়া ঃ** কেননা হাদীস শরীফে আছে, আত্মীয় স্ত্রীর গর্ভে দুর্বল সন্তান জন্মিয়া থাকে। ইহার কারণ হয়ত এই যে, ঘনিষ্ঠ মহিলার প্রতি কামস্পৃহা কম হইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্বে পাত্রীর মধ্যে উল্লিখিত গুণসমূহ যাচাই করিয়া দেখা আবশ্যক।

পাত্রের গুণসমূহ ঃ ওলী বা পিতা কন্যার ভবিষ্যত মঙ্গল ও উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শিষ্ট ও সৎস্বভাবসম্পন্ন পাত্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিবে। রুক্ষস্বভাব, কুৎসিত এবং স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিতে অক্ষম এমন ব্যক্তির নিকট কন্যা বিবাহ দিবে না। বংশমর্যাদা, আর্থিক অবস্থা, ধর্মপরায়ণতা, প্রভৃতি বিষয়ে পাত্রীকুলের সমকক্ষ না হইলে তদ্রূপ পাত্রে কন্যাদান সঙ্গত নহে। তদ্রূপ পাপাচারী ও ব্যভিচারীর নিকটও কন্যা বিবাহ দেওয়া সঙ্গত নহে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি স্বীয় কন্যাকে পাপাচারীর সহিত বিবাহ দেয় তাহার আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন হইয়া যাইবে।

দাম্পত্য জীবন যাপন প্রণালী ঃ পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, বিবাহ ধর্মের মৌলিক কার্যাবলীর অন্যতম। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে ধর্মের বিধানাবলী মানিয়া চলা দম্পতিযুগলের অবশ্য কর্তব্য। অন্যথায় মানবের বিবাহ এবং ইতর প্রাণীর বংশবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকিবে না। সুতরাং দাম্পত্য জীবনে বারটি নিয়ম পালন করিয়া চলা উচিত।

প্রথম ঃ ওলীমা। বিবাহের পর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে সাধ্যানুযায়ী ভোজ দেওয়াকে ওলীমা বলে (ইহা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ, হানাফী মযহাবমতে সুন্নাতে-যাইদাহ)। হযরত আবদুর রহমান বিন 'আউফ (রা) বিবাহ করিলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ

اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ-

একটি ছাগল যবেহ করিয়া হইলেও ওলীমার যিয়াফত কর।

ছাগল যবেহ করিতে অসমর্থ হইলে বন্ধু-বান্ধবদের সম্মুখে যে খাদ্য উপস্থিত করিবে তাহাই ওলীমা বলিয়া গণ্য হইবে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) যখন হযরত সাফিয়্যা (র)-কে বিবাহ করেন তখন কেবল খুরমা ও যবের ছাতু দ্বারা ওলীমা করিয়াছিলেন। অতএব, বিবাহের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সাধ্যানুযায়ী ওলীমা কর। বিলম্বের কারণ ঘটিলেও ইহাতে এক সপ্তাহের অধিক বিলম্ব করিবে না।

দ্বতীয় ঃ স্ত্রীর সহিত সর্বদা সদ্ভাব বজায় রাখিবে। ইহার অর্থ এই নহে যে, তাহাকে শাসনেই রাখিবে না। বরং শাসনে রাখিবে এবং তাহার ক্রোধ সহ্য করিবে। তাহার অন্যায় আবদার ও অকৃতজ্ঞতা সূচক ব্যবহারেও ধৈর্য ধারণ করিবে। হাদীস শরীফে আছে, স্ত্রীলোককে দুর্বলতা ও সতর (ঢাকিয়া রাখার উপযুক্ত বস্তু) দ্বারা সৃজন করা হইয়াছে। নীরবতা তাহাদের দুর্বলতার প্রতিকার এবং গৃহে আবদ্ধ রাখাই তাহাদের আবরণীয় অবস্থার জন্য মঙ্গলজনক। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ যে ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীর কর্কশ স্বভাব সহ্য করিবে সে হযরত আইয়্যুব (আ) তদীয় বিপদরাশি সহ্য করতঃ যেরূপ সওয়াব পাইয়াছেন তদ্রূপ সওয়াব পাইবে। শোনা গিয়াছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) ওফাতের সময় তিনটি কথা ধীরে ধীরে বলিতেছিলেন ঃ (১) নামায কায়েম কর, (২) আল্লাহ্র বান্দাগণের সহিত সদ্ব্যবহার কর, (৩) স্ত্রীলোকদের সম্পর্কে আল্লাহ্কে ভয় কর। তাহারা তোমাদের হস্তে বন্দিনী। তাহাদের সহিত উত্তমরূপে জীবন যাপন কর। রাসূলুল্লাহ্ (সা) স্ত্রীগণের ক্রোধে ধৈর্য ধারণ করিতেন।

একদা হযরত উমর (রা)-এর স্ত্রী সরোষে তাঁহার কথার প্রতিউত্তর দিলে হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হে দুর্মুখী! তুমি আমার কথার প্রতিউত্তর করিতেছ! তাঁহার স্ত্রী বলিলেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তোমা অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাঁহার পত্নীগণও তাঁহার কথার প্রতিউত্তর দিয়া থাকেন। হযরত উমর (রা) বলিলেন ঃ তাহা হইলে হাফসা (রা) যদি বিনীত না হইয়া থাকে তবে তাহার জন্য আফ্সোস। অতঃপর তিনি স্বীয় দুহিতা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর অন্যতম পত্নী হযরত হাফ্সা (রা)-কে দেখিয়া বলিলেন ঃ সাবধান, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কথার প্রতিউত্তর করিও না। হযরত আবূবকর (রা)-এর কন্যার অনুকরণ করিও না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁহাকে ভালবাসেন এবং তিনি তাঁহার কৌতুক ও রসিকতা সহ্য করিয়া থাকেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

خَيْرُكُمْ لِاَهْلِهٖ وَاَنَا خَيْرُكُمْ لِاَهْلِىْ-

তোমাদের মধ্যে সে-ই উত্তম যে স্বীয় স্ত্রীর সহিত সদ্ব্যবহার করে এবং আমি আমার পত্নীগণের সহিত তোমাদের সকলের অপেক্ষা ভাল ব্যবহার করিয়া থাকি।

তৃতীয় ঃ স্ত্রীর সহিত রসালাপ এবং ক্রীড়া-কৌতুক করিবে; নীরস ও রুক্ষ হইয়া থাকিবে না এবং তাহার বুদ্ধির অনুরূপ তাহার সহিত আচার-ব্যবহার করিবে। স্বীয় পত্নীর সহিত রাসূলুল্লাহ্ (সা) যেরূপ ক্রীড়া-কৌতুক করিয়াছেন তদ্রূপ কেহই করিতে পারে নাই। এমনকি, তিনি হযরত আয়েশা (রা)-র সঙ্গে দৌড়েরও প্রতিযোগিতা করিয়াছিলেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) জয়ী হইলেন। দ্বিতীয়বার দৌড় প্রতিযোগিতার সুযোগ ঘটিল। এইবার হযরত আয়েশা (রা) জয়ী হইলেন। তখন

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ ইহা প্রথমবারের প্রতিশোধ হইল অর্থাৎ এখন তুমি ও আমি সমান হইলাম। একদা কতিপয় হাব্‌শী ক্রীড়া-কৌতুক ও লম্ফ-ঝম্ফ করিতেছিল। রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বলিলেন ঃ তুমি দেখিতে চাও কি? হযরত আয়েশা (রা) বলিলেন ঃ হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তখন তাঁহার নিকট আগমন করত স্বীয় বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। হযরত আশেয়া (রা) স্বীয় চিবুক হুযূর (সা)-এর বাহুর উপর স্থাপনপূর্বক বহুক্ষণ ধরিয়া হাব্‌শীদের ক্রীড়া-কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পর অবশ্য রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলিলেন ঃ হে আয়েশা! এখনও তৃপ্ত হও নাই? হযরত আয়েশা (রা) নীরব রহিলেন। এইরূপে তিনবার জিজ্ঞাসা করার পর হযরত আয়েশা (রা) উক্ত ক্রীড়া-কৌতুক দর্শনে ক্ষান্ত হইলেন। (সম্ভবত পরপুরুষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ হারাম করতঃ আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। সুতরাং এই ঘটনা দ্বারা কেহই বিভ্রান্ত হইবেন না)। হযরত উমর (রা) প্রত্যেক কার্যে অতিশয় কঠোর কড়া হওয়া সত্ত্বেও বলিতেন ঃ নিজের স্ত্রীর সহিত তরুণের মতো হাস্যরসের অবতারণা ও তদ্রূপ আচার-ব্যবহার করা পুরুষের উচিত। কিন্তু সাংসারিক কার্যে পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করা আবশ্যক। বুযর্গগণ বলেন ঃ পুরুষ হাস্যমুখে গৃহে প্রবেশ করিবে; যাওয়ার সময় নীরবে চলিয়া যাইবে; গ্রহে আসিয়া যাহা কিছু পাইবে তাহাই আহার করিবে এবং যাহা তৈয়ার পাইবে না তজ্জন্য কিছু বলিবে না।

চতুর্থ ঃ স্ত্রীর সঙ্গে ক্রীড়া-কৌতুক ও হাসি- তামাশা এত অধিক করিবে না যাহাতে স্ত্রীর হৃদয় হইতে তোমার ভয় সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত হইয়া যায় এবং মন্দ কার্যে স্ত্রীর মতের পোষকতা করিবে না। বরং সে মানবতা ও শরীয়তের বিরোধী কোন কার্যে উদ্যত হইলে তাহাকে শাসন করিবে। কারণ এইরূপ কার্যে স্ত্রীর পক্ষপাতিত্ব করিলে পুরুষ গোলাম হইয়া পড়ে। আল্লাহ বলেন ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ–

স্বামী স্ত্রীর উপর শাসক; স্ত্রীর উপর সর্বদা তাহার প্রবল থাকা উচিত।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ تَعِسَ عَبْدُ الزَّوْجَةِ– যে পুরুষ স্ত্রীর গোলাম হইয়া থাকে, সে হতভাগ্য।

কারণ সৃষ্টিগতভাবেই স্ত্রীকে স্বামীর অনুগত হইয়া থাকা উচিত। বুযর্গগণ বলেন ঃ স্ত্রীলোকদের সঙ্গে পরামর্শ কর; কিন্তু কেবল তাহাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করিও না। প্রকৃতপক্ষে নারীর প্রকৃতি অবাধ্য কুপ্রবৃত্তি তূল্য। পুরুষ তাহাদিগকে একটু স্বাধীনতা দিলে তাহারা নাগালের বাহিরে যাইবে ও সীমা অতিক্রম করিবে এবং পরিশেষে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিবে। মোটকথা, নারীর

মধ্যে এক প্রকার দুর্বলতা আছে; ধৈর্যাবলম্বনই ইহার প্রতিকার। তাহাদের মধ্যে বক্রতাও আছে; শাসনই ইহার ঔষধ। বিচক্ষণ চিকিৎসকের ন্যায় সর্বদা স্ত্রীর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা পুরুষের কর্তব্য। প্রতিকারের উপযোগী কোন বিষয় দেখিতে পাইলে তৎক্ষণাৎ ইহার প্রতিকার করিবে। কিন্তু সর্বক্ষণ অতিশয় ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সহিত কাজ করিতে হইবে। কারণ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, নারী পুরুষের পাঁজরের বাঁকা হাড্ডি হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। জোরে টানিয়া সোজা করিতে চাহিলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।

পঞ্চম ঃ লজ্জাশীলতার ব্যাপারে যথাসাধ্য সংযত হইবে এবং মধ্যম পন্থা বর্জন করিবে না। বিপদ ও অশুভ ঘটনার উদ্ভব হইতে পারে এমন কার্য হইতে স্ত্রীকে বারণ করিবে। যথাসম্ভব তাহাকে গৃহের বাহিরে যাইতে দিবে না। গৃহের ছাদে উঠিতে ও বাহিরে দরজায় দাঁড়াইতে দিবে না। এইরূপ স্থানে দন্ডায়মান হইলে তাহার দৃষ্টি পরপুরুষের উপর এবং পরপুরুষের দৃষ্টি তাহার উপর পড়িতে পারে। জানালার ছিদ্র দিয়া পরপুরুষের ক্রিয়া-কৌতুক দেখিবার অনুমতি স্ত্রীলোককে কখনও দিবে না। কারণ, চক্ষু হইতে যাবতীয় পাপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। গৃহাভ্যন্তরে উপবিস্ট থাকিলে উহা সৃষ্টি হয় না; বরং জানালার ফাঁক, ছাদ ও দ্বারদেশ দিয়াই পাপ প্রবেশ করে। সুতরাং স্ত্রীলোকের জন্য তামাশা দেখাকে সামান্য কার্য বলিয়া অবহেলা করিবে না। বিনা কারণে স্ত্রীর প্রতি কুধারণা পোষণ করা, তাহার দুর্নাম করা এবং সীমাতিরিক্ত লজ্জা রাখা উচিত নহে। স্ত্রীর প্রত্যেক কার্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনেও বাড়াবাড়ি করিবে না।

একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) শাম দেশের নিকটবর্তী এলাকা হইতে প্রত্যাগমন করত সঙ্গী-সাথিগণকে বলিলেনঃ অদ্য রাতে কেহই অতর্কিত নিজে গৃহে প্রবেশ করিও না। রজনী প্রভাত হওয়া পর্যন্ত এখানেই অবস্থান কর। দুইজন এই আদেশ লংঘন করতঃ রাত্রিকালেই নিজ নিজ গৃহে গমন করিয়াছিল। কিন্তু প্রতিকূলতার জন্য মনোবাসনা পূর্ণ করিতে পারিল না। হযরত আলী (রা) বলেনঃ লজ্জাশীলতার ব্যাপারে স্ত্রীলোকদের প্রতি সীমার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করিও না। কারণ সমাজে ইহা প্রকাশ পাইলে লোকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিবে। বড় লজ্জাশীলতা এই যে, পরপুরুষের প্রতি তাহাদের দৃষ্টি পতিত হইতে দিবে না। একদা রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ স্ত্রীলোকদের পক্ষে উত্তম কি? হযরত ফাতিমা (রা) বলিলেন ঃ ইহাই উত্তম যে, কোন পরপুরুষ তাহাদিগকে এবং তাহারা কোন পরপুরুষকে দেখিতে না পায়। স্বীয় দুহিতার নিকট হইতে এই উত্তর শুনিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) অত্যন্ত সন্তুস্ট হইলেন এবং তাঁহাকে গলায় লাগাইয়া বলিলেন ঃ بِضْعَةٌ مِنِّىْ– 'তুমি আমারই কলিজার টুকরা।

একদা হযরত মুআয (রা) স্বীয় স্ত্রীকে জানালা দিয়া উকি মারিতে দেখিয়া প্রহার করিয়াছিলেন। অপর একদিন একটি সেব ফলের এক টুকরা নিজে খাইয়া অপর টুকরা

www.BANGLAKITAB.com

গোলামকে দিয়াছিলেন দেখিয়াও প্রহার করিয়াছিলেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ নারীদিগকে আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতে দিও না। তাহা হইলে তাহারা গৃহের বাহির হইবে না। কারণ, আড়ম্বরপূর্ণ পোশাক পরিধান করিতে দিলেই গৃহের বাহিরে যাইবার আকাঙ্ক্ষা তাহাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইবে। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর যমানায় স্ত্রীলোকদের জন্য মস্‌জিদে নামাযের জামা'য়াতে পশ্চাতের সারিতে দাণ্ডায়মান হওয়ার অনুমতি ছিল। সাহাবী (রা)-গণ তাঁহাদের যমানায় তাহাদিগকে মস্‌জিদে গমন করিতে নিষেধ করেন। হযরত আয়েশা (রা) বলেন ঃ স্ত্রীলোকদের বর্তমান অবস্থা যদি রাসূলুল্লাহ (সা) দেখিতেন তবে তিনি তাহাদিগকে মস্‌জিদে যাইতে নিষেধ করিতেন।

বর্তমান যুগে নারীদিগকে মস্‌জিদে ও সভায় গমনে এবং পর-পুরুষদিগকে দর্শনে নিবৃত্ত রাখা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু অতি বৃদ্ধ মহিলা পুরাতন চাদরে বা বোরকায় দেহ আবৃত করিয়া গমন করিলে কোন দোষ নাই। অধিকাংশ সময় স্ত্রীলোকদের উপর সভায় ও প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে বিপদ উপস্থিত হয়। সুতরাং যে স্থানে বিপদের আশংকা আছে তথায় স্ত্রীলোকদিগকে যাইতে দেওয়া দুরস্ত নহে। জনৈক অন্ধ পুরুষ রাসূলুল্লাহ (সা)-এর গৃহে গমন করেন। হযরত আয়েশা (রা) ও অন্য স্ত্রীলোকগণ যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের কেহই অন্ধলোকটিকে দেখিয়া পর্দার অন্তরালে গমন করিলেন না; বরং তাঁহারা বলিলেন, এই ব্যক্তি অন্ধ। ইহাতে রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ এই ব্যক্তি অন্ধ হইলে তোমরাও কি অন্ধ?

ষষ্ঠ ঃ স্বামী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ উত্তমরূপে করিবে, সঙ্কীর্ণতাও করিবে না এবং অপব্যয়ও করিবে না। বুঝিয়া লইবে যে, স্ত্রীকে জীবিকা প্রদানের সওয়াব সদ্‌কা খয়রাতের সওয়াব অপেক্ষা অধিক। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যদি কোন ব্যক্তি এক দীনার জিহাদে ব্যয় করে, এক দীনার দ্বারা গোলাম খরিদ করিয়া আযাদ করিয়া দেয়, এক দীনার কোন মিস্‌কীনকে দান করে এবং এক দীনার স্বীয় স্ত্রীকে দান করে তবে এই শেষোক্ত দীনারের সওয়াব সর্বাধিক হইবে। কোন উত্তম খাদ্য স্বামীর একাকী খাওয়া উচিত নহে। কোন কারণে তদ্রূপ খাদ্য একাকী খাইয়া থাকিলে তাহা গোপন রাখিবে। যে খাদ্য নিজ গৃহে প্রস্তুত করিতে সক্ষম না হও স্ত্রীর নিকট ইহার উল্লেখ করিবে না। ইব্‌ন সিরীন (র) বলেন ঃ সপ্তাহে একবার হালুয়া তৈয়ার করিবে অথবা মিঠাই প্রস্তুত করিবে। অকস্মাৎ মিষ্টান্ন ভোজন বন্ধ করিয়া দেওয়া অমানুষিকতার কাজ। কোন মেহ্‌মান উপস্থিত না থাকিলে স্বীয় স্ত্রীর সহিত আহার করিবে। কারণ, হাদীস শরীফে আছে, যে গৃহের লোকেরা একসঙ্গে আহার করে, আল্লাহ্ তাহাদের প্রতি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং ফেরেশ্‌তাগণ তাহাদের মাগফিরাত কামনা করিয়া থাকে।

মোটকথা, হালাল উপার্জন দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করিবে। কারণ হারাম মাল দ্বারা পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করা বিশ্বাসঘাতকতা ও নিতান্ত অবিচারের কাজ। তদপেক্ষা বিশ্বাসঘাতকতা ও অবিচার আর হইতে পারে না।

সপ্তম ঃ স্বামী স্ত্রীকে নামায, পাক-পবিত্রতা, হায়েয-নিফাস, ইত্যাদি বিষয়ক প্রয়োজনীয় ধর্ম-শিক্ষা প্রদান করিবে। স্বামী শিক্ষা না দিলে গৃহের বাহিরে যাইয়া আলিমের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া স্ত্রীর উপর ফরয। স্বামী শিক্ষা দিলে তাহার অনুমতি ব্যতীত বাহিরে যাওয়া এবং পরপুরুষের নিকট জিজ্ঞাসা করা স্ত্রীর জন্য দুরস্ত নহে। স্ত্রীকে ধর্মবিষয়ক শিক্ষা প্রদানে ত্রুটি করিলে স্বামী তজ্জন্য গুণাহগার হইবে। কারণ আল্লাহ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا-

তোমরা তোমাদের নিজদিগকে এবং তোমাদের পরিবারবর্গকে দোযখের অগ্নি হইতে রক্ষা কর।

ইহাও স্ত্রীলোকদিগকে শিখাইয়া দেওয়া আবশ্যক যে, সূর্যাস্তের পূর্ব হায়েয বন্ধ হইলে সেই দিনের আসরের নামাযেরও কাযা আদায় করিতে হইবে। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই এই মাস্‌য়ালা অবগত নহে।

অষ্টম ঃ একাধিক স্ত্রী থাকিলে সকলের প্রতি সমান ব্যবহার করা স্বামীর কর্তব্য। হাদীস শরীফে আছে, 'যে ব্যক্তি কোন এক স্ত্রীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবে কিয়ামত দিবসে তাহার অর্ধেক শরীর বাঁকা হইয়া যাইবে। উপহার প্রদানে ও রাত্রি যাপনে সকলের প্রতি সমান দৃষ্টি রাখিবে। কিন্তু ভালবাসা ও সহবাস বিষয়ে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব নহে। কারণ ভালবাসা ও সম্ভোগেচ্ছার উপর কাহারও হাত নাই। রাসূলুল্লাহ (সা) এক-এক রাত্রি এক-এক স্ত্রীর সহিত যাপন করিতেন। কিন্তু তিনি হযরত আয়েশা (রা)-কে সর্বাধিক ভালবাসিতেন এবং বলিতেন ঃ ইয়া আল্লাহ্। যে বিষয় আমার ক্ষমতা আছে তাহাতে সমতা রক্ষার চেষ্টা করিতেছি; কিন্তু হৃদয়ের উপর আমার অধিকার নাই।

কোন স্ত্রীর প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলে এবং তাহার সহিত সহবাসের ইচ্ছা না হইলে তাহাকে তালাক দিয়া দেওয়া উচিত, আবদ্ধ করিয়া রাখা সঙ্গত নহে।

নবম ঃ স্ত্রী স্বীয় অক্ষমতাবশত ঃ স্বামীর আদেশ পালন করিতে না পারিলে ভালবাসা প্রদর্শনে ও নম্র ব্যবহারে তাহার দ্বারা আদেশ পালন করাইয়া লওয়া উচিত। নম্র ব্যবহারেও আদেশ পালনে বাধ্য না হইলে স্বামী তাহাকে রাগ দেখাইবে এবং শয়নকালে তাহার দিকে পৃষ্ঠ দিয়া শয়ন করিবে। ইহাতেও অনুগত না হইলে তিন রাত্রি নিজে পৃথক বিছানায় শয়ন করিবে। এই ব্যবস্থাও ফলপ্রদ না হইলে তাহাকে

www.BANGLAKITAB.com

মারিবে। কিন্তু মুখমণ্ডলে প্রহার করিবে না এবং এত জোরেও প্রহার করিবে না যাহাতে ক্ষত হইয়া যাইতে পারে। নামায কিংবা ধর্মের কোন কার্যে ত্রুটি করিলে মাসেক কাল পর্যন্ত তাহার প্রতি ক্রুদ্ধ থাকিবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (সা) তদীয় সহধর্মিনিগণের প্রতি পূর্ণ এক মাসকাল ক্রুদ্ধ ছিলেন।

দশম ঃ সহবাসের সময় পশ্চিম দিকে মুখ করিবে না। সহবাসের পূর্বে রসালাপ, ক্রীড়া-কৌতুক, প্রেম-সম্ভাষণ, চুম্বন ও আলিঙ্গনাদির সাহায্যে স্ত্রীকে প্রফুল্ল করিয়া লইবে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ জন্তুর ন্যায় আপন স্ত্রীর উপর পতিত হওয়া মানুষের উচিত নহে; বরং সঙ্গমের পূর্বে দূত প্রেরণ আবশ্যক। সাহাবী (রা)-গণ নিবেদন করিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এই দূত কি ? তিনি বলিলেন ঃ চুম্বনই সেই দূত। সহবাসের প্রারম্ভে এই দু'আ পড়িবে ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِيْمِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ-

মহান আল্লাহ্‌র নামে শুরু করিতেছি, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ, আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ।

এতদসঙ্গে সূরা ইখ্‌লাস পড়িয়া লওয়া উত্তম। সহবাস ঠিক আরম্ভকালে এই দু'আ পড়িবে ঃ

اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مِمَّا رَزَقْتَنَا

হে আল্লাহ্! আমাদিগকে শয়তান হইতে দূরে রাখ এবং আমাদিগকে যে রিযিক দান করিয়াছ তাহা হইতে শয়তানকে দূরে রাখ।

কারণ হাদীস শরীফে আছে, সহবাসকালে এই দু'আ পড়িলে, এই সহবাসে যে সন্তান জন্মিবে সে শয়তান হইতে নিরাপদে থাকিবে। শুক্রপাতের সময় এই আয়াতের ধ্যান করিবে ঃ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ جَعَلَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَّصِهْرًا-

সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্‌র যিনি (শুক্ররূপ) পানি হইতে মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনন্তর তাহাকে বংশ ও শ্বশুর-সম্পর্ক বিশিষ্ট করিয়াছেন।

শুক্রপাতের উপক্রম হইলে ইহা রোধ করত স্ত্রীর শুক্র অগ্রে পাত করিবার চেষ্টা করিবে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ পুরুষের দুর্বলতার লক্ষণ তিনটি ঃ (১) যে ব্যক্তি ভালবাসে তাহার নাম জিজ্ঞাসা না করা। (২) কোন ভ্রাতা সম্মান করিলে উহা উপেক্ষা করা। (৩) চুম্বন আলিঙ্গনাদির পূর্বে স্ত্রীর সহিত সহবাসে লিপ্ত হওয়া এবং স্ত্রীর শুক্রপাত হওয়া পর্যন্ত নিজের শুক্র রোধে অক্ষম হওয়া। হযরত আলী (রা), হযরত

আবু হুরায়রা (রা) এবং হযরত মু'আবিয়া (রা) হইতে বর্ণিত আছে যে, চান্দ্র মাসের প্রথম, পঞ্চদশ এবং শেষ তারিখের রাত্রে স্ত্রীসহবাস করা মাকরূহ। কারণ এই কয়েক রাত্রে সহবাস-কালে শয়তান উপস্থিত থাকে।

হায়েয অবস্থায় স্ত্রী সহবাস হইতে দৃঢ়ভাবে আত্মরক্ষা করিবে। কিন্তু হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সহিত নগ্নদেহে শয়ন করা নিষিদ্ধ নহে। হায়েয বন্ধ হইলেও গোসলের পূর্বে সহবাস করা উচিত নহে। একবার সহবাসের পর পুনরায় সহবাসের ইচ্ছা করিলে উভয়েই নিজ নিজ অঙ্গ ধৌত করিয়া লইবে। অপবিত্র অবস্থায় কিছু খাইবার ইচ্ছা করিলে উযূ করিয়া লইবে। শয়ন করিতে চাহিলেও উযূ করিয়া শয়ন করিবে। উযূ দ্বারা সহবাসজনিত নাপাকী দূর হইবে না বটে তথাপি আহার ও নিদ্রার জন্য উযূ করিয়া লওয়া সুন্নত। স্ত্রীসহবাসের পর গোসলের পূর্বে ক্ষৌরকার্য করিবে না ও নখ কাটিবে না। কারণ এইরূপ অপবিত্র অবস্থায় চুল, নখ কাটিয়া ফেলা ভাল নহে।

স্ত্রীর জরায়ুতে শুক্র পৌছাইবার চেষ্টা করিবে; বাহিরে ফেলিবে না। কিন্তু শুক্রপাতের উপক্রমেই বাহিরে আনিয়া ফেলা হারাম নহে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট নিবেদন করিল ঃ এক ক্রীতদাসী আমার খিদমত করিয়া থাকে। সে গর্ভবতী হইয়া কাজে অক্ষম হইয়া পড়ে আমি ইহা চাহি না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ সহবাসকালে শুক্রপাতের উপক্রম হইলে পুরুষাঙ্গ বাহিরে আনিয়া শুক্রপাত করিবে। কিন্তু ভাগ্যে সন্তান থাকিলে সন্তান আপনা-আপনিই জন্মিবে। কিছুকাল পর সেই লোক আগমন করত বলিল ঃ হে আল্লাহ্‌র রাসূল! (সে দাসীর গর্ভে) একটি সন্তান জন্মিয়াছে। হযরত জাবির (রা) বলেন ঃ

كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْاٰنُ يَنْزِلُ-

আমরা জন্মনিরোধের জন্য বাহিরে শুক্রপাত করিতাম, তখন কুরআন অবতীর্ণ হইত; (কিন্তু বাহিরে শুক্রপাত করা আমাদের প্রতি নিষিদ্ধ হয় নাই)।

একাদশ ঃ সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ামাত্র তাহার ডান কানে আযান ও বাম কানে ইকামত বলিবে। হাদীস শরীফে আছে যে, এইরূপ করিলে সন্তান শিশু রোগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। সন্তানের উৎকৃষ্ট নাম রাখিবে। হাদীস শরীফে আছে, আবদুল্লাহ, আবদুর রহমান এবং এবংবিধ নাম আল্লাহ্‌র নিকট সর্বোৎকৃষ্ট। গর্ভভ্রষ্ট সন্তানেরও নাম রাখা সুন্নত। আকীকা সুন্নতে মুআককাদা (হানাফী মযহাব মতে সুন্নতে যাইদা)।

কন্যা সন্তানের জন্য একটি এবং পুত্র সন্তানের জন্য দুইটি ছাগ যবেহ করিয়া আকীকা করা উচিত। দুইটি না থাকিলে একটি করিলেও চলিবে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন যে, আকীকার ছাগের হাড় ভাঙ্গা উচিত নহে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তাহার মুখে কোন মিষ্টদ্রব্য দেওয়া ও সপ্তম দিনে তাহার চুল কাটাইয়া সেই চুলের সমান ওজনে স্বর্ণ বা রৌপ্য সদকা করা সুন্নত।

www.BANGLAKITAB.com

কন্যা সন্তানের ফযীলত ঃ কন্যা সন্তান জন্মিলে অসন্তুষ্ট এবং পুত্র সন্তান জন্মিলে খুব আনন্দিত হওয়া উচিত নহে। কারণ কোন্ সন্তানে মঙ্গল হইবে তাহা লোকে জানে না। কন্যা সন্তান অতি শুভ এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণে অধিক সওয়াব মিলে। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার তিনটি কন্যা বা তিনটি বোন আছে এবং তাহাদের জন্য তাহাকে পরিশ্রম করিতে হইতেছে, তাহার এই অনুগ্রহকৃত পরিশ্রমের বিনিময়ে আল্লাহ্ তাহার উপর অনুগ্রহ করিবেন। এক ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি দুইজন থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ দুইজন হইলেও। তখন এক ব্যক্তি নিবেদন করিল ঃ একজনই যদি থাকে? রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ তাহা হইলেও। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যাহার একটি কন্যা আছে সে দুঃখগ্রস্ত, যাহার দুই কন্যা আছে সে ভারী বোঝাগ্রস্ত, যাহার তিন কন্যা আছে, হে মুসলমানগণ! তোমরা তাহাকে সহানুভূতি ও সাহায্য কর। সে আমার এই দুইটি অঙ্গুলির ন্যায় বেহেশতে আমার সঙ্গে থাকিবে। অর্থাৎ সে আমার নিকট অবস্থান করিবে। রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি বাজার হইতে ফল খরিদ করিয়া গৃহে আনয়ন করে তাহার সওয়াব সদকা তুল্য। প্রথমে কন্যাকে প্রদান করিয়া পরে পুত্রকে দেওয়া উচিত। যে ব্যক্তি কন্যাকে সন্তুষ্ট করিবে সে আল্লাহর ভয়ে রোদনকারীর ন্যায় এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ্র ভয়ে রোদন করে তাহার জন্য দোযখের অগ্নি হারাম হইয়া যায়।

দ্বাদশ ঃ সাধ্যপক্ষে স্ত্রীকে তালাক দিবে না। কারণ, তালাক মুবাহ্ হইলেও আল্লাহ্র নিকট নিতান্ত অপছন্দনীয় এবং তালাক শব্দ উচ্চারণ-মাত্রই স্ত্রী নিতান্ত বেদনা পাইয়া থাকে। অযথা কাহাকেও বেদনা দেওয়া কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? কিন্তু নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে তালাক দেওয়া যাইতে পারে। একবারে এক তালাকের অধিক প্রদান করা উচিত নহে। একবারে তিন তালাক দেওয়া মাক্রূহ। হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া হারাম। আবার হায়েযের পর পবিত্রাবস্থায় সহবাস করিয়া থাকিলেও তালাক দেওয়া হারাম। তালাক দেওয়া আবশ্যক হইয়া উঠিলেও দয়াপরবশ হইয়া তালাক দিতে বিলম্ব করিবে। ক্রোধ ও ঘৃণার বশবর্তী হইয়া তালাক দিবে না। তালাকের পর স্ত্রীকে উপহার দিবে; তাহাতে সে কিছুটা সান্ত্বনা লাভ করিবে। স্ত্রীর গোপনীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না এবং কি দোষে তাহাকে তালাক দিতেছ তাহাও কাহারও নিকট বলিবে না। তালাক দিতে উদ্যত এক ব্যক্তিকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি তালাক দিতেছ কেন? সে ব্যক্তি বলিলঃ আমি আমার স্ত্রীর গুপ্ত বিষয় ব্যক্ত করিতে পারি না। তালাক দেওয়ার পর আবার লোকে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ তুমি তালাক দিলে কেন ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ বেগানা নারীর গোপনীয় বিষয় ব্যক্ত করায় আমার কি প্রয়োজন ?

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য ঃ উপরে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর বিরাট কর্তব্য রহিয়াছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীকে স্বামীর আনুগত্য করিতে হইবে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, "আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কাহাকেও সিজদা করিবার বিধান থাকিলে নিজ নিজ স্বামীকে সিজ্দা করার জন্য প্রত্যেক স্ত্রীকে নির্দেশ প্রদান করা হইত।" নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

স্ত্রী স্বামীর গৃহে অবস্থান করিবে, স্বামীর বিনা অনুমতিতে গৃহের বাহির হইবে না। দরজা-জানালায় দাঁড়াইবে না এবং ছাদের উপর যাইবে না। প্রতিবেশীদের সঙ্গে বেশি আলাপ-আলোচনা ও বন্ধুত্ব করিবে না। অকারণে প্রতিবেশিদের গৃহে যাইবে না। স্বামীর সুনাম ব্যতীত কখনও দুর্নাম করিবে না। স্বামীর সহিত নিঃসঙ্কুচিত সহবাস ও আনুগত্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রত্যেক কার্যে স্বামীর উদ্দেশ্য ও সন্তোষের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি রাখিবে। স্বামীর ধনের খেয়ানত করিবে না। স্বামীর প্রতি সর্বদা কোমলতা প্রদর্শন করিবে । স্বামীর কোন বন্ধু দ্বারে উপস্থিত হইলে এমনভাবে উত্তর দিবে যেন তোমাকে বন্ধুর স্ত্রী বলিয়া সে ব্যক্তি চিনিতে না পারে। স্বামীর সকল বন্ধু-বান্ধব হইতে পর্দা করিবে যেন তাহারা তোমাকে চিনিতে না পারে। অবস্থানুযায়ী যাহা জোটে তাহাতেই স্বামীর সহিত সন্তুষ্ট থাকিবে, অতিরিক্ত চাহিবে না। স্বীয় আত্মীয়-স্বজনের প্রতি কর্তব্য অপেক্ষা স্বামীর প্রতি তোমার কর্তব্যকে বড় বলিয়া মনে করিবে। সর্বদা নিজেকে এমন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখিবে যেরূপ সাজসজ্জা সহবাসের জন্য প্রয়োজনীয়। যে কাজ স্বহস্তে করিতে পার তাহা নিজেই সমাধা করিবে। স্বামীর সম্মুখে নিজের রূপ ও সৌন্দর্যের অহংকার করিবে না। স্বামীর সদ্ব্যবহার ও অনুগ্রহের প্রতি কখনও অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে না। "তুমি আমার সহিত কি সদ্ব্যবহার করিয়াছ?" এইরূপ কখনও বলিবে না। সর্বদা অকারণে ক্রয়-বিক্রয় ও তালাকের প্রশ্ন উত্থাপন করিবে না।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আমি দোযখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তথায় বহু সংখ্যক স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলাম। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলাম, নিজ নিজ স্বামীর প্রতি অভিশাপ, ভর্ৎসনা ও অকৃতজ্ঞতা করার জন্য তাহাদের এই দুর্দশা ঘটিয়াছে।

www.BANGLAKITAB.com

তৃতীয় অধ্যায়

উপার্জন ও ব্যবসায়

পৃথিবী পরকালের পথে একটি পান্থশালা। জীবন ধারণের জন্য মানুষের পানাহারের আবশ্যক এবং উপার্জন ব্যতীত পানাহারের সমগ্রী পাওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং উপার্জনের নিয়মাবলী জানিয়া লওয়া আবশ্যক; কারণ দুনিয়া অর্জনে যে ব্যক্তি দেহ-মন সম্পূর্ণরূপে লিপ্ত রাখে সে নিতান্ত হতভাগা। যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল (নির্ভর) করত ঃ সর্বদা কেবল পরকালের পাথেয় সংগ্রহে নিজেকে মশ্‌গুল করিয়া রাখেন, তিনি অতি সৌভাগ্যবান। কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যপন্থা এই যে, মানুষ পার্থিব সম্পদও উপার্জন করিবে এবং তৎসঙ্গে পরকালের সম্বল সংগ্রহেও লিপ্ত থাকিবে। কিন্তু পরকালের সম্বল সংগ্রহ হইবে মুখ্য উদ্দেশ্য এবং একমাত্র পরকালের সম্বল নিরুদ্বেগে সংগ্রহের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যেই পার্থিব সম্পদ উপার্জন করিবে। সুতরাং উপার্জন সম্বন্ধে শরীয়তের যে বিধানসমূহ ও নিয়মাবলী অবগত হওয়া একান্ত আবশ্যক উহা এ স্থলে পাঁচটি অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

প্রথম অনুচ্ছেদ

উপার্জনের ফযীলত ও সওয়াব

নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া না রাখা এবং হালাল জীবিকা উপার্জনপূর্বক তাহাদের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করা ধর্ম-যুদ্ধের সমতুল্য এবং বহু ইবাদত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

একদা রাসূলুল্লাহ (সা) উপবিষ্ট ছিলেন। এমন সময় এক বলিষ্ঠ যুবক অতি প্রত্যূষে অপর পার্শ্ব ধরিয়া এক দোকানে চলিয়া গেল। সাহাবা (রা)-গণ বলিলেন ঃ আফসোস, এই ব্যক্তি যদি আল্লাহ্‌র পথে (লিপ্ত হওয়ার জন্য) এত প্রত্যূষে উঠিত! রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ এইরূপ বলিও না। কারণ এই ব্যক্তি যদি নিজকে বা নিজের মাতাপিতা অথবা নিজের স্ত্রী-পুত্রদিগকে পরমুখাপেক্ষী না করার উদ্দেশ্যে গমন করিয়া থাকে তাহা হইলেও সে আল্লাহর পথে আছে। আর বাহাদুরী, অহংকার এবং অতিরিক্ত ধনার্জনের উদ্দেশ্যে গমন করিয়া থাকিলে সে শয়তানের পথে রহিয়াছে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজেকে পরমুখাপেক্ষী না করিবার উদ্দেশ্যে কিংবা স্বীয় প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনের প্রতি মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে হালাল উপার্জন করে, কিয়ামত দিবস তাহার মুখমণ্ডল পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় হইবে। তিনি বলেন ঃ সৎ ব্যবসায়িগণ কিয়ামত-দিবস সিদ্দীক-শহীদগণের দলে উঠিবে। তিনি বলেন ঃ ব্যবসায়ী মুসলমানকে আল্লাহ্ ভালবাসেন। তিনি বলেন ঃ শরীয়তের আদেশ-নিষেধ মানিয়া চলিলে ব্যবসায়ীদের উপার্জন সর্বাধিক হালাল। তিনি বলেন ঃ বাণিজ্য কর। কারণ ধনের দশ ভাগের নয় ভাগ শুধু বাণিজ্যে রহিয়াছে। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের জন্য ভিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে আল্লাহ্ তাহার জন্য দরিদ্রতার সত্তর দরজা খুলিয়া দেন। হযরত ঈসা (আ) এক ব্যক্তিকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ তুমি কি কাজ কর? সে ব্যক্তি বলিল ঃ ইবাদত করি। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আহার কোথা হইতে পাও ? সে ব্যক্তি বলিল ঃ আমার ভাই আছেন; তিনি আমার খাদ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়া থাকেন। হযরত ঈসা (আ) বলিলেন ঃ তোমার ভাই তোমা অপেক্ষা অধিক ইবাদতকারী। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ উপার্জন ত্যাগ করিও না এবং আল্লাহ্ জীবিকা দান করিবেন বলিয়া অকর্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিও না। কারণ আল্লাহ্ আসমান হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য নিক্ষেপ করেন না। অর্থাৎ তিনি আস্‌মান হইতে স্বর্ণ-রৌপ্য নিক্ষেপে সক্ষম বটে কিন্তু কোন উসীলায় জীবিকা প্রদান করাই তাঁহার সাধারণ নীতি।

লুকমান হাকীম স্বীয় পুত্রকে উপদেশ প্রদানে বলেন ঃ হে বৎস! উপার্জন ছাড়িও না। কারণ যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষী হয় তাহার ধর্ম সংকীর্ণ হইয়া পড়ে, বুদ্ধি দুর্বল ও মানবতা বিনষ্ট হয় এবং লোকে তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখে। এক বুযর্গকে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আবিদ শ্রেষ্ঠ, না আমানতদার ব্যবসায়ী ? তিনি বলিলেন ঃ আমানতদার ব্যবসায়ী শ্রেষ্ঠ। কারণ তিনি সর্বদা শয়তানের সহিত জিহাদে লিপ্ত। শয়তান দাঁড়ি-পাল্লা ও আদান-প্রদানের অন্তরালে সর্বদা ব্যবসায়ীর পশ্চাতে লাগিয়া থাকে এবং তিনি তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া থাকেন। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ পরিবারবর্গের জীবিকা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বাজারে গমন করত হালাল উপার্জনকালে আমার মৃত্যু ঘটিলে আমার নিকট এই মৃত্যু অন্য সকল স্থানের মৃত্যু অপেক্ষা অধিক পছন্দনীয়। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ যে ব্যক্তি ইবাদতের জন্য মসজিদে অবস্থান করে এবং বলে, আল্লাহ্ আমাকে জীবিকা প্রদান করিবেন, আপনি এই ব্যক্তি সম্বন্ধে কি বলেন ? তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ সে ব্যক্তি মূর্খ, শরীয়ত সম্বন্ধে অবগত নহে। কারণ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ আমার রিযক বল্লমের ছায়াতলে অর্থাৎ জিহাদের মধ্যে আল্লাহ আমার জীবিকা রাখিয়াছেন।

www.BANGLAKITAB.com

হযরত আওযাঈ (র) হযরত ইব্রাহীম আদ্‌হাম (র)-কে লাক্‌ড়ির বোঝা স্কন্ধে লইয়া যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আপনি আর কতকাল এইরূপ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন ? আপনার মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ আপনার এই কষ্ট দূর করিতে সক্ষম। হযরত ইবরাহীম আদ্‌হাম (র) বলিলেন ঃ চুপ থাক। হাদীস শরীফে আছে "হালাল জীবিকা অন্বেষণে যে ব্যক্তি নীচ স্থানে দণ্ডায়মান হয়, বেহেশ্‌তে তাহার জন্য স্থান সুনিশ্চিত হইয়া পড়ে।

এ স্থলে কেহ যদি প্রশ্ন করে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنِ اجْمَعِ الْمَالَ وَكُنْ مِّنَ التَّاجِرِيْنَ وَلٰكِنْ أُوْحِيَ اِلَيَّ اَنْ سَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ-

সঞ্চয় করিতে এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে আল্লাহ আমাকে নির্দেশ প্রদান করেন নাই; বরং প্রশংসা সহকারে স্বীয় প্রভুর তস্‌বীহ পাঠ করিতে ও সিজদাকারীগণের দলভুক্ত থাকিতে এবং মৃত্যুকাল পর্যন্ত স্বীয় প্রভুর ইবাদত করিতে আল্লাহ্ আমাকে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন।

এই হাদীস দ্বারা তো ইহাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকা উপার্জন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার উত্তর এই, যে ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারবর্গের নিমিত্ত যথেষ্ট ধনের অধিকারী, সর্বসম্মত মতে সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকাই তাহার জন্য উপার্জনে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। কিন্তু আবশ্যকের অতিরিক্ত উপার্জনে লিপ্ত হওয়াতে কোনই ফযীলত নাই। বরং ইহাতে অনিষ্ট সাধিত হয় এবং ইহাই সংসারাসক্তি। আর এইরূপ অনাবশ্যক উপার্জনই যাবতীয় পাপের অগ্রণী। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি নির্ধন; কিন্তু হালাল অর্থে তাহার জীবিকা নির্বাহ হইতেছে তাহার জন্য উপার্জনে প্রবৃত্ত না হওয়াই উত্তম। এই বিধান চারি শ্রেণীর লোকের পক্ষে প্রযোজ্য ঃ (১) যাঁহারা জনসাধারণের হিতকর ধর্মীয় বা পার্থিব জ্ঞানে লিপ্ত, যেমন শরীয়তের ইল্‌ম বা চিকিৎসা বিদ্যা। (২) যাঁহারা শরীয়তের বিচার-কার্যে নিযুক্ত আছেন, যাহাদের হাতে ওয়াক্‌ফ সম্পত্তির ভার ন্যস্ত আছে অথবা যাঁহারা মানবের কোন মঙ্গলজনক কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। (৩) যাঁহার অন্তরে সূফীগণের অবস্থা এবং অন্তর্দৃষ্টির পথ-উন্মুক্ত হইয়াছে। (৪) যাঁহারা সূফীদের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত খান্‌কায় অবস্থান করত আল্লাহ্‌র ইবাদত ও ওযীফা পাঠে নিমগ্ন থাকেন। অপর লোকের নিকট হইতে যদি এই শ্রেণীর লোকদের জীবিকা পৌঁছিতে থাকে এবং যমানাও এইরূপ হয় যে, বিনা প্রার্থনায় ও অনুগ্রহের খোঁটা না দিয়া কেবল স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোকে তাহাদিগকে সাহায্য করারূপ সওয়াবের কার্যে অনুপ্রাণিত হয়, তবে উক্ত চারি শ্রেণীর লোকের জন্য উপার্জনে লিপ্ত না হওয়াই উত্তম।

অতীতকালের জনৈক বযুর্গের ৩৬০ জন বন্ধু ছিল। তিনি সর্বদা ইবাদতে লিপ্ত থাকিতেন এবং এক-এক রজনীতে এক-এক বন্ধুর গৃহে মেহ্‌মানস্বরূপ থাকিতেন। তাঁহাকে উপার্জনের আবিল্য হইতে মুক্ত রাখাকে তাঁহার বন্ধুগণ ইবাদত বলিয়া গণ্য করিত। নেক কার্যের দ্বারা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই তৎকালে এই রীতি প্রচলিত ছিল। অপর এক বুযর্গের ৩০ জন বন্ধু ছিল। সারা মাস তিনি এক-এক রজনীতে এক-এক বন্ধুর বাড়িতে থাকিতেন। কিন্তু যমানার অবস্থা যদি এইরূপ হয় যে, প্রার্থনার অপমান ভোগ করা ব্যতীত শুধু সওয়াবের আশায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লোক দান না করে, তবে নিজের জীবিকা নির্বাহের জন্য উপার্জন করা উত্তম। কারণ ভিক্ষা করা মন্দ কার্য, বিশেষ প্রয়োজনে ইহা হালাল হইয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি উচ্চ মরতবার অধিকারী এবং যাঁহার দ্বারা লোকের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, এমতাবস্থায় জীবিকা অন্বেষণে তাঁহাকে কিছুটা অপমান সহ্য করিতে হইলেও উপার্জনে লিপ্ত না হওয়াই তাহার জন্য উত্তম। অপরপক্ষে যে ব্যক্তি হইতে বাহ্য ইবাদত ব্যতীত কোন আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও উপকার পাওয়া যায় না, উপার্জনে লিপ্ত হওয়াই তাহার জন্য উত্তম। আর যে ব্যক্তি উপার্জনের কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও মনকে আল্লাহ্‌র স্মরণে নিবদ্ধ রাখিতে পারেন তাঁহার জন্যও উপার্জনে লিপ্ত হওয়াই উত্তম। কারণ আল্লাহ্‌র স্মরণই সকল ইবাদতের মূল উদ্দেশ্য এবং উপার্জনে রত থাকা সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র সহিত অন্তরকে সংযুক্ত রাখিতে পারেন।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

শরীয়ত সম্মত উপার্জনের জ্ঞান

ব্যবসায়-বাণিজ্য বিষয়ক অনুচ্ছেদটি অতি বিস্তৃত। ফিকাহ্-শাস্ত্রসমূহে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। এ স্থলে মানুষের অবগতির জন্য শুধু এতটুকু বর্ণিত হইবে যাহা অধিকাংশ সময় দরকার পড়ে এবং তদতিরিক্ত জটিল বিষয় উপস্থিত হইলে আলিমদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লইতে পারে। এ স্থলে যাহা বর্ণিত হইবে তাহাও জানা না থাকিলে লোকে হারাম ও সুদে নিপতিত হইয়া পড়িবে এবং ইহাও বুঝিবে না যে, এ বিষয়ে কাহারও নিকট জানিয়া লওয়া আবশ্যক।

উপার্জনের শ্রেণী বিভাগ ঃ মোটামুটি ছয় প্রকার কারবারে উপার্জন হইয়া থাকে। যথা ঃ (১) ক্রয়-বিক্রয়, (২) সুদ, (৩) দাদন, (৪) ইজারা, (৫) পুঁজি দিয়া অপর কর্তৃক কারবার চালান ও (৬) নির্দিষ্ট অংশে শরীক হইয়া কারবার করা। নিম্নে এই সমস্তের শর্তসমূহ বর্ণিত হইতেছে।

ক্রয়-বিক্রয় ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মাস্‌য়ালা জানা ফরয। কারণ প্রত্যেককেই ক্রয়-বিক্রয় করিতে হয়। হযরত উমর (রা) বাজারে যাইয়া ক্রয়-বিক্রয়ের মাস্‌য়ালায়

www.BANGLAKITAB.com

অনভিজ্ঞ ব্যবসায়ীদিগকে দুর্রা মারিতেন এবং বলিতেন ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মাস্য়ালা শিক্ষা না করিয়া যেন কেহই এই বাজারে কারবার না করে। অন্যথায় ইচ্ছায় হউক বা ভুলে হউক লোকে সুদে নিপতিত হইয়া পড়িবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের তিনটি অংশ ঃ (১) ক্রেতা ও বিক্রেতা, (২) পণ্যদ্রব্য, (৩) ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি বাক্যে স্থিরীকৃত হওয়া।

ক্রেতা ও বিক্রেতা ঃ পঞ্চবিধ লোকের নিকট ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। যথাঃ (১) নাবালেগ ছেলে, (২) পাগল, (৩) ক্রীত দাস-দাসী, (৪) অন্ধ ও (৫) হারামখোর।

ইমাম শাফিঈ (র)-র মতে নাবালেগ ব্যক্তি অভিভাবকের অনুমতিক্রমে ক্রয়-বিক্রয় করিলেও ইহা দুরস্ত নহে এবং পাগলের ক্রয়-বিক্রয়েও এই একই বিধান। নাবালেগ বা পাগলের নিকট হইতে কোন দ্রব্য ক্রয় করিলে যদি ইহা ক্রেতার হাতে নষ্ট হয় তবে ক্রেতাকেই ইহার ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে নাবালেগ বা পাগলের নিকট কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে এবং ক্রেতার হাতে উহা নষ্ট হইলে বিক্রেতা কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না। কারণ বিক্রেতা স্বয়ং উহা দিয়া নিজেই দ্রব্যটি নষ্ট করিয়াছে। ক্রীত দাস-দাসীও প্রভুর অনুমতি ব্যতীত কোন ক্রয়-বিক্রয় করিলে তাহা দুরস্ত হইবে না। কসাই, রুটি বিক্রেতা, মুদী প্রভৃতি ব্যবসায়ী দাস-দাসীর প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের নিকট ক্রয়-বিক্রয় করিলে এই ক্রয়-বিক্রয়ও জায়েয হইবে না। কিন্তু যদি কোন ন্যায় বিচারক সংবাদ প্রদান করে অথবা শহরে এই কথা প্রচারিত থাকে যে, উক্ত দাস-দাসীর প্রভু তাহাদিগকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়াছে, এমতাবস্থায় প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে কিছু ক্রয় করিলে ক্রেতাকে তজ্জন্য কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে প্রভুর অনুমতি ব্যতীত এইরূপ দাস-দাসীর নিকট কিছু বিক্রয় করিলে তাহার আযাদ না হওয়া পর্যন্ত তাহাদের নিকট কোন ক্ষতিপূরণ দাবি করা যাইবে না। অন্ধ ব্যক্তিকৃত কারবার অশুদ্ধ। কিন্তু অন্ধ ব্যক্তি যদি কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে উকিল নিযুক্ত করে তবে উকিল যাহা ক্রয় করে উহার ক্ষতিপূরণ তাহারই দেয়া হইবে। কারণ সে শরীয়তের বিধানাবদ্ধ ও স্বাধীন।

হারাম ভক্ষণকারী যেমন; তুর্কী (সেইকালে তুর্কীগণ অমুসলমান ছিল; তাহারা মৃত জীবজন্তু ইত্যাদি খাইত এবং মদ্যপান করিত। এখন তাহারা মুসলমান; সুতরাং বর্তমানে তাহাদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ নহে)। অত্যাচারী, চোর, সুদদাতা, মদ্য বিক্রেতা, ডাকাত, গায়ক, শোকগাথা গাহিয়া উপার্জনকারী, মিথ্যা সাক্ষ্যদাতা, ঘুষখোর ইত্যাদি হারামখোরের সহিত ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। যদি সঠিকভাবে জানা যায় যে, এইরূপ লোক হইতে ক্রয়ের বস্তু তাহার নিজস্ব সম্পদ, হারাম উপায়ে অর্জিত নহে, তবে উহা ক্রয় করা হারাম নহে, বরং দুরস্ত। কিন্তু যদি সঠিকভাবে জানা যায় যে, ক্রীতদ্রব্য তাহার নিজস্ব নহে; বরং হারাম উপায়ে অর্জিত; তবে তাহা ক্রয় দুরস্ত

নহে। সন্দেহযুক্ত বস্তুর অধিকাংশ হালাল ও কম অংশ হারামের হইলে তাহা ক্রয় দুরস্ত হইবে বটে, কিন্তু নিঃসন্দেহ হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ হারাম ও সামান্য অংশ হালালের হইলে প্রকাশ্যতঃ ইহার ক্রয়-বিক্রয়কে হারাম বলা না গেলেও ইহা এমন সন্দেহজনক যে, হারামের নিকটবর্তী এবং ইহার বিপদ বড় ভয়ানক।

ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদের সহিত ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইলেও তাহাদিগকে কুরআন শরীফ দেওয়া উচিত নহে এবং মুসলমান দাস-দাসীও তাহাদের নিকট বিক্রয় করিবে না। তাহারা মুসলমানদের সহিত দ্বন্দ্বে লিপ্ত হইলে তাহাদের নিকট যুদ্ধাস্ত্রও বিক্রয় করিবে না। এই বিক্রয় প্রকাশ্য শরীয়তমতে অশুদ্ধ এবং বিক্রেতাও পাপী হইবে।

ইবাহতীগণ শরীয়তের বিধান অমান্যকারী ধর্মহীন। তাহাদের সহিত কারবার দুরস্ত নহে। তাহাদিগকে হত্যা করা ও তাহাদের ধন ছিনাইয়া লওয়া বৈধ। তাহারা কোন দ্রব্যের মালিক নহে; তাহাদের সহিত বিবাহ দুরস্ত নহে। ইসলাম-ধর্ম ত্যাগী মুরতাদদের প্রতি প্রযোজ্য বিধি তাহাদের উপরও প্রযোজ্য। যাহারা অত্র গ্রন্থের দর্শন খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত সপ্তবিধ 'ভ্রম'-এর কোন এক ভ্রমে নিপতিত হইয়া মদ্যপান, যাহাদের সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ নহে এমন স্ত্রীলোকের সহিত উঠাবসা এবং নামায না পড়াকে দুরস্ত বলিয়া মনে করে তাহারা যিন্দীক, ধর্মদ্রোহী। তাহাদের সহিত কোন কারবার করা এবং বিবাহ দুরস্ত নহে।

পণ্যদ্রব ঃ যাহা ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে ইহাকেই পণ্যদ্রব্য বলে। এ বিষয়ে ছয়টি শর্তের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

প্রথম শর্ত ঃ বিক্রয়ের দ্রব্য পবিত্র হওয়া। কুকুর, শূকর, গোবর, হস্তীর হাড়, মদ্য, মৃত প্রাণীর মাংস ও চর্বি ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কিন্তু পবিত্র তৈলে অপবিত্র বস্তু পতিত হইলে উহা ক্রয়-বিক্রয় হারাম নহে। এইরূপ অপবিত্র বস্তু বিক্রয় করা নিষিদ্ধ নহে। মৃগনাভী, রেশম বীজ, রেশম সূতার ক্রয়-বিক্রয়ও দুরস্ত। কারণ উহা অপবিত্র নহে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ বিক্রয়ের দ্রব্য উপকারী হওয়া। সাপ, বিচ্ছু এবং মাটির নিচে অবস্থানকারী কীট বা প্রাণীসমূহের ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। সাপুড়িয়াগণ সাপ নাচাইয়া যাহা উপার্জন করে তাহাও দুরস্ত নহে। একটি মাত্র গমের দানা এবং এই প্রকার নগণ্য পদার্থ যাহাতে উল্লেখযোগ্য কোন উপকার নাই, উহার ক্রয়-বিক্রয়ও দুরস্ত নহে। কিন্তু বিড়াল, মৌমাছি, চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ ইত্যাদি যে সকল জন্তু বা উহাদের চর্ম মানুষের উপকারে আসে, সে সকল প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত আছে। তোতা, ময়ুর, প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর পাখী ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত। কারণ, এই শ্রেণীর সুদর্শন পাখী দেখিয়া লোকে আনন্দ পায়। সেতার, বীণা, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কারণ এইগুলি হইতে আনন্দ লাভ করা হারাম এবং এইগুলি হইতে কোন উপকার

www.BANGLAKITAB.com

পাওয়া যায় না। বালক-বালিকাদের মাটির খেলনা প্রাণীর মূর্তি হইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় হারাম। এইরূপ খেলনা ভাঙ্গিয়া ফেলা ওয়াজিব। বৃক্ষলতা ও ফল-ফুলের আকৃতিবিশিষ্ট খেলনা তৈয়ার করা দুরস্ত (এবং উহাদের ক্রয়-বিক্রয়ও অবৈধ নহে)। প্রাণীর মূর্তিবিশিষ্ট থালা ও বস্তু ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত আছে। কিন্তু এইরূপ বস্তু পরিধান করা দুরস্ত নহে। উহা দ্বারা বালিশ ও বিছানা তৈয়ার করা যাইতে পারে।

তৃতীয় শর্ত ঃ পণ্য দ্যব্যের উপর বিক্রেতার মালিকানা স্বত্ব থাকা। কারণ অপরের দ্রব্য মালিকের অনুমতি ব্যতীত বিক্রয় করিলে এই বিক্রয় বৈধ নহে। এমন কি, বিনা অনুমতিতে স্বামীর দ্রব্য স্ত্রী, পুত্রের দ্রব্য পিতা এবং পিতার দ্রব্য পুত্রও বিক্রয় করিতে পারে না। বিক্রয়ের পর মালিকের অনুমতি লইলেই এই বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। কারণ বিক্রয়ের পূর্বে অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক।

চতুর্থ শর্ত ঃ বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতাকে ছাড়িয়া দেওয়ার উপযুক্ত হওয়া। পলাতক দাস-দাসী, পানির মধ্যস্থিত মাছ, শূন্যে উড়ন্ত পাখী, গর্ভস্থ শাবক এবং অশ্বপৃষ্ঠস্থিত শুক্র ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কারণ এইগুলি তৎক্ষণাৎ ক্রেতার হাতে ছাড়িয়া দেওয়া বিক্রেতার ক্ষমতাধীন নহে। পশুর পৃষ্ঠস্থিত পশম বা বাঁটের দুগ্ধ বেচাকেনাও জায়েয নহে। কারণ বিক্রয়ান্তে ক্রেতাকে সমর্পণ করিয়া দিতে যে সময় লাগিবে সেই সময়ের মধ্যে পশুর লোম বৃদ্ধি পাইবে এবং বাটে নূতন দুগ্ধ সঞ্চারিত হইয়া পূর্বে সঞ্চারিত দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইবে। রেহেন গ্রহীতার অনুমতি ব্যতীত রেহেনে আবদ্ধ বস্তু বিক্রয় দুরস্ত নহে। দাসীর গর্ভে সন্তান জন্মিয়া থাকিলে তাহাকে বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। কারণ তাহাকে ক্রেতার হস্তে সমর্পণ করা সম্ভব নহে। যে দাসীর সন্তান অল্প বয়স্ক, সন্তান রাখিয়াই সেই দাসীকে বা দাসী রাখিয়া সন্তানকে বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। কারণ তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটান হারাম।

পঞ্চম শর্ত ঃ বিক্রেয় বস্তু, ইহার পরিমাণ এবং অবস্থা ও গুণ জ্ঞাত হওয়া। বিক্রেয় বস্তু অজ্ঞাত হওয়ার মর্ম এইরূপ যে, যেমন কেহ বলিল, এই পালের যে ছাগলটি বা এই গাঠুরি হইতে যে থানটি তোমার মনঃপূত হয় তাহাই তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। (কারণ ইহাতে বিক্রেয় বস্তুটি নির্দিষ্টরূপে জানা গেল না)। কিন্তু পালের কোন একটি ছাগল বা গাঠুরির কোন এক থান কাপড় আকারে-ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করা হইলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে। তদ্রূপ কেহ যদি বলে, এই ভূমির দশ গজ তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম, যে দিক হইতে ইচ্ছা গ্রহণ কর। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও শুদ্ধ নহে। কারণ শুধু দশ গজ বলিলে জমির আয়তন প্রকাশ পায় না, দৈর্ঘ্য-প্রস্থসহ জমির নির্দিষ্ট পরিমাণ জানা আবশ্যক। ক্রেতার দর্শন ব্যতীত কোন দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নহে। বিক্রেতা যদি বলে, অমুক ব্যক্তি যত মূল্যে কাপড় বিক্রয় করিয়াছে তত মূল্যে আমি ইহা তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম।

অথবা অমুক জিনিস সেই ওজনের স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করিলাম। আর যদি জিনিস ও মূল্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট না থাকে তবে এইরূপ ক্রয়-বিক্রয়ও অশুদ্ধ। কিন্তু স্তূপীকৃত গম দেখাইয়া বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে বলে ঃ এই পাত্রপূর্ণ স্বর্ণ বা রৌপ্যের বিনিময়ে এই গমগুলি তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম; আর ক্রেতা সেই গমের স্তূপ এবং পাত্র দর্শন করে তবে এই ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে।

বিক্রেয় দ্রব্যের গুণ ও অবস্থা অবগত হওয়ার অর্থ হইল, যে দ্রব্য দেখা হয় নাই তাহা দেখিয়া লওয়া। পরিবর্তনশীল দ্রব্য পূর্বে দর্শনকালে যেরূপ দেখা গিয়াছিল পরে সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পরে। সুতরাং উপস্থিত ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উহার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া না লইলে উহার ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। যে মিহি বস্তু চট বা অন্য ভাঁজ করা বস্ত্রের মধ্যে মিলিয়া রহিয়াছে এবং যে গম আঁটির মধ্যে, উহা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ নহে। দাসী ক্রয়কালে তাহার মাথার চুল, হস্ত-পদ ইত্যাদি যাহা কিছু দাস বিক্রয় করার সময় ব্যবসায়ীরা সচরাচর দেখাইয়া দিয়া থাকে, এই সকল দেখিয়া লইবে। এই সমস্তের কোন কিছু দেখিবার বাকি থাকিলে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। গৃহ ক্রয়কালে একটি দরজা দেখিবার বাকি থাকিলেও উহার ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু আখ্‌রোট, বাদাম, কালাই, ডালিম, ডিম ইত্যাদি পৃষ্ঠাবরণে আবৃত থাকা অবস্থায়ও উহাদের ক্রয়-বিক্রয় সিদ্ধ হইবে। কারণ এই সকল পদার্থ এই অবস্থায় বিক্রয় করাই সুবিধাজনক। কাঁচা আখ্‌রোট, কলাই দুইটি আবরণে আবৃত থাকিলেও প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িলে উহাদের ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত আছে। ফকা' (قِشْر) ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে। কারণ ইহা অপ্রকাশ্য। কিন্তু মালিকের অনুমতি গ্রহণপূর্বক ইহা পানাহার করা যাইতে পারে।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ খরিদা বস্তু ক্রেতার অধিকারে না আসা পর্যন্ত উহা পুনরায় বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। উহা প্রথমে অধিকারে আনয়ন করত তৎপর বিক্রয় করিতে হইবে।

ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি নির্ধারণ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি কথায় প্রকাশ করা আবশ্যক। বিক্রেতা বলিবে-এই দ্রব্য আমি তোমার নিকট বিক্রয় করিলাম; ক্রেতা বলিবে-আমি ক্রয় করিলাম; অথবা বিক্রেতা বলিবে-এই দ্রব্যের বিনিময়ে আমি তোমাকে ইহা দিলাম এবং ক্রেতা বলিবে-আমি ইহা লইলাম বা গ্রহণ করিলাম; কিংবা ক্রেতা ও বিক্রেতা অবিকল উপরিউক্ত বাক্য স্পষ্টভাবে উচ্চারণ না করিলেও এমন বাক্য ব্যবহার করিবে যাহা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ বোঝা যায়। আদান-প্রদানের পূর্বে ক্রয়-বিক্রয়ের অর্থ বাক্যে প্রকাশ না পাইলে ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। যেমন আজকাল বাকহীন ক্রয়-বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। ছোটখাট দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়কালে ক্রয়-বিক্রয়ের বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করিলেও চলিতে পারে। কারণ এইরূপ প্রথা প্রচলিত হইয়া

www.BANGLAKITAB.com

পড়িয়াছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) এই মতই অবলম্বন করিয়াছেন এবং শাফিঈ মযহাবের কতিপয় আলিমও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনটি কারণে এই মত সমর্থন করা যাইতে পারে ঃ (১) এইরূপ নির্বাক প্রথায় ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলন ব্যাপক হইয়া পড়িয়াছে। (২) সম্ভবত ছোটখাট ক্রয়-বিক্রয়ের এই রীতি সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর যুগেও প্রচলিত ছিল। কারণ ক্রয়-বিক্রয়ের কথা মুখে উচ্চারণের কড়াকড়ি তাঁহাদের যুগের থাকিলে তাঁহারা অসুবিধার সম্মুখীন হইতেন এবং সেই কড়াকড়ির কথা তাঁহারা বর্ণনা করিতেন ও উহা গোপন থাকিত না। (৩) কোন কিছু অভ্যাসে পরিণত হইয়া পড়িলে সে স্থলে কার্যকে কথার স্থলবর্তী বলিয়া গণ্য করা অসম্ভব নহে। কাহাকেও উপহারস্বরূপ কিছু প্রদানের এই রীতিই প্রচলিত আছে। যেমন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উপহার প্রদানকালে, 'আমি উপহার দিলাম' এবং 'আমি গ্রহণ করিলাম' বাক্য উচ্চারণের বাড়াবাড়ি ছিল না। উহার সম্বন্ধে এই রীতি সবযুগেই প্রচলিত ছিল। দান-উপহার ইত্যাদি বিনিময়বিহীন বিষয়াদিতে প্রচলিত রীতি অনুসারে শুধু গ্রহণ কার্য দ্বারাই যেমন প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণকারীর অধিকারের আসে, তদ্রূপ ছোটখাট দ্রব্য মূল্যের বিনিময়ে বিনাবাক্য উচ্চারণে ক্রেতার অধিকারভুক্ত হওয়া অসম্ভব নহে। উপহারের ব্যাপারে ছোটখাট ও মূল্যবান পদার্থের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নাই। কিন্তু গৃহ, জমি, গোলাম, পশু, মূল্যবান বস্তু ইত্যাদির ব্যাপারে ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশ বাক্য উচ্চারণের প্রথা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। এই সমস্ত মূল্যবান বস্তু ক্রয়-বিক্রয়কালে ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশক বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারণ না করিলে পূর্ববর্তী বুযর্গগণের কার্যের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে এবং বিক্রিত দ্রব্য ক্রেতার অধিকারভুক্ত হইবে না। কিন্তু গোশ্ত, রুটি, ফল ইত্যাদি সামান্য মূল্যের যে সকল দ্রব্য অল্প অল্প পৃথক পৃথক বেচাকেনা হয়, প্রচলিত প্রথা অনুসারে উহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দেওয়ার পক্ষে যুক্তি রহিয়াছে। ছোটখাট দ্রব্য ও মূল্যবান দ্রব্যের মধ্যে শ্রেণী ও স্তরের পার্থক্য আছে। সুতরাং কোন্‌টি ছোটখাট জিনিস এবং কোন্‌টি মুল্যবান জিনিস, জানিয়া লওয়া উচিত। যখন এই শ্রেণীবিভাগ করা যায় না বা কঠিন হইয়া পড়ে, তখন সাবধানতা অবলম্বন করাই শ্রেয় অর্থাৎ এইরূপ স্থলে ক্রয়-বিক্রয়ের বাক্য স্পষ্টরূপে উচ্চারণ করাই উত্তম।

ক্রয়-বিক্রয় প্রকাশক শব্দ উচ্চারণ ব্যতীত নীরবে মূল্য প্রদানপূর্বক কেহ এক গাধার বোঝা পরিমাণ গম খরিদ করিলে উহা ক্রেতার অধিকারভুক্ত হইবে না। কারণ উহা সামান্য জিনিস নহে। কিন্তু উহা ভক্ষণ ও ব্যবহার করা ক্রেতার জন্য হারাম নহে। কেননা মৌন স্বীকৃতি ও বস্তু প্রদানের কারণে উহার ব্যবহার বৈধ হইয়া পড়ে, যদিও এমতাবস্থায় বস্তু ক্রেতার অধিকারভুক্ত হয় না। উক্তরূপ গম দ্বারা নিমন্ত্রিত

মেহমানদিগকে আহার করাইলেও দুরস্ত হইবে। কারণ ক্রয়-বিক্রয়সূচক বাক্য উচ্চারণ না করিয়া থাকিলেও বিক্রেতা মূল্য গ্রহণ পূর্বক গমগুলি ক্রেতার নিকট সমর্পণ করা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রমাণিত হয় যে, সে উহা ক্রেতার জন্য হালাল করিয়া দিয়াছে। যদি গমের মালিক সুস্পষ্টরূপে এইরূপ বলিয়া দিত যে, আমার এই গম তোমার মেহমানকে খাওয়াইয়া দাও; পরে ক্ষতিপূরণ বা মূল্য দিয়া দিবে। এমতাবস্থায় উহার মেহমানকে আহার করাইয়া পরে ক্ষতিপূরণ দিলেও দুরস্ত হইত এবং ক্ষতিপূরণ দেওয়া অবশ্য বর্তব্য হইত। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে বিক্রেতা প্রকাশ্যে তাহা না বলিয়া নিজের কার্যকলাপে সেই অনুমতির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং তাহাতেও উক্ত গম ব্যবহার করা বা মেহমানকে খাওয়ান ক্রেতার পক্ষে দুরস্ত হইবে। কিন্তু প্রকাশ্যে ক্রয়-বিক্রয়সূচক বাক্য উচ্চারণ না করায় উক্ত গমের উপর ক্রেতার অধিকার না হওয়ার কারণে সে উহা অপরের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না এবং ক্রেতা উক্ত গম ভক্ষণ করার পূর্বে বিক্রেতার ইচ্ছা করিলে তাহা ফেরত লইতে পারে; যেমন দস্তরখানায় পরিবেশিত খাদ্যদ্রব্য মেহমান আহার করিবার পূর্বে গৃহস্বামী ইচ্ছা করিলে উঠাইয়া লইতে পারে।

ক্রয়-বিক্রয়ের সঙ্গে অন্য কোন শর্ত করিলে ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হয় না। যেমন, ক্রেতা যদি বলে-আমি লাকড়িসমূহ এই শর্তে ক্রয় করিতেছি যে, আমার গৃহে তুমি এইগুলি পৌঁছাইয়া দিবে বা এই গমগুলি এই শর্তে খরিদ করিতেছি যে, এইগুলি তুমি পিষিয়া দিবে কিংবা তুমি আমাকে কিছু ধার দিবে অথবা এবংবিধ অন্য কোন শর্ত আরোপ করে তবে এই ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ে ছয় প্রকার শর্ত আরোপ করা দুরস্ত আছে ঃ (১) অমুক দ্রব্য আমার নিকট বন্ধক রাখিলে এই দ্রব্য তোমার নিকট বিক্রয় করিব। (২) অমুক ব্যক্তিকে সাক্ষী রাখিতে হইবে। (৩) অমুক ব্যক্তিকে জামিন রাখিতে হইবে। (৪) এখনই মূল্য দিতে হইবে, এত দীর্ঘ সময়ের জন্য বাকি দিতে পারি না। (৫) তিনদিন বা তদপেক্ষা কম সময়ের মধ্যে এই ক্রয়-বিক্রয় ভঙ্গ করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে; তিনদিনের অধিক সময়ের শর্ত করা দুরস্ত নহে। (৬) গোলাম লেখাপড়া জানিলে বা কোন ব্যবসায় সম্বন্ধে অবগত হইলে ক্রয় করিলাম। এ সকল শর্তে ক্রয়-বিক্রয় নাযায়েয হইবে না।

সুদ ঃ নগদ স্বর্ণ-রৌপ্য ও টাকা-পয়সা এবং শস্যে সুদ হইয়া থাকে। স্বর্ণ-রৌপ্য দুইটি বিষয় হারাম। (১) ধারে বিক্রয় করা। কারণ এই স্থানে একই সময়ে এবং হাতে হাতে আদান-প্রদান করতঃ স্থান পরিত্যাগের পূর্বেই বিক্রিত দ্রব্য হস্তগত না হইলে স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের বিনিময়ে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নহে এবং (২) স্বর্ণের পরিবর্তে স্বর্ণ এবং রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য ক্রয়-বিক্রয় করিলে উহাদের পরিমাণ সমান হইতে হইবে। পরিমাণ কমবেশি হইলে ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হইবে না।

www.BANGLAKITAB.com

গোটা দীনার, টুকরা দীনার বা টুকরা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা উচিত নহে। এইরূপ বিশুদ্ধ দীনারের বিনিময়ে অবিশুদ্ধ দীনার অধিক পরিমাণে লওয়াও সঙ্গত নহে। বরং বিশুদ্ধ অবিশুদ্ধ, গোটা ও টুকরা পরিমাণে সমান সমান হওয়া আবশ্যক। গোটা দীনারের বিনিময়ে বস্তু খরিদ করত সেই বিক্রেতার নিকটই পুনরায় সেই বস্তু অধিক পরিমাণে টুকরা দীনার অথবা টুকরা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা দুরস্ত আছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত মুদ্রার বিনিময়ে খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আদান-প্রদান সিদ্ধ নহে। স্বর্ণ ও রৌপ্য মিশ্রিত মুদ্রা দ্বারা অন্য বস্তু ক্রয় করত ইহা খাঁটি স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা যাইতে পারে। স্বর্ণ খচিত বা রৌপ্য জড়িত বস্তু অথবা খাদ মিশানো স্বর্ণ-রৌপ্যের সম্বন্ধে এই একই বিধান। মোতির মালায় স্বর্ণ থাকিলে উহা স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। এইরূপ জরিদার বস্ত্র স্বর্ণের বিনিময়ে বিক্রয় করাও দুরস্ত নহে। কিন্তু বস্ত্রখচিত স্বর্ণ প্রদত্ত মূল্যের সমান হইলে এবং জরিদার বস্ত্র দগ্ধ হইয়া গেলে তন্মধ্যে যে স্বর্ণ পাওয়া যায় উহা মূল্যরূপে প্রদত্ত স্বর্ণের অধিক না হইলে দুরস্ত আছে।

দুই শ্রেণীর হইলেও খাদ্যশস্যের পরিবর্তে খাদ্যশস্য ধারে বিক্রয় করা সঙ্গত নহে। বরং একই স্থানে একই সময়ে উভয় বস্তু আদান-প্রদান হওয়া আবশ্যক। একই প্রকার খাদ্য শস্যও, যেমন গমের পরিবর্তে গম ধারে বিক্রয় করা এবং অল্পের বিনিময়ে অধিক লওয়া দুরস্ত নহে; বরং একই স্থানে আদান-প্রদান করিতে হইবে এবং পরিমাণে সমান সমান হইতে হইবে। কেবল সমান সমান হইলেই চলিবে না; বরং প্রত্যেক বস্তুই স্থানীয় প্রচলিত ওজন অনুসারে সমান সমান হইতে হইবে। কসাইকে গোশ্‌তের পরিবর্তে ছাগল দেওয়া, রুটিওয়ালাকে রুটির বিনিময়ে গম দেওয়া, তেলীকে তৈলের পরিবর্তে তিল, সরিষা বা নারিকেল দেওয়া দুরস্ত নহে। এইরূপ ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হইবে না। কিন্তু বিক্রয় না করিয়া রুটি গ্রহণের আশায় গমের মালিক গম প্রদান করতঃ যে রুটি পাইবে তাহা নিজে ভক্ষণ করা দুরস্ত হইবে। তবে সে রুটির মালিক হইবে না এবং অপরের নিকট ইহা বিক্রয়ও করিতে পারিবে না। রুটির মালিক রুটির বিনিময়ে যে গম পাইবে তাহাও সে কেবল নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করিতে পারিবে অপরের নিকট বিক্রয় দুরস্ত হইবে না। এমতাবস্থায় যে ব্যক্তি রুটি নিয়াছে তাহার গম রুটিওয়ালার নিকট এবং রুটিওয়ালার রুটি যে ব্যক্তি নিয়াছে তাহার নিকট বাকি রহিয়া গেল। তাহারা উভয়ে নিজ নিজ দ্রব্য যখন ইচ্ছা তখনই দাবি করিতে পারিবে। তাহাদের পরস্পরে দাবি ছাড়িয়া দিলেও যথেষ্ট হইবে না। কারণ একজন যদি অপরজনকে বলে ঃ তুমি দাবি ছাড়িয়া দিবে এই শর্তে আমি আমার দাবি ছাড়িয়া দিলাম। এইরূপ দাবি ত্যাগ সিদ্ধ নহে। সুস্পষ্টরূপে উক্ত শর্ত না করিয়া যদি বলে ঃ আমি আমার দাবি পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু অপর পক্ষ যদি জানে যে, তাহার অন্তরে

উক্ত শর্তই আছে এবং তদ্ব্যতীত সে সামান্য পরিমাণ গমের দাবিও পরিত্যাগ করিবে না, তবে পরকালে এইরূপ দাবি ত্যাগের কোনই মুল্য হইবে না। কারণ এইরূপ সম্পত্তি অর্থাৎ দাবি ত্যাগ কেবল মৌখিক, আন্তরিক নহে। যে সম্মতি আন্তরিক নহে তাহা পরকালে কাজে লাগিবে না। কিন্তু একজন যদি বলে ঃ তুমি আমার উপর দাবি পরিত্যাগ কর বা না কর আমি তোমার উপর দাবি ছাড়িয়া দিলাম এবং বাস্তবে তাহার অন্তরেও ইহা থাকে, তবে এইরূপ দাবি ত্যাগ সিদ্ধ হইবে। এইরূপে বিনা শর্তে অপর পক্ষও আন্তরিকভাবে দাবি পরিত্যাগ করিলে ইহাও সিদ্ধ হইবে। আর তাহাদের কেহই যদি দাবি পরিত্যাগ না করে এবং উভয় পক্ষের দ্রব্য মূল্যে ও পরিমাণে সমান হয়, তবে দুনিয়ার বিচারে তাহারা ঠেকিবে না এবং পরকালের বিচারেও অব্যাহতি পাইবে। কিন্তু উভয় পক্ষের দ্রব্যে সামান্য কমবেশি হইলেও ইহ-পরকালে উভয় জগতের বিচারেই ঠেকিবার আশংকা আছে।

যে খাদ্য-শস্য দ্বারা যে বস্তু প্রস্তুত হয় তাহা সমপরিমাণে হইলেও সেই খাদ্য-শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করা উচিত নহে। সুতরাং গম হইতে প্রস্তুত আটা, রুটি, ছানা, প্রবৃতি গমের পরিবর্তে বিক্রয় করা উচিত নহে। এইরূপ আঙ্গুরের সির্কা ও মধুও এবং দুধের পরিবর্তে পণীর ও মাখন বিক্রয় করা দুরস্ত নহে। আঙ্গুর শুকাইয়া মনাক্কা এবং কাঁচা খুরমা শুকাইয়া শুক্‌না খুরমায় পরিণত না হওয়া পর্যন্ত আঙ্গুরের পরিবর্তে আঙ্গুর এবং কাঁচা খুরমার পরিবর্তে কাঁচা খুরমা বিক্রয় করা দুরস্ত নহে।

ক্রয়-বিক্রয়ের বিবরণ বহু বিস্তৃত। যাহা বর্ণিত হইল তাহা শিখিয়া লওয়া ওয়াজিব। এতদভিন্ন কোন অজ্ঞাত বিষয় উপস্থিত হইলে আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করত শরীয়তের বিধান অবগত হইয়া তদনুযায়ী কার্য করিতে হইবে যেন হারামে নিপতিত না হয় এবং কোন ওযর-আপত্তি না থাকে। কারণ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা যেমন ফরয, ইল্‌ম শিক্ষা করাও তেমনি ফরয।

দাদন (সলম) ঃ (দ্রব্য অগ্রিম প্রদান করিয়া কিছুকাল পরে মূল্য বা মূল্য অগ্রিম দিয়া কিছু কাল পরে দ্রব্য গ্রহণ করাকে দাদন বলে)। এই শ্রেণীর কারবারে দশটি শর্তের প্রতি লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

প্রথম শর্ত ঃ দাদনী চুক্তিতে দ্রব্যের পরিমাণ ও রকম পরিষ্কাররূপে বলা ও শোনা আবশ্যক। যেমন, এক পক্ষ বলিবে ঃ আমি এই স্বর্ণ, রৌপ্য বা বস্ত্র এক গাধার বোঝা পরিমাণ গমের পরিবর্তে দাদনী চুক্তিতে তোমাকে দিলাম। প্রচলিত প্রথা অনুসারে যেরূপ দ্রব্যের মূল্যের পরিবর্তে বিনিময় হইতে পারে তন্মধ্যে কোন রকম গম পাওয়া উদ্দেশ্য, ইহার গুণ ইত্যাদি স্পষ্টরূপে ব্যক্ত করা আবশ্যক যেন দ্বিতীয় পক্ষ পরিষ্কাররূপে বুঝিয়া বলিতে পারে-আমি গ্রহণ করিলাম। দাদন শব্দ উচ্চারণ না করিয়া

www.BANGLAKITAB.com

যদি বলে, আমি আমার এই দ্রব্যের বিনিময়ে তোমার নিকট হইতে এই গুণের দ্রব্য ক্রয় করিলাম, তবেও দুরস্ত হইবে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ অগ্রিম প্রদত্ত বস্তু হিসাব ব্যতীত দিবে না; বরং ইহার ওজন ও পরিমাণ ঠিক করিয়া দিবে যেন জানা থাকে যে, কি বস্তু ও কি পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে। ফলে আবশ্যক হইলে ফেরত লইতে কোন অসুবিধা হইবে না।

তৃতীয় শর্ত ঃ দাদনের চুক্তি যে স্থানে সম্পন্ন হইবে সেই স্থানেই পুঁজি, টাকা বা বস্তু দাদন গ্রহীতার হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ যে সকল দ্রব্যের অবস্থা বা গুণ প্রকাশ্যে জানা যায় কেবল সে সকল দ্রব্যেই দাদনের কারবার চলিতে পারে। যেমন, শস্য, তূলা, পশম, রেশম, দুগ্ধ, গোশ্ত ইত্যাদি। কিন্তু যে সকল বস্তু কয়েক প্রকার বস্তুর সমন্বয়ে প্রস্তুত এবং সেই মিশ্রণের পরিমাণ অজ্ঞাত হয় ইহাদের দাদন কারবার দুরস্ত নহে। যেমন, 'গালিয়া' নামক সুগন্ধি দ্রব্য যাহা বিভিন্ন বস্তুর মিশ্রণে প্রস্তুত হইয়া থাকে অথবা তুরস্ক দেশীয় ধনু যাহা বিভিন্ন প্রকার ধাতু দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিংবা বিভিন্ন প্রকার চর্মে প্রস্তুত জুতা ও বিভিন্ন প্রকার সূতায় প্রস্তুত মোজা বা চাঁছা-ছোলা তীর ইত্যাদি প্রকার দ্রব্যে দাদনী কারবার বৈধ নহে। কারণ এই সমস্তের সঠিক গুণ ও মিশ্রণের পরিমাণ জানা যায় না। কিন্তু লবণ পানি ইত্যাদি বস্তুর সমন্বয়ে প্রস্তুত হইলেও রুটির উপর দাদনী কারবার দুরস্ত আছে। কারণ রুটিতে যে পরিমাণ লবণ ও পানি ব্যবহৃত হয় তাহা উদ্দেশ্যও নহে এবং অজ্ঞাতও নহে।

পঞ্চম শর্ত ঃ দাদনী বস্তু দিবার প্রতিজ্ঞায় নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ করিতে হইবে। 'শস্য পাকিলে দিব' এইরূপ বলিলে দাদন বৈধ হইবে না। কারণ শস্য সর্বদা এক সময়ে পাকে না। নববর্ষ দিবসে বা কোন নির্দিষ্ট মাসে দিবার প্রতিজ্ঞা করিলে দুরস্ত হইবে।

ষষ্ঠ শর্ত ঃ কোন জিনিসের উপর দাদন করিলে এমন সময়ের প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যখন উহা ভালরূপে প্রস্তুত হয়। ফল পাকিবার পূর্বে দাদন করিলে দুরস্ত হইবে না। কিন্তু অধিকাংশ ফল পাকিলে দুরস্ত হইবে। কোন দৈব কারণে দাদনী দ্রব্য প্রস্তুতে বিলম্ব ঘটিলে উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে সময় বাড়াইয়া লওয়া যাইতে পারে বা দাদনের চুক্তি ভঙ্গ করত দাদনের দ্রব্য ফেরত লওয়া যাইতে পারে।

সপ্তম শর্ত ঃ দাদনের জিনিস শহরে কি গ্রামে যে স্থানে পৌছাইয়া দেওয়া সম্ভব তাহাই নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে, যেন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না হয় এবং পরে ইহা লইয়া বিবাদের সৃষ্টি না হয়।

অষ্টম শর্ত ঃ 'এই বাগানের আঙ্গুর' অথবা 'এই খেতের গম দিব' দাদনী দ্রব্যকে এইরূপ নির্ধারিত করত সীমাবদ্ধ করা বৈধ নহে। এইরূপে নির্দিষ্ট করিবে না।

নবম শর্ত ঃ বৃহৎ অতুলনীয় মুক্তা, অপূর্ব সুন্দরী দাসী, অতীব সুন্দর দাস ইত্যাদি নিতান্ত দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যের উপর দাদনী কারবার সঙ্গত নহে।

দশম শর্ত ঃ খাদ্য-দ্রব্য পাওয়ার উদ্দেশ্যে খাদ্য-দ্রব্য দাদনে দেওয়া সঙ্গত নহে; যেমন গম, যব, সাওয়ান, কাউন ইত্যাদি খাদ্য-শস্য দাদনে দেওয়া উচিত নহে।

ইজারা ঃ ইহার দুটি অংশ আছে-একটি পারিশ্রমিক ও অপরটি লাভ। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ক্রেতা ও বিক্রেতাকে যেরূপ ক্রয়-বিক্রয়সূচক বাক্য উচ্চারণে কার্য সম্পাদন করিতে হয়, ইজারা কারবারেও তদ্রূপ স্পষ্ট বাক্য উচ্চারণে ইজারার কাজ সমাধা করিতে হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্যের ন্যায় ইজারার ক্ষেত্রেও পারিশ্রমিক বা ভাড়ার পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া আবশ্যক। গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবার চুক্তিতে ভাড়া দেওয়া দুরস্ত নহে। কারণ নির্মাণ কিরূপ হইবে তাহা অজ্ঞাত। টাকার অংশ নির্ধারিত করিয়াও যদি বলা হয়, যেমন দশ দিরহাম ব্যয়ে নির্মাণ করিতে হইবে তথাপি দুরস্ত হইবে না। কেননা নির্মাণ কার্য অজ্ঞাত। এইরূপে ছাগের চর্ম খসাইয়া দিলে কসাইকে পারিশ্রমিকরূপে চর্মটি প্রদান করা কিংবা আটা বা ময়দা পিষিবার পারিশ্রমিকস্বরূপ তুষ, ভুসি বা কিছু আটা-ময়দা প্রদান করাও দুরস্ত নহে। শ্রমিকগণ পরিশ্রম করিয়া যে দ্রব্য প্রস্তুত করিবে পারিশ্রমিকস্বরূপ উক্ত দ্রব্যের অংশবিশেষ তাহাদিগকে দেওয়া দুরস্ত নহে। 'মাসিক এক দিনার দিবে, এই শর্তে এই দোকানটি তোমাকে ইজারা দিলাম', এই প্রকার ইজারাও দুরস্ত নহে। কারণ ইহাতে ইজারার সময়ের পরিমাণ জানা গেল না। এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের জন্য সময় নির্ধারিত করিয়া ইজারা দিলে দুরস্ত হইবে।

ইজারার দ্বিতীয় অংশ লাভ। যে কার্য শরীয়তে সঙ্গত ও পরিজ্ঞাত এবং সম্পন্ন করিতে পরিশ্রমের প্রয়োজন ও যহাতে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিবার সুযোগ আছে, এই প্রকার কার্যেই ইজারা দুরস্ত। ইজারাতে পাঁচটি শর্ত পালন করিতে হইবে।

প্রথম শর্ত ঃ কার্যের পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারিত থাকা এবং উহা সমাধানে কষ্ট ও পরিশ্রম থাকা। সজ্জিত করিবার জন্য দোকান, শস্য কিংবা কাপড় শুকাইবার জন্য বৃক্ষ অথবা ঘ্রাণ লইবার জন্য ফল ইজারা লওয়াা দুরস্ত নহে। কারণ এই সমস্তের কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ নাই এবং ইহা গমের একটি মাত্র বীজ বিক্রয়ের ন্যায় অকিঞ্চিতকর। যদি কোন সম্মানী, প্রভাবশালী ও বাক-চতুর ব্যক্তিকে মজুরি নির্ধারণপূর্বক দালাল নিযুক্ত করা হয় এবং তাহার এক কথায়ই মাল কাটতি হইয়া যায় তবে এই ইজারা ও তাহার এই দালালির মজুরি হারাম হইবে। কারণ এই কার্যে কষ্ট ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু যে আড়তদার বা দালালকে ক্রয়-বিক্রয়কালে অধিক কথাবার্তা বলিতে হয় এবং গ্রাহক সংগ্রহের জন্য দৌড়াদৌড়ি, কষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় তাহার পক্ষে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত হইবে বটে কিন্তু তাহার পারিশ্রমিক

www.BANGLAKITAB.com

পরিশ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক ওয়াজিব হইবে না। যে সকল দালাল বা আড়তদার প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী শতকরা পাঁচ টাকা বা মণকরা আট আনা অথবা এইরূপ হিসাবে কিছু গ্রহণ করে তাহা হারাম। কারণ ইহাতে মালের পরিমাণ অনুসারে প্রাপ্তি হিসাব করা হইয়া থাকে, পরিশ্রম অনুসারে ধরা হয় না। অতএব দালালি ও আড়তদারি ব্যবসায়ে লব্ধ অর্থ হারাম। কিন্তু দুইটি উপায়ে তাহারা হারামের হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে পারে ঃ (১) তাহাদিগকে যাহা প্রদান করা হয় তাহা বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করা। প্রাপ্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে মাল বা মূল্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া বরং পরিশ্রমের পরিমাণ অনুসারে দাবি করা যাইবে পারে। (২) মাল বিক্রয় করিবার পূর্বেই এইরূপ চুক্তি করা যে, এই মাল বিক্রয় করিয়া পারিশ্রমিকস্বরূপ এত টাকা গ্রহণ করিব এবং অপর পক্ষও ইহাতে টাকা অথবা মালের উপর প্রতি মণে এত টাকা গ্রহণের চুক্তি দুরস্ত নহে। কারণ গ্রাহক কত মূল্যে কিনিবে তাহা অজ্ঞাত। সুতরাং পরিশ্রমের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক দেওয়া আবশ্যক নহে।

দ্বিতীয় শর্ত ঃ লাভের উপরই ইজারা কারবার দুরস্ত; মূল বস্তু ইজারার অন্তর্ভুক্ত নহে। ফলভোগের চুক্তিতে বাগান বা আঙ্গুর বৃক্ষ অথবা দুগ্ধ দোহন করিয়া দেওয়ার চুক্তিতে গাভী ইজারা লওয়া কিংবা অর্ধেক দুধ গ্রহণের চুক্তিতে গাভীর ঘাস খাওয়াইয়া লালন-পালন করা দুরস্ত নহে। কারণ ঘাস, দুগ্ধ, ইত্যাদির পরিমাণ অজ্ঞাত। কিন্তু সন্তানকে দুগ্ধ পান করাইবার নিমিত্ত বেতন প্রদানে দুগ্ধবর্তী স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা দুরস্ত আছে। কারণ এ স্থলে সন্তান প্রতিপালনই মূল উদ্দেশ্য এবং দুগ্ধ প্রদান ইহার অধীন ও আনুষঙ্গিক কার্যমাত্র। যেমন লেখকের কালি ও দরজির সুতার পরিমাণ অজ্ঞাত হইলেও উহা দরজি ও লেখকের শ্রমের অধীন ও আনুষঙ্গিক বলিয়া তাহাদের পারিশ্রমিক প্রদান করিলেই চলিবে, উক্ত অধীনস্থ বস্তুদ্বয়ের মূল্য পৃথকভাবে দেওয়া আবশ্যক নহে।

তৃতীয় শর্ত ঃ যে কার্য অন্যের উপর অর্পণ করা সম্ভব এবং দুরস্ত তেমন কার্য নির্বাহের জন্য বেতনের উপর লোক নিযুক্ত করা চলে। যে কঠিন কার্য কোন দুর্বল ও অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অসাধ্য, বেতনের উপর সে ব্যক্তিকে উক্ত কার্যে নিযুক্ত করা সঙ্গত নহে। ঋতুবতী স্ত্রীলোককে বেতন প্রদানে মসজিদ ঝাড়ু দেওযার কার্যে নিযুক্ত করা দুরস্ত নহে। কারণ ঋতুবর্তী স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহা হারাম। এইরূপ পীড়াহীন দাঁত উঠাইয়া ফেলার জন্য, সুস্থ হস্ত কর্তনের জন্য এবং ছেলের নাকে বা কানে বালী পরাইবার উদ্দেশ্যে ছিদ্র করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করা হারাম। কারণ এই সকল কার্য দুরস্ত নহে এবং এইরূপ শরীয়তে নিষিদ্ধ কার্যে বেতন গ্রহণ করাও হারাম। 'উলকি' বা 'গোদানী' ব্যবসায়ীদের সম্বন্ধেও এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য। পুরুষের জন্য রেশমী টুপী বা রেশমী পোশাক সেলাই করিয়া পারিশ্রমিক লওয়া হারাম। এইরূপে

'রশিবাজী' শিক্ষা দেবার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করাও হারাম এবং এই তামাশাও হারাম। যে ব্যক্তি এই তামাশা দেখাইয়া থাকে তাহার জীবন বিনাশের আশংকা রহিয়াছে। সুতরাং তামাশা দেখাইবারকালে কোন দুর্ঘটনায় যদি তাহার মৃত্যু ঘটে তবে তামাশা দর্শনকারীরাও তাহার খুনের অংশী হইবে। কারণ দর্শক না থাকিলে সে কখনও সেই মারাত্মক তামাশা প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইত না এবং নিজের জীবনকে বিপন্ন করিত না। রশিবাজ, বাজিকর প্রভৃতি যাহাদের জীবন নাশের আশংকা আছে-এমন বিপজ্জনক কার্যে প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগকে তদ্রূপ কার্য প্রদর্শনের বিনিময়ে কিছু প্রদান করাও পাপের কাজ। এইরূপে ভাঁড়, গায়ক, অন্যের পরিবর্তে রোদনকারী এবং ব্যঙ্গ কবিকে পারিশ্রমিক দেওয়াও হারাম।

রায় প্রদানের বিনিময়ে বিচারককে এবং সাক্ষ্য প্রদানের বিনিময়ে সাক্ষীকে পারিশ্রমিক প্রদান করা হারাম। কিন্তু যে স্থলে অপরের জন্য বিচারকের রায় লিপিবদ্ধ করা নিষিদ্ধ নহে, সেক্ষেত্রে রায় লিখিয়া দিয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য দুরস্ত আছে। কারণ রায় লিখিয়া দেওয়া বিচারকের প্রতি ওয়াজিব নহে। পক্ষান্তরে অন্যকে লিখিতে নিষেধ করতঃ বিচারক সামান্য সময়ে রায় লিখিয়া দিয়া ইহার বিনিময়ে দশ কিংবা এক দীনার দাবী করা হারাম। কিন্তু অপরের প্রতি লিখিবার অনুমতি থাকিলে বিচারক যদি বলে, আমি স্বহস্তে রায় লিখিয়া দিলে তৎবিনিময়ে দশ দীনার পারিশ্রমিক গ্রহণ করিব, তবে দুরস্ত আছে। অপর কেহ রায় লিপিবদ্ধ করিলে কেবল তাহাতে স্বাক্ষর প্রদানের বিনিময়ে কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বিচারকের জন্য হারাম। কারণ এই সামান্য কাজটুকু যাহা দ্বারা লোকের হক দৃঢ় ও সুসাব্যস্ত হইয়া থাকে, বিনা পারিশ্রমিকে করিয়া দেওয়াই বিচারকের প্রতি ওয়াজিব। ওয়াজিব না হইলেও এই সামান্য কার্যের পারিশ্রমিক গমের একটি দানার মূল্যের ন্যায় নিতান্ত নগণ্য। তবে আইনের বিচারক বলিয়াই তাঁহার স্বাক্ষরের মর্যাদা ও মূল্য রহিয়াছে।

যে ব্যক্তি পদমর্যাদাবলে বিচারক নিযুক্ত হয়, বিচার-কার্যের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা তাহার জন্য দুরস্ত নহে। বিচারক নিরপেক্ষ ও ন্যায়বিচারক এবং বাদী-বিবাদীর দাবি ন্যায়সঙ্গতভাবে মীমাংসাকারী বলিয়া জানা থাকিলে অথবা তিনি পক্ষপাতমূলকভাবে কোন পক্ষের হক নষ্ট করেন বলিয়া জানা না থাকিলে এইরূপ বিচারকের উকিল মিথ্যাবাদী, শঠ ও সত্যগোপনেচ্ছু না হইয়া বরং মিথ্যা দমনে আগ্রহশীল এবং সত্য প্রকাশ হওয়ার পর নীরব থাকিলে, এমন উকিল উপরিউক্ত বিচারকের উকিল হইয়া পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতে পারে; অন্যথায় দুরস্ত নহে। কিন্তু যে বিষয় স্বীকার করিলে কোন হক বিনষ্ট হইয়া যায় তাহা অস্বীকার করা দুরস্ত আছে।

বিবদমান দুই পক্ষের মধ্যে মীমাংসা করিয়া ইহার বিনিময়ে উভয় পক্ষ হইতে কিছু কিছু পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত নহে। কারণ একই বিবাদে উভয় পক্ষের জয়

www.BANGLAKITAB.com

হইতে পারে না। কিন্তু হারাম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ ও দাগাবাজী এবং উভয় পক্ষে যাহা সত্য তাহা গোপন না করিয়া, আর যেহেতু সাধারণ সালিসীতে মীমাংসা হইবে না কিংবা প্রকৃত অবস্থা অবগত হইলে মীমাংসার প্রতি বলপূর্বক উৎসাহিত করিবার জন্য উভয় পক্ষকে অথবা না ধমকাইয়া এক পক্ষের জন্য পারিশ্রমিকের উপযোগী পরিশ্রম করতঃ উহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হালাল হইবে। বস্তুত অধিকাংশ সালিসী মিথ্যা, অবিচার ও ধোকাবাজী হইতে মুক্ত নহে বলিয়া সালিসীর পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম। এক পক্ষের যথার্থ হক নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াও চক্রান্ত করিয়া হকদারকে স্বীয় ন্যায্য দাবি ত্যাগে অল্পে তুষ্ট করতঃ মীমাংসায় সম্মত করানো সালিসের জন্য দুরস্ত নহে। তবে সালিস যদি বুঝিতে পারে যে, হক-পক্ষ জয়ী হইলে অপর পক্ষের উপর উৎপীড়ন চালাইবে, এমতাবস্থায় কোন প্রকার চক্রান্ত অবলম্বন ও ভীতি প্রদর্শনে তাহার সেই উৎপীড়ন-প্রবৃত্তি নিবারণ করিতে সমর্থ হইলে সালিসের জন্য ইহা করার অনুমতি আছে। যে ব্যক্তি ধর্মপরায়ণ এবং বিশ্বাস রাখে যে, ইহকালে যাহা বলা হইবে পরকালে তাহার নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে উহার হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে-কেন বলিয়াছিলে? কি উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলে? সত্য বলিয়াছিলে কি মিথ্যা বলিয়াছিলে? এই মোকদ্দমায় তোমার ইচ্ছা সৎ ছিল, না অসৎ ছিল? এমন সালিস, উকিল কিংবা বিচারক কখনও মিথ্যা ও ধোকাবাজির আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কাহারও ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য উচ্চপদস্থ লোকদের নিকট চেষ্টা ও তদ্‌বীর করে এবং তজ্জন্য যদি পরিশ্রম করিয়া ইহার পারিশ্রমিক গ্রহণ করে তবে ইহা তাহার জন্য দুরস্ত আছে। তবে ইহাতে শর্ত এই যে, সেক্ষেত্রে কষ্ট ও পরিশ্রমের পরিমাণ যথেষ্ট হওয়া আবশ্যক; কেবল আপন পদমর্যাদার বিনিময়ে কিছু গ্রহণ করা দুরস্ত নহে। যে কার্যের জন্য চেষ্টা-তদবীর করা দুরস্ত, কেবল তদ্রূপ কার্যেই চেষ্টা-তদবীর করা যাইতে পারে। কোন অত্যাচারীর জয়, অবৈধ রোজগার কিংবা কোন হারাম কার্যের জন্য চেষ্টা-তদ্‌বীর করিলে অথবা সত্য সাক্ষ্য গোপন করিলে পাপী হইতে হইবে এবং এইরূপ কার্যের পারিশ্রমিক গ্রহণ করাও হারাম।

ইজারা সম্পর্কে উপরিউক্ত বিধানাবলী অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, এইগুলির ব্যতিক্রম করিলে ইজারাদাতা ও ইজারা গ্রহণকারী উভয়কেই পাপী হইতে হইবে। ইজারার বিবরণ বহু বিস্তৃত। কিন্তু উল্লিখিত বর্ণনা হইতে অজ্ঞ ব্যক্তিও কোথায় জটিলতা আছে জানিতে পারিবে এবং কোন্ বিষয় আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া আবশ্যক তাহা বুঝিতে সমর্থ হইবে।

চতুর্থ শর্ত ঃ যে কার্য সমাধার জন্য পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় তাহা ফরয-ওয়াজিব না হওয়া। কারণ, ফরয-ওয়াজিব কার্যে প্রতিনিধিত্ব চলে না।

ধর্মযোদ্ধাকে বেতনের বিনিময়ে জিহাদে নিযুক্ত করা দুরস্ত নহে কেননা যুদ্ধের সারিতে দণ্ডায়মান হইলেই তাহার নিজের উপর যুদ্ধ করা ওয়াজিব হইয়া পড়ে। এই একই কারণে বিচারক ও সাক্ষীকে পারিশ্রমিক দেওয়া দুরস্ত নহে। তদ্রূপ কাহারও পক্ষ হইতে নামায পড়িবে অথবা রোযা রাখিবে-এই উদ্দেশ্যে বেতন দিয়া অন্য কাহাকেও নিযুক্ত করা দুরস্ত নহে। কারণ, এবংবিধ কার্যে প্রতিনিধিত্ব চলে না। কিন্তু মা'যূর ও রোগী যাহার স্বাস্থ্যলাভের আশা নাই, এমন অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ হইতে হজ্জ করিবার জন্য বেতন লওয়া দুরস্ত আছে। কুরআন শরীফ ও ধর্মপথে সহায়ক বিদ্যা শিক্ষার জন্য পারিশ্রমিক প্রদানে শিক্ষক নিযুক্ত করাও দুরস্ত আছে। কবর খনন করা, মৃতকে গোসল দেওয়া এবং জানাযা বহন করিয়া কবরের দিকে নেওয়া ফরযে কিফায়া হইলেও এই সমস্ত কার্যে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা দুরস্ত আছে।

তারাবীহ-নামাযের ইমামতি ও মুয়াযযিনের কার্যের জন্য বেতন গ্রহণ করা সম্বন্ধে আলিমদের মধ্যে মতভেদ আছে বটে; কিন্তু এই সকল কার্যের জন্য বেতন গ্রহণ করা একেবারে হারাম নহে। কারণ, নামায পড়ান ও আযানের বিনিময়ে তাঁহাদিগকে বেতন দেওয়া হয় না; বরং ঠিক সময়মত পরিশ্রম করিয়া নামাযের স্থানে যে তাঁহারা আগমন করিয়া থাকেন ইহার বিনিময়েই তাঁহাদিগকে পারিশ্রমিক দেওয়া হইয়া থাকে। মোটকথা, এই সমস্ত কার্যের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা হারাম না হইলেও ইহা মাক্‌রূহ ও সন্দেহযুক্ত।[১]

পঞ্চম শর্ত ঃ পরিশ্রম কি পরিমাণ হইবে, পূর্বেই ইহা নির্ণয় করিয়া লওয়া। বোঝা বহনের জন্য বাহন-পশু ভাড়া করিতে হইলে বোঝার মালিক জন্তুটি এবং পশুর মালিক বোঝাটি দেখিয়া লইবে। পশুর মালিক আরও জানিয়া লইবে, বোঝার ওজন কত, প্রত্যহ কি পরিমাণ পথ অতিক্রম করিতে হইবে এবং পশুর পৃষ্ঠে কখন বোঝা উঠান হইবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোন প্রচলিত প্রথা সকলের জানা থাকিলে তত বুঝা-পড়া না করিলেও চলিবে।

ভূমি ইজারা লইবার সময় ইহাতে কি শস্য বপন করিবে তাহাও বলিয়া লওয়া আবশ্যক। কারণ, চিনা-কাউন বপন করিলে উহা গম অপেক্ষা জমির উর্বরতা অধিক হ্রাস করে। কিন্তু দেশে সচরাচর যে শস্য বপন করা হইয়া থাকে সেই প্রচলিত প্রথা সর্বজনবিদিত থাকিলে শস্যবিশেষের বপন-চুক্তি না করিলেও চলিতে পারে।

মোটকথা, প্রত্যেক প্রকার ইজারা কার্যের চুক্তি উভয় পক্ষের নিকট পরিষ্কাররূপে বোধগম্য ও বিদিত হওয়া আবশ্যক যেন ভবিষ্যতে ইহা লইয়া পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন

১. হানাফী মাযহাব মতে একান্ত জরুরী অবস্থায় মুয়ায্‌যিন পারিশ্রমিক লইতে পারেন। তারাবীহ নামাযে কুরআন শরীফ শুনাইবার বিনিময়ে বেতন গ্রহণ করা হাফিযগণের জন্য দুরস্ত নহে। বিনা বেতনে হাফিয না পাওয়া গেলে ছোট ছোট সূরা দিয়া নামায পড়াই উত্তম।

www.BANGLAKITAB.com

প্রকার বিবাদ-বিসম্বাদের আশংকা না থাকে। যে ইজারা চুক্তি অস্পষ্ট থাকার দরুন ভবিষ্যতে বিবাদ ঘটিবার আশংকা থাকে, এইরূপ ইজারা সিদ্ধ নহে।

কুরায অর্থাৎ পুঁজি দিয়া অপর কর্তৃক কারবার চালান। ইহার তিনটি অংশ আছে-(ক) পুঁজি, (খ) লাভ ও (গ) কারবারের শ্রেণী।

(ক) পুঁজি নগদ হওয়া আবশ্যক; যেমনঃ স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি প্রচলিত মুদ্রা। রৌপ্যের পাত, বস্ত্র অথবা অপর জিনিস-পত্র পুঁজিস্বরূপ দেওয়া উচিত নহে। পুঁজির ওজন ও পরিমাণ পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক এবং যে ব্যক্তিকে কারবার চালাইবার জন্য নিযুক্ত করা হয় তাহার হাতে পুঁজি দিয়া দিতে হইবে। মূলধনের মালিক নিজের নিকট পুঁজি রাখিবার শর্ত করিলে দুরস্ত হইবে না।

(খ) কুরায কারবারে যাহা লাভ হইবে ইহার কত অংশ পুঁজিপতি পাইবে এবং কত অংশ কার্যকারক পাইবে তাহা পূর্বেই নির্দিষ্ট করিয়া লইতে হইবে। যথা ঃ আধাআধি, এক-তৃতীয়াংশ ইত্যাদি। যদি এইরূপ শর্ত করা হয় যে, লাভের টাকা হইতে পুঁজিপতি বা কার্যকারক এত টাকা অগ্রে উঠাইয়া লইয়া পরে অবশিষ্ট টাকা তাহাদের মধ্যে অংশ অনুপাতে ভাগ করা হইবে, তবে কারবার দুরস্ত হইবে না।

(গ) কুরায কারবার কোন প্রকার বাণিজ্য অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় শ্রেণীর হওয়া আবশ্যক; কোন প্রকার হস্ত শিল্প হইলে চলিবে না। রুটি-ব্যবসায়ীকে গম মূলধনস্বরূপ দিয়া যদি বলা হয়, "তুমি ইহাদ্বারা রুটি প্রস্তুত কর, যাহা লাভ হইবে তাহা আমরা নির্দিষ্ট হারে ভাগ করিয়া লইব"-তবে এরূপ কারবার দুরস্ত নহে। অনুরূপ চুক্তিতে তেলীকে তিল বা সরিষা প্রদান করাও দুরস্ত নহে। কারবারে এইরূপ শর্ত আরোপ করাও দুরস্ত নহে যে, অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও নিকট বিক্রয় করিতে বা অমুক ব্যক্তি ব্যতীত অপর কাহারও নিকট হইতে ক্রয় করিতে পারিবে না। যে শর্ত ব্যবসায়কে সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলে, তদ্রূপ শর্ত আরোপ করা দুরস্ত নহে।

ব্যবসায়ের জন্য অপরকে পুঁজি প্রদানের নিয়ম এই যে, পুঁজিপতি বলিবে ঃ "ব্যবসায়ের জন্য আমি তোমাকে এই মূলধন দিলাম; লভ্যাংশ আমরা আধাআধি বন্টন করিয়া লইব।" উত্তরে ব্যবসায়ী বলিবে ঃ "আমি শর্ত স্বীকার করিলাম।" ব্যবসায়ী এইরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হইলে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে সে পুঁজিপতির প্রতিনিধি হইল। যখন ইচ্ছা তখনই পুঁজিপতি কারবার ভঙ্গ করিতে পারে। পুঁজিপতি কারবার ভঙ্গ করিবার সময় লভ্যাংশসহ সমস্ত মাল নগদ থাকিলে লভ্যাংশ বন্টন করিয়া লইবে। কিন্তু মাল পণ্যদ্রব্য হইলে ও ইহাতে কোন লাভ না হইলে ব্যবসায়ী সমস্ত মাল পুঁজিপতিকে দিয়া দিবে এবং এই পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করা ব্যবসায়ীর কর্তব্য নহে। বিক্রয় করিতে চাহিলেও ইহাতে নিষেধ করা পুঁজিপতির জন্য দুরস্ত আছে। তবে তখন যদি এমন কোন খরিদ্দার পাওয়া যায়, যে লাভ দিয়া সমস্ত পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিতে প্রস্তুত আছে, তবে পুঁজিপতি উক্ত দ্রব্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান করিতে পারে না। মাল পণ্যদ্রব্য

হইলে এবং লাভ দাঁড়াইলে মূলধনের পরিমাণ পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া ফেলা ব্যবসায়ীর প্রতি ওয়াজিব। তদতিরিক্ত বিক্রয় করা উচিত নহে। মাল বিক্রয় করতঃ মূলধন উদ্ধারপূর্বক লভ্যাংশের পণ্যদ্রব্য উভয়ে ভাগ করিয়া লইবে। এই লভ্যাংশের পণ্যদ্রব্য বিক্রয় ব্যবসায়ীর প্রতি ওয়াজিব নহে।

পণ্যদ্রব্যের উপর এক বৎসরকাল অতীত হইয়া গেলে যাকাত প্রদানের জন্য সমস্ত পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা কর্তব্য। ব্যবসায়ীর নিজ অংশের যাকাত প্রদান করা তাহার উপরই ওয়াজিব।

পুঁজিপতির অনুমতি ব্যতীত ব্যবসায়ী কর্মস্থল ত্যাগ করিয়া কোথাও সফরে যাইতে পারিবে না। গেলে ইহাতে কারবারে যে ক্ষতি হইবে ব্যবসায়ীকে এই ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে। কিন্তু পুঁজিপতির অনুমতি লইয়া সফর করিলে ওজন ও ঢোলাই খরচ, কারবারদারীর ব্যয় এবং দোকানের ভাড়া যেমন কারবারের তহ্‌বিল হইতে লওয়া হয়; তদ্রূপ পথ খরচও কারবারের তহ্‌বিল হইতে লওয়া যাইবে। সফর হইতে ফিরিয়া আসিলে দস্তরখান, হাঁড়ি-পাতিল ইত্যাদি যাহা কিছু ব্যবসায়ের মাল হইতে খরিদ করা হইয়াছিল তৎসমূদয়ই কারবারের মালের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

শরীকি কারবার ঃ পুঁজির অংশ দিয়া ভাগে করবার করা। যে কারবারে দুই ব্যক্তির মূলধন থাকে, সেখানে উভয় অংশীদারের একজন অপরজনকে ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়া থাকে। উভয়ের মূলধন সমান সমান হইলে লভ্যাংশ উভয়ে সমান সমান ভাগ করিয়া লইবে। মূলধন কমবেশী হইলে মূলধনের অংশ হিসাবে লভ্যাংশ ভাগ করিতে হইবে। মূলধন ফিরাইয়া লওয়ার শর্ত করা দুরস্ত নহে। অধিক পরিশ্রমের জন্য অধিক লভ্যাংশ পাওয়ার শর্ত করাও দুরস্ত আছে। এতদ্ভিন্ন আরও তিন প্রকার শরীকি কারবার দেশে প্রচলিত আছে। কিন্তু এইগুলি দুরস্ত নহে; যেমন ঃ

প্রথম প্রকার ঃ শ্রমিক ও ব্যবসায়ীদের শরীকি কারবার। শ্রমিক ও ব্যবসায়ী যদি এইরূপ চুক্তি করে-'আমরা একত্রে যাহা উপার্জন করিব তাহা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইব'-তবে এইরূপ চুক্তি জায়েয নহে। কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ শ্রমলব্ধ অর্থের মালিক।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ মুফাওয়াযা অর্থাৎ দুই ব্যক্তি তাহাদের নিজ নিজ সম্বল যাহা কিছু আছে সম্মুখে উপস্থিত করত ঃ মূলধনের পরিমাণ নির্ধারণ ব্যতীত যদি এইরূপ চুক্তি করে-'যাহা কিছু লাভ-লোকসান হয় আমরা উভয়ে তাহা সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইব'-তবে এইরূপ চুক্তিও জায়েয নহে।

তৃতীয় প্রকার ঃ দুইজনের মধ্যে এক ব্যক্তি অর্থশালী এবং অপর ব্যক্তি পদমর্যাদার অধিকারী। অর্থশালী ব্যক্তি পদমর্যাদার অধিকারী ব্যক্তির কথায় বিক্রয় করিলে যে লাভ হইবে সেই লাভের টাকা উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লইবে; এইরূপ চুক্তিও দুরস্ত নহে।

www.BANGLAKITAB.com

ব্যবসায় সম্পর্কে উপরে যাহা বর্ণিত হইল এই পরিমাণ জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। কারণ, সচরাচর উহার দরকার পড়ে। উপরিউক্ত কারবারসমূহ ব্যতীত অন্য প্রকার কারবারও আছে; তবে উহা সচরাচর দেখা যায় না। উল্লিখিত পরিমাণ জ্ঞানার্জন হইলে কারবারে অন্য অবস্থা যখন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবে, তখন আলিমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া লওয়া যাইবে। আর উক্ত পরিমাণ জ্ঞানার্জন না করিলে হারামে পতিত হইতে হইবে; অথচ ব্যবসায়ী জানিতে পারিবে না যে, সে হারামে পতিত রহিয়াছে। পরকালে অজ্ঞতার ওযর পেশ করিলে কোনই উপকার হইবে না।

তৃতীয় অনুচ্ছেদ

ব্যবসায়ে (মু আমলায়) ন্যায়নীতি সুবিচার সংরক্ষণ ঃ উপরে প্রকাশ্য শরীয়ত অনুযায়ী কায়-কারবার দুরস্ত হওয়ার শর্তাবলী বর্ণিত হইয়াছে। এমন বহু কারবার আছে যাহা বাহ্যভাবে জায়েয আছে বলিয়া ফত্ওয়া দেওয়া হয় বটে; কিন্তু ঐ সকল ব্যবসায়ী আল্লাহ্র নিকট অভিশপ্ত হইয়া থাকে। যে সকল কারবারে মুসলমানগণের দুঃখ-কষ্ট ও ক্ষতি হয়, উহাই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এই শ্রেণীর করবার দুই ভাগে বিভক্ত; ব্যাপক (আম) ও সীমাবদ্ধ (খাস)। ব্যাপকগুলি আবার দুই প্রকার; যথাঃ মজুদদারী ও অচল বা মেকী মুদ্রার প্রচলন।

মওজুদদারী ঃ ইহা হইল খাদ্যশস্য ক্রয় করতঃ মূল্য বৃদ্ধি পাইলে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে মজুদ করিয়া রাখা। যে ব্যক্তি ইহা করে তাহাকে 'মুহতাকীর' বলে এবং মুহতাকীর অভিশপ্ত।

হাদীসে মজুদদারীর নিন্দা ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ খাদ্যশস্য দুর্মূল্য হইলে বিক্রয় করিবার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন উহা আটকাইয়া রাখে সে সেই সমস্ত খাদ্যশস্য গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিলেও এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য চল্লিশ দিন পর্যন্ত আবদ্ধ করিয়া রাখে আল্লাহ্ তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহ্র প্রতি অসন্তুষ্ট।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য চল্লিশ দিন গোলাজাত করিয়া রাখিবে তাহার হৃদয় অন্ধকার হইয়া যাইবে। একবার এক মজুদদার সম্বন্ধে তাঁহাকে সংবাদ দেওয়া হইলে তিনি বলেন ঃ ইহাতে আগুন লাগাইয়া দাও।

হাদীসে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ের ফযীলত ঃ রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করতঃ অন্যত্র নিয়া তথাকার বাজার দরে বিক্রয় করে সে যেন একটি কৃতদাসী বা কৃতদাসকে আযাদ করিয়া দিল।

কাহিনী ঃ পূর্বকালীন জনৈক বুযর্গ তাঁহার এক প্রতিনিধিকে বিক্রয়ের জন্য কিছু খাদ্যশস্য দিয়া বসরায় প্রেরণ করেন। সে তথায় পৌঁছিয়া দেখিল সেখানে খাদ্যশস্য খুব সস্তা। তাই সে সপ্তাহকাল অপেক্ষা করিযা দ্বিগুণ মূল্যে উহা বিক্রয় করিল এবং এই সংবাদ পত্র দিয়া উক্ত বুযর্গকে জানাইল। উত্তরে তিনি জানাইলেন ঃ ধর্ম রক্ষা করিয়া যে সামান্য লাভ হয় তাহাতেই আমি পরিতুষ্ট। অধিক লাভের বিনিময়ে তুমি ধর্ম খোয়াইয়া দিলে ইহা তোমার পক্ষে উচিত হয় নাই। তুমি বড় গুনাহের কাজ করিলে। এখন সমস্ত অর্থ গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিয়া উক্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা তোমার উচিত। তবুও বোধ হয় তজ্জন্য পরকালে আমাদের উভয়কেই লজ্জিত হইতে হইবে।

মজুদদারী নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ ঃ মজুদদারী হারাম হওয়ার কারণ এই যে, ইহাতে আল্লাহ্র বান্দাগণের কষ্ট ও অনিষ্ট হইয়া থাকে। কেননা খাদ্যদ্রব্য হইতেই মানুষ জীবনীশক্তি লাভ করিয়া থাকে। লোকে বিক্রয় করিলে সকলেই ইহা খরিদ করিতে পারে। এক ব্যক্তি সমস্ত শস্য ক্রয়পূর্বক আটক করিয়া রাখিলে অবশিষ্ট সকলেই ইহা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। ইহা সর্বসাধারণের ভোগাধিকারের পানি আটক রাখিয়া লোকজনকে পিপাসায় কাতর করতঃ তৎপর এই পানি অধিক মূল্যে ক্রয়ে বাধ্য করার তূল্য। এই উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য খরিদ করিয়া রাখা পাপ। কিন্তু কৃষক নিজের ক্ষেতের শস্য যখন ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারে; শীঘ্র বিক্রয় করা তাহার উপর ওয়াজিব নহে। তবে বিলম্ব না করাই উত্তম। কিন্তু কৃষক যদি অন্তরে এইরূপ আশা পোষণ করে যে, খাদ্যশস্যের মূল্য বৃদ্ধি হউক. তবে তাহার এইরূপ অভিপ্রায় অবশ্যই নিন্দনীয়।

ঔষধ-পত্র ও অন্যান্য জিনিস যাহা খাদ্য নহে এবং সচরাচর যাহা প্রয়োজন হয় না, উহা অধিক মূল্যের সময় বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে রাখিয়া দেওয়া হারাম নহে। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া রাখা হারাম। ঘৃত, তৈল, গোশ্ত ইত্যাদি যে সকল জিনিস আবশ্যকতার দিক দিয়া খাদ্যশস্যের প্রায় নিকটবর্তী, উহা উপরিউক্ত উদ্দেশ্যে মজুদ রাখা সম্বন্ধে আলিমগণের মতভেদ আছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত এই যে, তাহাও দোষমুক্ত নহে। তবে উহা খাদ্যশস্য মজুদ রাখা তুল্য নহে।

খাদ্যশস্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিলেই উহা মজুদ করিয়া রাখা হারাম। কিন্তু যেখানে সকলেই সহজে খাদ্যশস্য পাইতে পারে সেখানে মজুদ করা হারাম নহে। কারণ, তখন মওজুদ করিলে কাহারও কোন অনিষ্ট হয় না। কোন কোন আলিম তখনও খাদ্যশস্য মজুদ করিয়া রাখা হারাম বলিয়াছেন। বিশুদ্ধ মত এই যে, তদ্রূপ অবস্থাও খাদ্যশস্য মওজুদ করিয়া রাখা মাকরূহ। কেননা এমতাবস্থায়ও মজুদ করিয়া অন্তরে

www.BANGLAKITAB.com

মূল্য বৃদ্ধির কিছু না কিছু আশা লুক্কায়িত থাকে এবং মানবের দুঃখ-কষ্টের প্রতীক্ষায় থাকা নিন্দনীয়।

দুই প্রকার ব্যবসায়কে পূর্বকালীন বুযর্গগণ মাকরূহ বলিয়া মনে করিতেন। ইহাদের একটি খাদ্যশস্যের ব্যবসায় ও অপরটি কাফন বিক্রয়। কারণ, লোকের কষ্ট ও মৃত্যুর প্রতীক্ষায় থাকা নিন্দনীয়। আরও দুই প্রকার ব্যবসায়কে তাঁহারা মন্দ জানিতেন। ইহাদের একটি কসাইয়ের ব্যবসায়। ইহা হৃদয়কে কঠিন করিয়া তোলে। অপরটি স্বর্ণকারের ব্যবসায়। কারণ, ইহাতে দুনিয়ার সাজসজ্জা রহিয়াছে।

মেকী-মুদ্রার প্রচলন ঃ লেনদেনে মেকী মুদ্রা প্রদান করিলে জনসাধারণের কষ্ট হইয়া থাকে। মেকী মুদ্রা সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিকে মেকী মুদ্রা দিলে তাহার উপর অত্যাচার করা হয়। পক্ষান্তরে চিনিয়া মেকী মুদ্রা গ্রহণ করিলে সম্ভব যে, সে অপরকে প্রতারিত করিবার উদ্দেশ্যে ইহা গ্রহণ করিয়াছে। পরবর্তী ব্যক্তি আবার অপর ব্যক্তির সহিত প্রতারণা করিবে এইরূপে দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রতারণা চলিতে থাকিবে। মেকী মুদ্রা ব্যবহার করিয়া যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম অপরকে প্রতারিত করিবার সূত্রপাত করিয়াছে, পরবর্তীকালের সকল প্রতারণার পাপ সেই মেকী মুদ্রা ব্যবহারকারীর উপর বর্তিবে। এইজন্যই জনৈক বুযর্গ বলেন ঃ একটি মেকী টাকা অপরকে দেওয়া একশত টাকা চুরি করা অপেক্ষা মন্দ। কারণ, চুরির পাপ চুরির সময়েই সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু মেকী প্রচলনের পাপ ইহা প্রচলনকারীর মৃত্যুর পরও যাহার পাপ-স্রোত বন্ধ হয় না-সে বড়ই দুর্ভাগ্য। মেকী মুদ্রা প্রবর্তনের পাপ শত শত বৎসর ধরিয়া চলিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সুতরাং এই মেকী মুদ্রা যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম প্রবর্তন করিয়াছিল মৃত্যুর পরেও কবরে ইহার শাস্তি তাহার উপর বর্তিতে থাকিবে।

মেকী মুদ্রা সম্বন্ধে চারিটি অবশ্য কর্তব্য বিষয় ঃ

১. মেকী মুদ্রা হস্তগত হওয়ামাত্র ইহা কূপে নিক্ষেপ করিবে। মেকী বলিয়া জানাইয়া দিয়াও ইহা কাহাকেও দিবে না। কারণ, সে হয়ত অপরকে ঠকাইতে পারে।

২. মুদ্রা যাঁচাইয়ের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয়কারীর উপর ওয়াজিব। মেকী মুদ্রা গ্রহণে বিরত থাকিবার উদ্দেশ্যে এই জ্ঞানার্জন ওয়াজিব নহে; বরং মেকী মুদ্রা অজ্ঞাতসারে তাহার হাতে পড়িলে অপরে প্রতারিত হইতে পারে এবং অপর মুসলমানের হক নষ্ট হইতে পারে, এই জন্যই এই জ্ঞান অর্জন করা ওয়াজিব। মুদ্রা যাঁচাইয়ের স্থানের অভাবে অচল মুদ্রা তাহার হাত হইতে অপরের হাতে চলিয়া গেলে সে পাপী হইবে। কারণ, যে ব্যক্তি যে ব্যবসায় অবলম্বন করে তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞানার্জন করা তাহার উপর ওয়াজিব।

৩. লেনদেন সহজ করিবার উদ্দেশ্যে মেকী মুদ্রা গ্রহণ ভাল কাজ বটে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ اَمْرًا سَهَّلَ الْقَضَاءَ وَسَهَّلَ الاقْتِضَاءَ-

যে ব্যক্তি লেনদেন সহজ করিয়া থাকে আল্লাহ্ তাহার উপর দয়া করুন।

কিন্তু কূপে নিক্ষেপ করিবার উদ্দেশ্যেই মেকী মুদ্রা গ্রহণ করিতে হইবে। মেকী মুদ্রা গ্রহণকারীর মনে যদি এই আশংকা থাকে যে, গ্রহণ করিলে খরচ করিয়া ফেলিবে (বা অন্যকে প্রদান করিবে) তবে মেকী মুদ্রা প্রদানকারী 'অচল' বলিয়া পরিষ্কারভাবে জানাইয়া দিলেও ইহা গ্রহণ করা সঙ্গত নহে।

৪. যে মুদ্রায় স্বর্ণ-রৌপ্যের লেশমাত্রও নাই তৎসম্পর্কেই উপরিউক্ত বিধান প্রদান করা হইয়াছে; কিন্তু যে মুদ্রায় অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য রহিয়াছে তাহা কূপে নিক্ষেপ করা ওয়াজিব নহে। যে মুদ্রায় অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য রাহিয়াছে তাহা লেনদেনে ব্যবহার করিলে দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা ওয়াজিব। (ক) ইহা যে মেকী মুদ্রা তাহা পরিষ্কাররূপে অপরকে জানাইয়া দিতে হইবে, গোপন করা যাইবে না। (খ) যাহার বিশ্বস্ততায় পূর্ণ আস্থা আছে কেবল তাহাকেই মেকী মুদ্রা দিবে যেন সে অপরের সহিত প্রতারণা না করে। যদি জানা যায় যে, যাহাকে মেকী মুদ্রা দেওয়া হইতেছে সে অপরকে দেওয়ার সময় এই কথা জানাইবে না, তবে তাহাকে এইরূপ মুদ্রা দেওয়া আর জ্ঞাতসারে মদ্য প্রস্তুতকারকের নিকট আঙ্গুর এবং ডাকাতের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা সমান কথা। এই সমস্ত কার্যই হারাম। কারবারে বিশ্বস্ততা রক্ষা করা কঠিন বলিয়া পূর্বকালীন বুযর্গগণ বলেন ঃ বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী আবিদ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

সীমাবদ্ধ ক্ষতি ঃ যাহার সহিত কারবার করা হয় এই ক্ষতি কেবল তাহার সহিতই সীমাবদ্ধ। যে কারবারে কোন প্রকার ক্ষতি করা হয় ইহাই যুলুম (অত্যাচার) এবং যুলুমমাত্রই হারাম। মোটকথা, তুমি অন্যের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার পছন্দ কর না তদ্রূপ ব্যবহার অপর মুসলমানের প্রতিও করিও না। যে ব্যক্তি যে কাজ নিজের জন্য পছন্দ করে না সে অপর মুসলমানের জন্য ইহা পছন্দ করিলে তাহার ঈমান অসম্পূর্ণ। চারি প্রকার আচরণে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথম আচরণ ঃ নিজ পণ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত প্রশংসা করিবে না। এইরূপ প্রশংসা করিলেই মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ এবং অত্যাচার করা হইয়া থাকে। ক্রেতা পূর্ব হইতেই অবগত থাকিলে দ্রব্য সম্বন্ধে সত্য প্রশংসাও করিবে না, কারণ ইহা অনর্থক। আল্লাহ বলেন ঃ

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ-

মানুষ যে কথাই বলে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, কেন বলিয়াছিলে?

অনর্থক কথা বলিয়া থাকিলে এ সম্পর্কে কোন ওযর-আপত্তিই গ্রাহ্য হইবে না। মিথ্যা শপথ করা কবিরা গুণাহ্। শপথ সত্য হইলেও সামান্য ব্যাপারে আল্লাহ্র নাম

www.BANGLAKITAB.com

লইয়া শপথ করা বেআদবী। হাদীস শরীফে আছে ঃ –لاَ وَاللّٰه وَبَلٰى وَاللّٰه (আল্লাহ্‌র কসম, ইহা ঠিক নহে এবং আল্লাহ্‌র কসম ইহাই ঠিক বলিয়া কসম করার দরুন ব্যবসায়ীদের জন্য আফ্‌সোস) আর শিল্পী ও কারিগরদের জন্য এই কারণে আফ্‌সোস যে, তাহারা আজ নয়, কাল নয় পরশু' বলিয়া টাল-বাহানা করে। হাদীস শরীফে উক্তি আছে ঃ যে ব্যক্তি কসম খাইয়া নিজের দ্রব্য বিক্রয় করে, কিয়ামত দিবস আল্লাহ্‌ তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন না।

কথিত আছে, ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ রেশমের ব্যবসা করিতেন এবং তিনি কখনও ইহার প্রশংসা করিতেন না। একদিন তিনি রেশম বাহির করিতেছিলেন। এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য ক্রেতার সম্মুখে বলিলেন ঃ হে আল্লাহ্‌! আমাকে বেহেশ্‌তের পোশাক দান করিও। ইহা শুনিয়া ইউনুস ইব্‌ন উবাইদ আর রেশম বাহির করিলেন না এবং রেশমের গাঠরী নিক্ষেপ করিয়া ফেলিয়া দিলেন। মোটকথা, রেশম বিক্রয় করিলেন না। তিনি আশংকা করিলেন, পাছে শিষ্যের উক্ত বাক্য তাঁহার পণ্যের প্রশংসা বলিয়া গণ্য হয়।

দ্বিতীয় আচরণ ঃ নিজ পণ্যের দোষ-ত্রুটি ক্রেতার নিকট গোপন করিবে না, প্রকৃত অবস্থা জানাইয়া দিবে। দোষ গোপন করিলে প্রতারক, উপদেশ-বিমুখ, অত্যাচারী ও পাপী হইবে। ভাঁজকরা কাপড়ের কেবল মুখপাত দেখাইলে অথবা ভাল বিবেচিত হওয়ার জন্য অন্ধকারে কাপড় দেখাইলে কিংবা জুতা ও মোজার ভাল পাটখানা দেখাইলেও অত্যচারী ও প্রতারক বলিয়া গণ্য হইবে।

একদা এক গম ব্যবসায়ীর দোকানের নিকট দিয়া রাসূলুল্লাহ (সা) যাইতেছিলেন। তিনি স্তূপে তাঁহার পবিত্র হস্ত ঢুকাইয়া দিয়া সিক্ততা উপলব্ধি করিলেন। তিনি ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা কি? ব্যবসায়ী নিবেদন করিলেন ঃ 'ভিজা গম।' রাসূলুল্লাহ (সা) বলিলেন ঃ উহা বাহির করিয়া ফেল নাই কেন? مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا –যে ব্যক্তি প্রতারণা করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নহে।

এক ব্যক্তি তিনশত দিরহাম মূল্যে একটি উট বিক্রয় করিল। উটটির পায়ে কিছু দোষ ছিল। হযরত ওয়াসেলা ইব্‌ন আস্‌কা (রা) নামক জনৈক সাহাবী নিকটেই দণ্ডায়মান ছিলেন। প্রথমে তিনি তাহাদের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতি মনোযোগ দেন নাই। পরে তিনি জানিতে পারিয়া ক্রেতার পশ্চাতে ছুটিলেন এবং বলিলেন ঃ উটের পায়ে দোষ আছে। ক্রেতা ফিরিয়া আসিল এবং তিনশত দিরহাম বিক্রেতার নিকট হইতে ফেরত লইয়া তাহাকে উটটি দিয়া দিল। বিক্রেতা হযরত ওয়াসেলা (রা)-কে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনি এই কারবার কেন বিনষ্ট করিলেন? উত্তরে তিনি বলিলেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট শুনিয়াছি যে, কোন দ্রব্যের দোষ গোপন করিয়া বিক্রয়

করা জায়েয নহে এবং অপর কেহ (উক্ত দোষ) জানিতে পারিয়া (ক্রেতাকে) না জানানও জায়েয নহে। উক্ত সাহাবী (রা) আরও বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি লইয়াছেন যে, আমরা মুসলামানদিগকে উপদেশ প্রদান করি এবং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি রাখি; কিন্তু দোষ গোপন রাখা উপদেশ নহে।

এই জাতীয় কারবার বড় কঠিন ও অসাধারণ ব্যাপার। কিন্তু দুইটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে উহা সহজ হইয়া পড়ে।

১. দোষযুক্ত জিনিস খরিদ করিবে না। কিন্তু খরিদ করা হইয়া থাকিলে ইহা বিক্রয়ের সময় ক্রেতাকে ইহার দোষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে জানাইয়া দিবার ইচ্ছা রাখিবে। কেহ তোমাকে ঠকাইয়া থাকিলে মনে করিবে এই ক্ষতি তোমার নিজের। এই ক্ষতি অন্যের উপর চাপাইবার ইচ্ছা করিবে না। নিজে যখন প্রতারকের উপর অভিশাপ প্রদান করিয়া থাক তখন নিজে আবার অপরের অভিশাপের পাত্র হইও না। মোটকথা, জানিয়া রাখ যে, প্রতারণা দ্বারা রুযী বৃদ্ধি পায় না; বরং মালের বরকত চলিয়া যায় এবং কারবারের উন্নতি রুদ্ধ হয়। প্রবঞ্চনা দ্বারা ক্রমান্বয়ে যাহা কিছু হস্তগত হয়, অকস্মাৎ এমন কোন ঘটনা ঘটে যে, ইহাতে সমস্তই বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল প্রতারণা দ্বারা অর্জিত পাপের বোঝা মাথার উপর থাকিয়া যায়। এই ব্যক্তির অবস্থা সেই দুধওয়ালার ন্যায় যে প্রত্যহ পানি মিশাইয়া দুধ বিক্রয় করিত। অবশেষে একদিন প্রবল বন্যা আসিয়া তাহার গাভীটিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। ইহা দেখিয়া দুধওয়ালার পুত্র বলিল ঃ প্রত্যহ দুধের সহিত যে পানি মিশান হইত তাহা একত্রিত হইয়া আজ বন্যারূপে আসিয়া গাভীটিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, কারবারে অসততা প্রবেশ করিলে বরকত থাকে না। অল্প মাল হইতেই ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পাওয়া বহু লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য হওয়া এবং তদ্বারা অধিক মঙ্গল সাধিত হওয়াকেই বরকত বলে। এমন লোকও আছে, যে প্রচুর ধনের অধিকারী; কিন্তু এই ধনই তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ধ্বংসের কারণ হইয়া থাকে এবং এই ধনে সে মোটেই ভাগ্যবান হইয়া উঠে না। অতএব বরকত অন্বেষণ করা উচিত। ধন-বৃদ্ধি ও বরকত বিশ্বস্ততার দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে। বিশ্বস্ততার দরুন ধন-বৃদ্ধি হওয়ার কারণ এই যে, যে ব্যক্তি বিশ্বস্ত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছে, প্রত্যেকেই তাহার সহিত কারবার করিবার জন্য আগ্রহান্বিত থাকে। ইহাতেই তাহার কারবারে খুব উন্নতি হইতে থাকে। আর যে ব্যক্তি প্রতারক বলিয়া জনসাধারণের মধ্যে পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে, কেহই তাহার সহিত কারবার করিতে চাহে না।

২. গভীরভাবে চিন্তা করিবে-আমি একশত বৎসরের অধিক বাঁচিব না এবং পরকালের জীবন অসীম। অতএব, এই ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে ধন-দৌলত বৃদ্ধির লালসায় কেন পরকালের অনন্ত জীবন ধ্বংস করিব? এই চিন্তা সর্বদা জাগ্রত রাখিলে

www.BANGLAKITAB.com

প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ আল্লাহ্‌র ক্রোধ হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ কলেমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। (কিন্তু) মানব ধর্মের উপর দুনিয়াকে প্রধান্য দিয়া থাকে, আর মুখে এই কলেমা উচ্চারণ করিয়া থাকে তখন আল্লাহ্ বলেন, তুমি মিথ্যা বলিতেছ। এই উক্তিতে তুমি সত্যবাদী নও।

প্রতারণা ও প্রবঞ্চনা না করা শুধু ক্রয়-বিক্রয়েই ফরয নহে; বরং প্রত্যেক কায়-কারবার এবং শিল্পক্ষেত্রেই ফরয। মোটকথা, ধোকাবাজি সর্বক্ষণে ও সর্বস্থলে হারাম। নিজ তৈয়ারী দ্রব্যের দোষ গোপন করা কোন শিল্পীরই উচিত নহে। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে রিফু (ছেঁড়া বস্ত্রের সংস্কার কার্য) সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন ঃ রিফু কার্য করা উচিত নহে। তবে নিজ ব্যবহারের কাপড় রিফু করিতে পারে; বিক্রয়ের জন্য করা দুরস্ত নহে। যে ব্যক্তি ধোকা দেওয়ার জন্য রিফু করে সে পাপী হইবে এবং তাহার পারিশ্রমিক হারাম হইবে।

তৃতীয় আরচণ ঃ মাপ ও ওজনে থোকাবাজি না করা এবং ঠিকমত ওজন করা। আল্লাহ বলেন ঃ – وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ

যাহারা অপরকে দেওয়ার বেলায় কম মাপিয়া দেয় এবং নিজে গ্রহণ করিবার সময় বেশী মাপিয়া লয় তাহাদের ধ্বংস অনিবার্য।

পূর্বকালীন বুযর্গগণের এই অভ্যাস ছিল যে, অপরের নিকট হইতে কিছু লওয়ার সময় তাঁহারা কিছু কম লইতেন ও অপরকে দেওয়ার সময় কিছু বেশী দিতেন এবং বলিতেন ঃ 'এই সামান্য পরিমাণ দ্রব্য আমাদের ও দোযখের মধ্যে আড়াল হইবে।' কারণ তাঁহারা ভয় করিতেন যে, পূরাপুরি ওজন করা সম্ভব নহে। তাঁহারা আরও বলিতেন ঃ আস্‌মান-যমীনের প্রশস্ততার ন্যায় বিরাট বেহেশ্‌ত যে ব্যক্তি অতি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে নিতান্ত বোকা। আর যে ব্যক্তি সামান্য বস্তুর বিনিময়ে ভালকে মন্দে পরিণত করে, সে অত্যন্ত মূর্খ।

রাসূলুল্লাহ (সা) খরিদের সময় বলিতেন ঃ মূল্য পরিমাণে ওজন করিও এবং একটু বেশী করিয়া মাপিয়া দিও। হযরত ফুযাইল (র) স্বীয় পুত্রকে একটি স্বর্ণমুদ্রা ওজন করত ঃ এক ব্যক্তিকে দিবার পূর্বে উহার কারুকার্যের মধ্যস্থিত ময়লা ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে দেখিয়া বলিলেন ঃ বৎস! তোমার এই কাজ দুই হজ্জ ও দুই উমরা হইতে উৎকৃষ্ট। পূর্বকালীন বুযর্গগণ বলিতেন ঃ যে ব্যক্তি অপরকে মাপিয়া দেওয়ার জন্য এক প্রকার এবং নিজে মাপিয়া লওয়ার জন্য অন্য প্রকার বাট্‌খারা ব্যবহার করে সে সর্বপ্রকার ফাসিক অপেক্ষা অধিক মন্দ। যে বস্ত্র ব্যবসায়ী খরিদ করিবার সময় ঢিলা এবং বিক্রয় করিবার সময় টানাটানি করিয়া মাপে তাহার অবস্থাও তদ্রূপ। যে হাড় গোশ্‌তের সহিত মাপিয়া দেওয়ার রীতি নাই, যে কসাই উহা গোশ্‌তের সহিত মাপিয়া দেয় তাহার অবস্থাও সেই প্রকার। শষ্যের সহিত স্বভাবতঃ যে পরিমাণ ধূলিবালি থাকে তদপেক্ষা অধিক ধূলিবালি মিশাইয়া যে ব্যক্তি শস্য বিক্রয় করে, সেও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই প্রকার সমস্ত কাজই হারাম।

কায়-কারবারে সকলের সহিত ইনসাফ করা ওয়াজিব। যেরূপ উক্তি নিজে শুনিলে মনে কষ্ট হয় তদ্রূপ উক্তি অন্যের প্রতি যে ব্যক্তি প্রয়োগ করে সে যেন কায়-কারবারে নিজের ও পরের মধ্যে তারতম্য করিল। মানুষ এই প্রকার পাপ হইতে তখনই পরিত্রাণ পাইবে, যখন কাজ-কারবারে স্বীয় ধর্ম-ভ্রাতার স্বার্থের উপর নিজ স্বার্থকে প্রধান্য না দিবে। ইহা কঠিন কাজ। এই জন্যই আল্লাহ বলেন ঃ

وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلاَّ وَارِدُهَا كَانَ عَلٰى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا–

দোযখের উপর দিয়া অতিক্রম করিবে না, তোমাদের মধ্যে এরূপ কেহই নাই, ইহা তোমার প্রভুর সুনিশ্চিত বিধান। কিন্তু যাহারা পরহেযগারীর অধিক নিকটবর্তী তাহারা তাড়াতাড়ি মুক্তি পাইবে।

চতুর্থ আচরণ ঃ পণ্যদ্রব্যের দর-দস্তুর সম্বন্ধে কোন প্রকার ধোকাবাজী করিবে না এবং দর গোপন করিবে না। ব্যবসায়ীদের কাফেলা বাজারে পৌছিবার পূর্বে তাহাদের নিকট যাইয়া সস্তা দরে খরিদের উদ্দেশ্যে বাজার দর গোপন রাখিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। কেহ এইরূপে খরিদ করিলে বিক্রেতা বিক্রয় বাতিল করিতে পারে। কোন বিদেশী ব্যবসায়ী যদি পণ্যদ্রব্য লইয়া বাজারে আগমনপূর্বক ইহার দর সস্তা দেখিতে পায় তখন যদি কেহ তাহাকে বলে যে, আমার নিকট মাল রাখিয়া যাও, উচ্চদরে বিক্রয় করিয়া দিব, তবে তাহাকে এইরূপ প্রলোভন দেখান সঙ্গত নহে। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) ইহা নিষেধ করিয়াছেন। অপর লোকেও যেন তাহার দেখাদেখি তাহাকে সত্য ক্রেতা মনে করিয়া অধিক মূল্যে খরিদ করে, এই উদ্দেশ্যে কোন দ্রব্য বাজার দরের উর্ধ্ব মূল্যে বাহ্যতঃ খরিদ করিতে রাসূলুল্লাহ (সা) নিষেধ করিয়াছেন। ব্যবসায়ীর সহযোগে প্রথম ক্রেতার এই অপকৌশল প্রকাশিত হইয়া পড়িলে ক্রেতাগণ ক্রয় বাতিল করিতে পারে।

মাল বাজারে উপস্থিত করিলে এরূপ রীতি আছে যে, যাহারা প্রকৃত খরিদদার নহে তাহারা দর বাড়াইয়া দেয়। এইরূপ করা হারাম। তদ্রূপ যে সরলপ্রাণ ব্যক্তি বাজার দর সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ সস্তামূল্যে আপন মাল বিক্রয় করিতে উদ্যত হয়, তাহার নিকট হইতে মাল খরিদ করা দুরস্ত নহে। আর যে সরলপ্রাণ ব্যক্তি বাজার দর না জানিয়া অধিক মূল্যে খরিদ করিতে উদ্যত হয়, তাহার নিকট কিছু বিক্রয় করাও জায়েয নহে। এই প্রকার ক্রয়-বিক্রয় বাহ্যতঃ জায়েয বলিয়া ফত্‌ওয়া দেওয়া গেলেও প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখার কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ গুনাহগার হইবে।

www.BANGLAKITAB.com

সততার কাহিনী ঃ বস্‌রা নগরে এক সওদাগর ছিলেন। সুখনগর হইতে তাঁহার কর্মচারী তাহাকে পত্র লিখিল ঃ "ইক্ষু চাষ এবার দুর্দশাগ্রস্থ। অতএব অপর লোক এই সংবাদ পাওয়ার পূর্বে প্রচুর পরিমাণে চিনি কিনিয়া রাখুন।" উক্ত সওদাগর তদনুযায়ী অনেক চিনি খরিদ করিয়া রাখিয়া যথাসময়ে বিক্রয় করতঃ ত্রিশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা লাভ করিলেন। সেই সওদাগর ভাবিতে লাগিলেন ঃ একজন মুসলমানের সহিত ধোকাবাজি করিয়াছি এবং ইক্ষু চাষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, ইহা তাহার নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছি। এইরূপ কাজ কিরূপে দুরস্ত হইবে? তৎপর উক্ত ত্রিশ হাজার মুদ্রা লইয়া তিনি চিনিওয়ালার নিকট গমন করতঃ বলিলেন ঃ এই ত্রিশ হাজার মুদ্রা আপনার। চিনিওয়ালা ইহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করিলেন। চিনিওয়ালা বলিলেন ঃ ইহা আপনার জন্য হালাল করিয়া দিলাম। সওদাগর গৃহে প্রত্যাবর্তন পূর্বক রাত্রে চিন্তা করিলেন ঃ হয়ত চক্ষুলজ্জায় তিনি উহা বলিয়াছেন; আমি তো সত্যই তাঁহার সহিত দাগাবাজি করিয়াছি। পরদিবস তিনি পুনরায় ত্রিশ হাজার মুদ্রাসহ চিনিওয়ালার নিকট গমন করিলেন এবং বহু অনুনয়বিনয় করতঃ তাহাকে ইহা গ্রহণে বাধ্য করিলেন।

কেহ আসল খরিদমূল্য জানিতে চাহিলে তাহাকে সত্য কথা বলিয়া দেওয়া উচিত। ইহাতে ধোকা দেওয়া উচিত নহে। মালে দোষ-ত্রুটি থাকিলে তাহাও বলিয়া দিবে। কোন বন্ধুর নিকট হইতে বন্ধুত্বের খাতিরে তাহার পণ্য অধিক মূল্যে ক্রয় করিয়া থাকিলে আসল মূল্য বলিবার সময় তাহাও বলিয়া দিবে। কোন জিনিসের মূল্য দশ দীনার বলিয়া ইহার পরিবর্তে কোন দ্রব্য দিলে এই দ্রব্য দশ দীনার মূল্যে বিক্রয় করা না গেলে ইহার খরিদ মূল্য দশ দীনার বলা উচিত নহে। সস্তায় মাল খরিদ করার পর দর বৃদ্ধি পাইলে পূর্ব মূল্য বলিয়া দিবে।

এই বিষয়ে বিবরণ অতি বিস্তৃত। ব্যবসায়িগণ ইহার বিধানাবলী লঙ্ঘন করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া থাকে, অথচ ইহাকে বিশ্বাসঘাতকতা বলিয়া মনে করে না। মোটকথা, মানুষ নিজের জন্য যে প্রতারণা পছন্দ করে না, তদ্রূপ প্রতারণা অপরের জন্যও পছন্দ করা সঙ্গত নহে। নিজের কারবারী জীবনে এই কথাটিকে কষ্টি পাথরস্বরূপ করিয়া লইবে। আসল দাম অবগত হইয়া খরিদ করিলে লোকে এই মনে করিয়াই খরিদ করে যে, সে খুব যাঁচাই করিয়া খরিদ করিয়াছে। কিন্তু আসল দাম বলার মধ্যে দাগাবাজী করিলে ক্রেতা ইহাতে সন্তুষ্ট হইবে না। সুতরাং আসল দাম ঠিকমত না বলা দাগাবাজী বটে।

চতুর্থ অনুচ্ছেদ

কারবারে পরোপকার ও মঙ্গল সাধন ঃ আল্লাহ যেমন ন্যায় বিচার করিতে আদেশ দিয়াছেন তদ্রূপ পরোপকার করিতেও নির্দেশ দিয়াছেন। আল্লাহ পাক বলেন ঃ

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ-

অবশ্যই আল্লাহ ন্যায় বিচার ও পরোপকার করিতে আদেশ করিয়াছেন।

পূর্ব অনুচ্ছেদে ন্যায়পরায়ণতা সম্বন্ধে বর্ণিত হইয়াছে যেন লোকে অত্যাচার করা হইতে বিরত থাকে। অত্র অনুচ্ছেদে পরোপকার সম্বন্ধে বর্ণিত হইবে।

আল্লাহ বলেন ঃ اِنَّ رَحْمَةَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ-

অবশ্যই আল্লাহ্‌র রহমত পরোপকারিগণের নিকটবর্তী।

যে ব্যক্তি কেবল ন্যায়বিচার করিয়াছে সে ধর্মের মূলধন রক্ষা করিয়াছে; কিন্তু কারবারের প্রকৃত লাভ রহিয়াছে পরোপকারে। যে ব্যক্তি কোন কারবারে পারলৌকিক মঙ্গললাভে বিরত থাকে না, সেই বুদ্ধিমান। এমন মঙ্গল সাধনকেই পরোপকার বলে যাহাতে প্রতিপক্ষ উপকৃত হয়। ইহা তোমার উপর ওয়াজিব নহে কিন্তু পুণ্যকাজ। ছয় প্রকারে ইহ্‌সান অর্থাৎ পরোপকারের সোপানে উন্নীত হওয়া যায়।

প্রথম ঃ ক্রেতা প্রয়োজনবশতঃ অধিক মূল্যে ক্রয় করিতে সম্মত হইলেও বেশি লাভ করা সঙ্গত মনে করিবে না। হযরত সির্রী সাকতী (র) ব্যবসা করিতেন। তিনি শতকরা পাঁচের অধিক লাভ করা সঙ্গত মনে করিতেন না। একবার তিনি ষাট দীনার মূল্যের বাদাম খরিদ করেন। তৎপর বাদামের মূল্য বৃদ্ধি পাইল। এক দালাল বাদামগুলি বিক্রয় করিতে চাহিলে তিনি বলিলেন ঃ তেষট্টি দীনারে বিক্রয় করিবে। দালাল বলিলঃ বাজার দরে বাদামগুলির দাম বর্তমানে নব্বই দীনার। তিনি বলিলেন ঃ আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিয়া লইয়াছি যে, শতকরা পাঁচের অধিক লাভ করিব না এবং এই সিদ্ধান্ত ভঙ্গ করা আমি সঙ্গত মনে করি না। দালাল বলিল ঃ আমি আপনার মাল বাজার দর অপেক্ষা কম মূল্যে বিক্রয় করা সঙ্গত মনে করি না। মোটকথা, দালালও বিক্রয় করিল না এবং হযরত সির্রী সাকতী (র)-ও অধিক মূল্য গ্রহণে সম্মত হইলেন না। ইহ্‌সানের দরজা এইরূপই হইয়া থাকে।

হযরত মুহম্মদ ইব্‌নে মুকান্দর (র) নামক এক বুযর্গ কাপড়ের ব্যবসা করিতেন। তাঁহার নিকট কয়েক থান কাপড় ছিল। কোন থানের মূল্য ছিল দশ দীনার, আবার কোন থানের মূল্য পাঁচ দীনার। তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার এক শাগরেদ পাঁচ দীনার মূল্যের একটি থান জনৈক বেদুঈনের নিকট দশ দীনার মূল্যে বিক্রয় করিয়া ফেলিল। ফিরিয়া আসিয়া ইহা অবগত হইলে তিনি সমস্ত দিন উক্ত বেদুঈনের অন্বেষণে ফিরিলেন। অবশেষে তাঁহাকে পাইয়া বলিলেন ঃ তুমি যে থানটি কিনিয়াছ ইহার মূল্য পাঁচ দীনারের অধিক নহে। বেদুঈন বলিল ঃ আমি সন্তোষের সহিতই ইহা দশ দীনারে খরিদ করিয়াছি। তিনি বলিলেন ঃ আমি নিজের জন্য যে কাজ পছন্দ করি না তাহা

www.BANGLAKITAB.com

অপর মুসলমানের জন্য পছন্দ করিতে পারি না। হয় থানটি ফিরাইয়া দিয়া মূল্য ফেরত লও, না হয় পাঁচ দীনার ফেরত লও অথবা আমার সঙ্গে আস এবং দশ দীনারের উপযুক্ত ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট থান গ্রহণ কর। শেষ পর্যন্ত বেদুঈন পাঁচ দীনার ফেরত নিতে বাধ্য হইল এবং তৎপর এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল ঃ এই মহাপুরুষ কে ? সেই ব্যক্তি বলিল ঃ ইব্নে মুকান্দর। বেদুঈন বলিতে লাগিল ঃ সুবহানাল্লাহ, তিনিই কি সেই মহাপুরুষ, অনাবৃষ্টির সময় ইস্তিস্কা নামাযের জন্য ময়দানে না যাইয়া যাঁহার নাম লইলে বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হয়!

কম লাভে অধিক বেচাকেনা করা পূর্বকালীন বুযর্গগণের রীতি ছিল। বেশি হারে লাভ করা অপেক্ষা ইহাকেই তাঁহারা অধিক মঙ্গলজনক বলিয়া মনে করিতেন। হযরত আলী (রা) কূফার বাজারে হাঁটিয়া ঘোষণা করিতেন ঃ হে লোকগণ! অল্প লাভ প্রত্যাখ্যান করিয়া অধিক লাভে বঞ্চিত হইও না। হযরত আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ আপনার অতুল ঐশ্বর্যের কারণ কি ? তিনি বলিলেন ঃ আমি অল্প লাভ প্রত্যাখ্যান করি নাই। কেহ আমার নিকট হইতে একটি প্রাণী ক্রয় করিতে চাহিলেও আমি তাহা অস্বীকার করি নাই; বরং বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছি। একদিন আমি এক হাজার উট আসল দামে বিক্রয় করিয়াছি এবং তাহাতে এক হাজার রজ্জু ব্যতীত আর কিছুই লাভ করি নাই। এক একটি রজ্জু এক-এক দিরহামে বিক্রয় করিয়াছি এবং উটগুলির সেই দিনের খাদ্য খরচের এক হাজার দিরহামের দায় হইতে আমি অব্যাহতি পাইয়াছি। সুতরাং দুই হাজার দিরহাম লাভ হইয়াছে।

দ্বিতীয় ঃ অভাবগ্রস্থদিগকে আনন্দিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের মাল চড়া দরে ক্রয় করিবে, যেমন বিধবাদের সূতা, শিশু ও ফকিরদের হাত হইতে বাজার ফেরত ফল ইত্যাদি। এইরূপ স্থলে মূল্য না জানার ভান করিয়া দাম চড়াইয়া দেওয়া সদ্কা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যে ব্যক্তি এইরূপ করিবে সে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু'আ লাভ করিবে। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ

رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً سَهَّلَ الْبَيْعَ وَسَهَّلَ الشَّرٰى-

আল্লাহ সেই ব্যক্তির উপর রহমত করুন যে বিক্রয়কে সহজ করে এবং ক্রয়কে সহজ করিয়া দেয়।

কিন্তু ধনীদের নিকট হইতে অধিক মূল্যে খরিদ করিলে সওয়াবও হয় না এবং আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায় না; বরং ইহাতে নিজের পয়সা নষ্ট করা হয়। দর কষাকষি করিয়া তাহাদের নিকট হইতে সস্তায় ক্রয় করা উত্তম।

হযরত ইমাম হাসান (রা) ও হযরত ইমাম হুসাইন (রা) কোন দ্রব্য ক্রয়ের সময় খুব যাচাই করিতেন এবং সস্তায় ক্রয় করিবার চেষ্টা করিতেন। লোকে নিবেদন করিলঃ আপনারা প্রত্যহ হাজার হাজার দিরহাম দীন-দুঃখীদিগকে দান করিয়া

থাকেন। এত সামান্যের জন্য আপনারা এত দরাদরি করেন কেন? তাঁহারা বলেন ঃ আমরা যাহা দান করি তাহা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দান করিয়া থাকি। আল্লাহ্র রাস্তায় যত অধিকই দান করা হউক না কেন, তাহা নিতান্ত কম। কিন্তু বেচা-কেনায় ধোকা খাওয়া অর্থনাশ ও মূর্খতার কারণ হইয়া থাকে।

তৃতীয় ঃ মূল্য গ্রহণের সময় তিন প্রকারের পরোপকার হইতে পারে ঃ (১) মূল্য কিছু কম লওয়া, (২) ভাঙ্গা ও মেকী মুদ্রা গ্রহণ করা এবং (৩) মূল্য দেওয়ার জন্য কিছুকাল অবকাশ দেওয়া।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়কে সহজসাধ্য করিয়া থাকে, আল্লাহ্ তাহার উপর রহমত করুন। তিনি আরও বলেন ঃ যে ব্যক্তি অপরের দেনা সহজ করিয়া থাকে আল্লাহ তাহার কার্যাবলী সহজ করিয়া থাকেন।

আদান-প্রদানে অভাবগ্রস্থকে সময় দেওয়ার অপেক্ষা অধিক উপকার আর কিছুই হইতে পারে না। সে রিক্তহস্ত হইলে তাহাকে সময় দেওয়া ওয়াজিব। ইহাকে ইহসান বলা চলে না; বরং ইহা ন্যায়-নীতির অন্তর্ভুক্ত। অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি একেবারে রিক্তহস্ত না হইলেও তৎক্ষণাৎ মূল্য দিতে হইলে কোন দ্রব্য ঘাটতি মূল্যে বিক্রয় করা ব্যতীত অথবা নিজের একান্ত প্রয়োজনীয় কোন জিনিস বিক্রয় ব্যতীত সম্ভব না হইলে তাহাকে সময় দিলে তৎপ্রতি ইহ্সান করা হয় এবং তৎসঙ্গে সদ্কার সওয়াবও পাওয়া যায়।

রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ কিয়ামত দিবস এক ব্যক্তিকে হাশরের ময়দানে উপস্থিত করা হইবে। সে ধর্মের ব্যাপারে নিজের উপর অত্যাচার করিয়া থাকিবে এবং তাহার আমলনামায় কোন নেকী থাকিবে না। তাহাকে বলা হইবে, তুমি কখনই কোন নেকী কর নাই। সে বলিবে, হ্যাঁ, আমি করি নাই। কিন্তু আমার কর্মচারী ও গোমস্তাদিগকে বলিয়া দিয়াছিলাম যে, আমার নিকট ঋণী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হইলে সময় দিও এবং তাহাকে বিপদগ্রস্ত করিও না। তখন করুণাসাগরে ঢেউ উঠিবে এবং করুণাময় আল্লাহ্ তাহাকে বলিবেন, অদ্য তুমি রিক্ত হস্ত এবং নিঃস্ব। তোমার প্রতি সদয় ব্যবহার করা আমার উচিত। এবং আল্লাহ্ তাহাকে মুক্তি দিবেন।

হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি নির্ধারিত সময়ে (পরিশোধের) প্রতিশ্রুতিতে কাহাকেও কর্জ দেয়, তবে যত দিন অতিবাহিত হইতে থাকে, তত দিন সে সেই ব্যক্তিকে সদ্কা প্রদানের সওয়াব পাইতে থাকে। আর প্রতিশ্রুত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তাহাকে সময় দিলে প্রত্যহ সে এত সওয়াব পাইতে থাকিবে যে, যেন সে কর্জের সমস্ত ধন সদ্কা করিয়া দিল।

পূর্বকালীন কতিপয় বুযর্গ ফেরত পাওয়ার আশা না করিয়া কর্জ দিতেন। কারণ, কর্জের পরিমাণ ধন সদ্কা করিলে যে সওয়াব পাওয়া যাইত সেই পরিমাণ সওয়াব যেন প্রত্যহ তাঁহাদের আমলনামায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ বেহেশতের দরজায় লিপিবদ্ধ দেখিয়াছি যে, সদ্‌কার প্রতিটি দিরহাম দশ দিরহামের সমান এবং কর্জের প্রতি দিরহাম আঠার দিরহামের সমান। ইহার কারণ এই যে, অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিই কর্জ লইয়া থাকে এবং সদ্‌কা হয়ত প্রকৃত অভাবগ্রস্থদের হাতে নাও পড়িতে পারে।

চতুর্থ ঃ কর্জ পরিশোধের সময় এইরূপে ইহসান হইতে পারে- বিনা তাগাদায় শীঘ্র পরিশোধ করিবে, নিখুঁত মুদ্রা পাওনাদারের বাড়িতে যাইয়া নিজ হাতে দিবে এবং তাহাকে তোমার বাড়িতে ডাকিয়া আনিবে না।

হাদীস শরীফে আছে ঃ তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে কর্জ পরিশোধ করে। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে ঃ যে ব্যক্তি উত্তমরূপে পরিশোধের নিয়্যতে কর্জ গ্রহণ করে আল্লাহ (তাহার জন্য) কতিপয় ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তাহারা তাহার হিফাযত করিয়া থাকে এবং তাহার কর্জ পরিশোধ হইয়া যাওয়ার জন্য দু'আ করিতে থাকে।

করযদার ক্ষমতা সত্ত্বেও পাওনাদারের সম্মতি ব্যতীত পরিশোধে একঘন্টাকাল বিলম্ব করিলেও সে অত্যাচারী ও পাপী হইবে। রোযায়, নামাযে, নিদ্রায় যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তাহার উপর আল্লাহ্‌র লা'নত পড়িতে থাকিবে। ইহা এমন পাপ যে, নিদ্রিত অবস্থায়ও তাহার সঙ্গ ত্যাগ করে না। কর্জ পরিশোধের ক্ষমতা থাকার অর্থ কেবল নগদ টাকা-পয়সা থাকাই নহে; বরং যদি এমন কোন জিনিস থাকে যাহা বিক্রয় করত ঃ কর্জ পরিশোধ করা যায়, তাহা বিক্রয় করিয়া পরিশোধ না করিলেও পাপী হইবে। খারাপ মুদ্রা দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিলে পাওনাদার যদি অসন্তোষের সহিত গ্রহণ করে তবেও পাপী হইবে। তাহাকে সন্তুষ্ট না করা পর্যন্ত করযদার এই অত্যাচারের পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবে না। ইহা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। লোকে ইহাকে নগণ্য বলিয়া মনে করে।

পঞ্চম ঃ কায়-কারবার করিয়া যে ব্যক্তি অনুশোচনা করে, তাহার সহিত কারবার ভঙ্গ করিয়া তাহার দ্রব্য ফিরাইয়া দিবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুশোচনার কারণে) বেচাকেনা ভঙ্গ করে এবং মনে করে যে, আমি বেচাকেনাই করি নাই, আল্লাহ্ তাহার পাপকে এইরূপ মনে করিবেন যেন সে পাপই করে নাই।

এইরূপ স্থলে বেচাকেনা ভঙ্গ করা ওয়াজিব নহে। কিন্তু ইহা বড়ই সওয়াবের কাজ এবং ইহসানের অন্তর্ভুক্ত।

ষষ্ঠ ঃ অতি সামান্য জিনিস হইলেও এই নিয়মে অভাবগ্রস্তের নিকট ধারে বিক্রয় করিবে যে, মূল্য পরিশোধের ক্ষমতা না হওয়া পর্যন্ত তাহার নিকট চাহিবে না এবং অভাবগ্রস্ত অবস্থাই তাহার মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে মাফ করিয়া দিবে। পূর্বকালে কতক

লোক পাওনা টাকার স্মরণার্থে দুইটি খাতা রাখিতেন। একটি ছিল কেবল দরিদ্রের জন্য। ইহাতে তাহাদের কল্পিত নাম লিখিয়া রাখা হইত। আবার কতক লোক এইরূপ ছিলেন যাঁহারা দরিদ্রগণের নাম লিপিবদ্ধই করিতেন না। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের উদ্দেশ্য এই ছিল যে, তাহাদের মৃত্যুর পর যেন দরিদ্রের নিকট কেহই কিছু দাবী করিতে না পারে। প্রথমোক্ত লোকগণ উত্তম শ্রেণীর লোকের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গণ্য হইতেন না; বরং যাঁহারা দরিদ্রের নামের তালিকাই রাখিতেন না, তাঁহারা উত্তম শ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য হইতেন। দরিদ্রগণ দিয়া দিলে গ্রহণ করিতেন। অন্যথায় তাহাদের নিকট হইতে পাওয়ার আশা রাখিতেন না। ধর্মপরায়ণ লোকদের কায়-কারবার এইরূপই হইয়া থাকে।

পার্থিব কায়-কারবারই ধর্মপরায়ণ লোকগণকে তাঁহারা কোন স্তরে আছেন বুঝা যায়। আর ধর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত তাঁহারাই, যাঁহারা ধর্মের খাতিরে সন্দেহজনক একটি দিরহামের উপরও পদাঘাত করেন।

পঞ্চম অনুচ্ছেদ

পার্থিব ব্যাপারে ধর্মশক্তি ঃ পার্থিব কায়-কারবার যাহাকে পরকালের বিষয় হইতে উদাসীন করিয়া রাখে সে নিতান্ত হতভাগ্য। যে ব্যক্তি স্বর্ণ-পাত্রের বিনিময়ে মৃৎপাত্র গ্রহণ করে তাহার অবস্থা কিরূপ হইবে? দুনিয়া মৃৎপাত্রের ন্যায় মন্দ ও ক্ষণভঙ্গুর। পরকাল স্বর্ণ-পাত্রের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও দীর্ঘস্থায়ী, বরং চিরস্থায়ী। দুনিয়ার ব্যবসায় পরকালের পাথেয় হওয়ার উপযোগী নহে; বরং দুনিয়ার ব্যবসায় অবলম্বন করিলে দোযখের পথ হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সকল চেষ্টা চালাইয়া যাইতে হয়। ধর্ম ও পরকালই মানবের একমাত্র মূলধন। ইহা ভুলিয়া থাকা, ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট না হওয়া এবং কায়মনে ব্যবসায় ও কৃষিকার্যে আত্মনিয়োগ করা উচিত নহে। সাতটি বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে মানুষ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে।

প্রথম ঃ প্রত্যহ প্রাতে নেক নিয়্যত অন্তরে সম্বল করিয়া লইবে। এইরূপ নিয়্যত করিবে-নিজেকে ও নিজের পরিবারবর্গকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া না রাখার উদ্দেশ্যে উপার্জন করিবার জন্য আমি বাজারে যাইতেছি আর তাহাদের যেন লোভ না থাকে, শুধু এই পরিমাণ জীবিকা উপার্জনের ইচ্ছা করি। যেন, নির্বিঘ্নে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আল্লাহ্‌র ইবাদতে লিপ্ত থাকিতে ও পরকালের পথে চলিতে পারি। আরও নিয়্যত করিবে- অদ্য আমি আল্লাহ্‌র বান্দাগণের সহিত সদয় ব্যবহার ও তাহাদের হিতসাধন করিব এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করিয়া চলিব। তৎসঙ্গে সৎকর্মে আদেশ এবং অসৎকর্মে প্রতিরোধের নিয়্যতও করিবে। তদুপরি এইরূপ নিয়্যতও করিবে যে, কেহ কোন পাপ করিলে

www.BANGLAKITAB.com

তাহাকে ইহা হইতে নিবৃত্ত রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং উক্ত পাপ কার্যে তুমি সম্মত থাকিবে না। এই সমস্ত নিয়্যত পরকালের কার্যের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ধর্ম-কর্মে যে মুনাফা হইল তাহাই নগদ। তৎসঙ্গে পার্থিব যে লাভ হইল ইহাকে অতিরিক্ত লাভ মনে করিবে।

দ্বিতীয় ঃ অন্ততপক্ষে হাজার লোকের মধ্যে প্রত্যেকে তাহাদের কোন না কোন একটি জরুরী কার্য অবলম্বন না করিলে জীবিকা নির্বাহ অসম্ভব হইয়া উঠে। উদাহরণস্বরূপ, রুটি প্রস্তুতকারক, কৃষক, তাঁতী, কামার, কুমার এবং অন্যান্য শিল্পী সকলেই নিজ নিজ কাজ করে বটে। কিন্তু প্রত্যেকের জরুরী অভাব পূরণের জন্য তাহাদের প্রত্যেকেই একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। সকলেই তাহার কাজ করুক, সকলের দ্বারাই তাহার উপকার হউক এবং অপর কেহই তাহার দ্বারা উপকৃত না হউক, এইরূপ মনোভাব সঙ্গত নহে। এই দুনিয়াতে সকলেই মুসাফিরের ন্যায় এবং একে অন্যের সাহায্য করা প্রত্যেক মুসাফিরের কর্তব্য। আর এইরূপ নিয়্যত করিবে ঃ আমি এই জন্য বাজারে যাই যে, অপর মুসলমান ব্যবসায়ী, তাঁতী, কৃষক, শিল্পী প্রভৃতির কাজ দ্বারা যেমন আমি উপকৃত হই, আমিও তদ্রূপ কোন না কোন কাজ করিব যদ্বারা অপর মুসলমান উপকৃত হয় এবং আরাম পায়। কারণ, সকল জরুরী পেশাই ফরযে কিফায়া (অর্থাৎ সকলের উপর ফরয; কিন্তু কেহ পালন করিলেই সকলে এই কর্তব্যের দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পায়)। আর এই ফরযে কিফায়ার কোন না কোন একটি প্রতিপালন করিবার নিয়্যত করিবে। মানব জাতির যাহার আবশ্যকতা রহিয়াছে এবং যাহা না হইলে মানুষের কার্যে বিঘ্ন ঘটে, এমন কোন পেশা অবলম্বন করিলেই এই নিয়্যতের সততা প্রকাশ পায়। স্বর্ণকার, চিত্রকর, চূণচিত্রকর এবংবিধ কোন শিল্পীর কাজ অবলম্বন করিলে উক্ত নিয়্যতের সততা প্রকাশ পায় না। কারণ, এই সমস্ত কার্যে দুনিয়ার সাজ-সজ্জা বৃদ্ধি পায় মাত্র, এইগুলির কোন আবশ্যকতা নাই। এই শ্রেণীর কার্য জায়েয হইলেও অবলম্বন না করাই ভাল, পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক ও স্বর্ণের অলঙ্কার তৈয়ার করাও হারাম।

নিম্নলিখিত পেশাসমূহকে পূর্বকালীন বুযর্গগণ মাকরূহ (ঘৃণ্য) বলিয়া মনে করিতেন। যথা ঃ (১) খাদ্য-শস্য বিক্রয়, (২) কাফন বিক্রয়, (৩) কসাইয়ের ব্যবসা, (৪) পয়সা লইয়া মুদ্রা ভাঙ্গাইবার কাজ; ইহাতে সুদ হইতে আত্মরক্ষা দুষ্কর, (৫) অস্ত্র চিকিৎসা, সম্ভাবনার উপর নির্ভর করিয়া অস্ত্রপচার করা হয়। ইহাতে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এইজন্যই ইহা মাকরূহ, (৬) ঝাড়ুদাড়ি, (৭) প্রাণীর চর্ম পরিষ্কার করা; এই দুই কার্যে বস্ত্র পবিত্র রাখা কঠিন এবং ইহাতে মনের নীচতা প্রমাণিত হয়। (৮) রাখালী ও সহিস; ইহাও তদ্রূপ, (৯) দালালী, ইহার অবস্থাও তদ্রূপ। কারণ ইহা করিলে বেহুদা কথা হইতে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব।

হাদীস শরীফে আছে ঃ বস্ত্র-ব্যবসায় সর্বোৎকৃষ্ট তেজারত এবং সর্বোৎকৃষ্ট শিল্প সেলাই-কার্য অর্থাৎ চর্মের পোশাক সেলাই করা। হাদীস শরীফে উক্তি আছে ঃ বেহেশতে কোন ব্যবসায় থাকিলে বস্ত্র-ব্যবসায় থাকিত এবং দোযখে কোন ব্যবসা থাকিলে সররাফী অর্থাৎ পয়সা লইয়া মুদ্রা ভাঙ্গাইবার ব্যবসায় থাকিত।

চারিটি কাজকে লোকে নিচু বলিয়া মনে করে। যথা ঃ (১) বস্ত্রবয়ন, (২) তূলা বিক্রয়, (৩) সূতা কাটা ও (৪) শিক্ষকতা। শেষোক্ত কার্যটি নিচ বিবেচনা করার কারণ এই যে, শিক্ষকদিগকে সাধারণত ঃ অল্পবুদ্ধি ছাত্র-ছাত্রী লইয়া কাজ করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি অল্পবুদ্ধি লোকদের সহিত মেলামেশা করে, তাহার বুদ্ধিও কমিয়া যায়।

তৃতীয় ঃ দুনিয়ার বাজার যেন আখিরাতের বাজার হইতে বিরত না রাখে। মসজিদই আখিরাতের বাজার। আল্লাহ বলেন ঃ

لَا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ –

ব্যবসায়-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় তাহাদিগকে আল্লাহ্‌র স্মরণ হইতে বিরত রাখে না।

পার্থিব কার্যে লিপ্ত হইয়া আল্লাহকে ভুলিয়া যাওয়া বড়ই ক্ষতির কারণ।

হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হে ব্যবসায়িগণ! দিনের প্রথম অংশ পরকালের কাজের জন্য এবং শেষ অংশকে সাংসারিক কাজের জন্য নির্ধারিত করিয়া লও। পূর্বকালীন বুযর্গগণ সকাল-সন্ধ্যায় পরকালের কার্যে রত থাকিতেন, মসজিদে আল্লাহ্‌র যিকির ও ওজীফায় মগ্ন থাকিতেন অথবা ইলমের জলসায় উপস্থিত থাকিতেন। এই সময় লোকে মসজিদে উপস্থিত থাকিত বলিয়া বালক ও অমুসলমানগণ হারিসা ও খরভাজা বিক্রয় করিত। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ফেরেশতাগণ যে আমলনামা আসমানে লইয়া যায়, তাহাতে দিবসের প্রথমভাগে ও শেষভাগে কৃত মানবের নেক কাজ লিপিবদ্ধ থাকিলে ইহার মধ্যভাগে কৃত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন। হাদীস শরীফে আরও বর্ণিত আছে যে, দিবা-রাত্রির ফেরেশতা সকাল ও সন্ধ্যায় পরস্পর সাক্ষাত করিয়া প্রস্থান করে। আল্লাহ তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা আমার বান্দাকে কি অবস্থায় দেখিয়া আসিলে? তখন যদি তাহারা বলে, হে আল্লাহ! আসিবার সময় তাহাকে নামাযে রত দেখিয়াছি এবং যাইয়াও তাহাকে নামায পড়িতে দেখিয়াছি, তবে আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাহাকে মাফ করিয়া দিলাম। সুতরাং আযান শোনামাত্র হাতের কাজ পরিত্যাগপূর্বক তৎক্ষণাৎ মসজিদে চলিয়া যাওয়া উচিত।

তাফ্‌সীরে বর্ণিত আছে যে, উক্ত আয়াতে যাহাদের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কর্মকারের ব্যবসা করিতেন, তিনি তপ্ত লৌহে আঘাত করিবার জন্য

www.BANGLAKITAB.com

হাতুড়ী উত্তোলন করিয়াছেন এমন সময় আযানের শব্দ শোনামাত্র আঘাত না করিয়া নামাযের জন্য ধাবিত হইতেন এবং চর্মকার চর্মের মধ্যে সূচ প্রবেশ করাইয়াছেন এমতাবস্থায় আযানের শব্দ শোনামাত্র সূচ বাহির না করিয়াই নামাযের জন্য ছুটিয়া যাইতেন।

চতুর্থ ঃ বাজারে অবস্থানকালেও আল্লাহ্‌র যিকির ও তাস্‌বীহ হইতে উদাসীন থাকিবে না এবং যথাসম্ভব হৃদয় ও মুখকে বেকার না রাখিয়া আল্লাহ্‌র যিকিরে লিপ্ত রাখিবে। আর ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইবে যে, ক্ষণিকের জন্য আল্লাহ্‌র যিকির হইতে অমনোযোগী হইয়া যে লাভ হইতে বঞ্চিত হইবে, সমগ্র পৃথিবীও ইহার তুলনায় অতি নগণ্য এবং গাফিলদের মধ্যে আল্লাহ্‌র যে যিকির হইয়া থাকে ইহার সওয়াব অত্যন্ত অধিক।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ গাফিলদের (অমনোযোগীদের) মধ্যে থাকিয়া আল্লাহ্‌র যিক্‌রকারী শুষ্ক বৃক্ষরাজির মধ্যে জীবন্ত সবুজ বৃক্ষ সদৃশ এবং মৃত লোকদের মধ্যে জীবিত ও যুদ্ধ পলাতক সৈন্যদের মধ্যে রণবিজয়ী বীর সৈন্য তুল্য। তিনি আরও বলেন, যে ব্যক্তি বাজারে যাইয়া পড়ে-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لَّا يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

আল্লাহ্ ব্যতীত কোন মাবুদ নাই। তিনি একক; তাঁহার কোন শরীক নাই। তাঁহারই সর্বব্যাপী আধিপত্য, সর্বপ্রকার প্রশংসা তাঁহারই। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি চিরঞ্জীব, কখনই মরিবেন না। তাঁহারই হাতে যাবতীয় মঙ্গল এবং তিনিই সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল।

- তাহার আমলনামায় হাজার হাজার সওয়াব লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে।

হযরত যুনাইদ বোগদাদী (র) বলেন ঃ বাজারে এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সূফীদিগকে কানে ধরিয়া উঠাইয়া দিয়া তাঁহাদের আসনে বসিবার উপযুক্ত। তিনি আরও বলেন ঃ আমি এমন ব্যক্তিকে চিনি যিনি বাজারে থাকিয়াও প্রত্যহ তিনশত রাকাত নফল নামায ও ত্রিশ হাজার তস্‌বীহ পড়িয়া থাকেন। আলিমদের মতে এই বাক্যে তিনি নিজেকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন। মোটকথা, যে ব্যক্তি প্রয়োজনের তাড়না হইতে নির্মুক্ত থাকিয়া ধর্ম-কর্মে লিপ্ত থাকার উদ্দেশ্যে জীবিকা অর্জনের জন্য বাজারে গমন করেন, তিনি এইরূপই হইয়া থাকেন এবং জীবনের আসল উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত কখনই ভুলিয়া থাকেন না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য বাজারে যায়, তদ্দ্বারা এই মহান কার্য সম্পন্ন

হইতে পারে না; বরং সে মসজিদে নামায পড়িতে থাকিলেও তাহার মন পেরেশান এবং দোকানের হিসাব-নিকাশই মশগুল থাকে।

পঞ্চম ঃ বাজারে অধিকক্ষণ থাকিবার ইচ্ছা করিবে না। সকলের আগে যাইয়া সকলের শেষে ফিরিয়া আসার নামই অধিকক্ষণ থাকা। দূর-দূরান্ত সফর বা সমুদ্রযাত্রা করিবে না। চরম লোভের বশবর্তী হইয়াই ব্যবসায় উপলক্ষে লোকে এই প্রকার সফর করিয়া থাকে। হযরত মু'আয ইব্‌ন যাবাল (রা) বলেন ঃ ইব্‌লীসের যলম্বুর নামক এক পুত্র আছে। পিতার প্রতিনিধিরূপে সে বাজারে বাজারে থাকে। ইব্‌লীস তাকে শিক্ষা দেয়, তুই বাজারে যাইয়া মানুষকে মিথ্যা, প্রতারণা, ফন্দি, দাগাবাজি ও কসম খাওয়ার প্রতি উৎসাহিত করিতে থাকিবি এবং যে ব্যক্তি সকলের আগে বাজারে যায় ও সকলের পরে ফিরিয়া আসে তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিবি।

হাদীস শরীফে আছে ঃ নিকৃষ্টতম স্থান বাজার এবং বাজারীদের মধ্যে যে সর্বাগ্রে বাজারে যায় ও সর্বশেষে তথা হইতে ফিরিয়া আসে সেই নিকৃষ্টতম। সুতরাং দোকানদারের নিজেদের উপর অবশ্য কর্তব্য করিয়া লওয়া উচিত যে, ইলমের মজলিস, প্রত্যুষের ওজীফা ও নামায সমাধার পূর্বে যেন তাহারা বাজারে না যায়। আর সেই দিনের ব্যয় নির্বাহপোযোগী লাভ হইলেই বাজার হইতে প্রত্যাবর্তন করা উচিত। তৎপর পরকালের সম্বল সংগ্রহের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। কারণ পরকালের জীবন অতি দীর্ঘ ও ইহার সম্বলের আবশ্যকতাও অত্যাধিক এবং মানুষ পরকালের সম্বলে নিতান্ত রিক্তহস্ত ও নিঃস্ব।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র)-র উস্তাদ হযরত হাম্মাদ ইব্‌ন সাল্‌মা (র) চাদরের ব্যবসা করিতেন। দুই হাব্বা পরিমাণ লাভ হইলেই তিনি দোকান- পাট বন্ধ করত ঃ গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন বিশার (র) হযরত ইবরাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (র)-কে বলিলেন ঃ আমি অদ্য মাটির কাজে যাইতেছি। তিনি বলিলেন ঃ হে ইব্‌ন বিশার! তুমি জীবিকা অন্বেষণ কর, আর মৃত্যু তোমাকে অন্বেষণ করে। যে তোমাকে অন্বেষণ করে তাহার কবল হইতে তুমি রক্ষা পাইবে না। কিন্তু তুমি যাহা অন্বেষণ কর তাহা তুমি না-ও পাইতে পার। তবে তুমি হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে, সচেষ্ট ব্যক্তি বঞ্চিত থাকে না এবং অলস ব্যক্তি জীবিকাপ্রাপ্ত হয় না। ইব্‌ন বিশার (র) বলেন ঃ আমি মাত্র এক দাঙ্গের মালিক। ইহা ব্যতীত আমার আর কিছুই নাই। ইহাও আবার এক দোকানদারকে ধার দেওয়া হইয়াছে। ইহা শুনিয়া হযরত ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আদ্‌হাম (র) বলেন ঃ তোমার ঈমানদারীর প্রতি আফসোস্। এক দাঙ্গের অধিকারী হইয়াও মাটির কাজে যাইতেছ! (আরব দেশীয় 'হাব্বা' এবং পারস্য দেশীয় 'দাঙ্গ' আমাদের দেশের পয়সার ন্যায় নিম্নতম মূল্যের মুদ্রা)।

www.BANGLAKITAB.com

পূর্বকালীন বুযর্গগণের কেহ কেহ উপার্জনের জন্য সপ্তাহে দুই দিনের অধিক বাজারে যাইতেন না। আবার কেহ কেহ প্রত্যহ যাইতেন বটে, কিন্তু জুহরের নামাযের সময় দোকান-পাট বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতেন। আবার কেহ কেহ আসরের নামায পর্যন্ত বাজারে থাকিতেন। কিন্তু সকলেই দৈনিক জীবিকা নির্বাহোপযোগী উপার্জন হওয়ামাত্র বেচাকেনা বন্ধ করিয়া মসজিদে চলিয়া যাইতেন।

ষষ্ঠ ঃ সন্দেহযুক্ত মাল হইতে দূরে থাকিবে। হারাম মাল গ্রহণের ইচ্ছা করিলে ফাসিক ও গুনাহগার হইবে। কোন জিনিসে সন্দেহ জাগিলে তৎসম্বন্ধে অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি নিজ অন্তরের নিকট ফতওয়া চাহিবে, মুফতীগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে না। তবে এইরূপ অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন লোক অতি বিরল। অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির অন্তর যাহা গ্রহণে ইতস্ততঃ করে তাহা ক্রয় করিবে না। অত্যাচারী ও তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট লোকের সহিত বেচাকেনা করিবে না। অত্যাচারীর নিকট বাকীতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। কারণ, অত্যাচারী ব্যক্তি মূল্য পরিশোধ না করিয়া মরিয়া গেলে পাওনাদারের মনে কষ্ট হইবে। কিন্তু অত্যাচারী ব্যক্তির মৃত্যুতে দুঃখিত ও তাহার ঐশ্বর্যে আনন্দদিত হওয়া সঙ্গত নহে। যে জিনিস অত্যাচারীর হস্তগত হইলে অত্যাচার কার্যে সহায়তা হইবে বলিয়া জানা যায়, তাহা তাহার নিকট বিক্রয় করিবে না। বিক্রয় করিলে বিক্রেতাও অত্যাচারে শরীক বলিয়া গণ্য হইবে। যেমন, অত্যাচারীর নিকট কাগজ বিক্রয় করিলে পাপী হইবে। মোটকথা, সকলের সহিত কায়-কারবার করিবে না; বরং কায়-কারবারের উপযোগী লোক তালাশ করিয়া লইবে।

আলিমগণ বলেন ঃ এমন এক যামানা ছিল যখন বাজারে যাইয়া 'কাহার সহিত কায়-কারবার করিব' জিজ্ঞাসা করা হইলে লোকে বলিত, যাহার সহিত ইচ্ছা কারবার করিতে পার; সকলে সৎলোক। তৎপর এক যামানা আসিল যখন ঐ প্রশ্নের উত্তরে লোকে বলিত, অমুক অমুক ব্যতীত সকলের সহিতই কারবার করিতে পার। অনন্তর এক যামানা আসিল যখন উক্ত প্রশ্নের উত্তরে লোকে বলে, অমুক অমুক ব্যতীত আর কাহারও সহিত কারবার করিও না। আশংকা হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন এক যামানা আসিবে যখন কারবার উপযোগী একজন লোকও পাওয়া যাইবে না। ইহাতো আমাদের যামানার পূর্বের লোকদের উক্তি ছিল। সম্ভবতঃ আমাদের সময়ে এই অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, লোকে কায়-কারবারে হালাল-হারামের পার্থক্য একেবারে উঠাইয়া দিয়াছে। আর অর্ধ শিক্ষিত ও ধর্ম-বিষয়ে অপরিপক্ক আলিমগণকে বলিতে শোনা যায় যে, দুনিয়ার সমস্ত মালই একরূপ হইয়া পড়িয়াছে এবং সবই হারামের মাল। সুতরাং হারাম-হালালে সতর্কতা অবলম্বন বর্তমানে সম্ভব নহে। এবংবিধ বাজে উক্তির ফলে

হারাম কায়-কারবারে মানুষের দুঃসাহসিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহা নিতান্ত অন্যায়। অপরিপক্ক আলিমদের এই সকল উক্তি সত্য নহে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ ইনশাআল্লাহ অত্র পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়ে 'হালাল-হারামের পরিচয়' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হইবে।

সপ্তম ঃ যাহার সহিত কারবার কর তাহার সঙ্গে কথাবার্তা, কাজ-কর্ম ও আদান-প্রদানের হিসাব-নিকাশ যথাযথভাবে ঠিক করিয়া রাখিবে। আর দৃঢ় বিশ্বাস রাখিবে যে, তুমি যত লোকের সহিত কায়-কারবার করিয়াছ, কিয়ামত দিবস তোমাকে তাহাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান করাইয়া তোমার নিকট হইতে হিসাব গ্রহণ করা হইবে এবং ন্যায় বিচার করা হইবে।

এক যুবর্গ এক ব্যবসায়ীকে স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ আল্লাহ্ তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিলেন? সে ব্যক্তি উত্তর করিল ঃ পঞ্চাশ হাজার খাতা আমার সম্মুখে উপস্থিত করা হইয়াছে। আমি নিবেদন করিলাম, হে আল্লাহ, এই সকল খাতাপত্র কিসের? উত্তর আসিল, তুমি পঞ্চাশ হাজার লোকের সহিত কারবার করিয়াছিলে। তাহাদের প্রত্যেকের এক-একটি খাতা। তৎসহ সেই ব্যক্তি উক্ত বুযর্গের নিকট বলিল ঃ আমি দেখিতে পাইলাম, যাহার সহিত আমি যে কার্য করিয়াছি তাহা অবিকল উক্ত খাতাসমূহে আগা-গোড়া লিপিবদ্ধ রহিয়াছে।

মোটকথা, প্রতারণা করিয়া কাহারও ক্ষতি করিয়া থাকিলে তাহার এক কপর্দকের জন্যও তোমাকে ধরা হইবে এবং ইহা পরিশোধ না করা পর্যন্ত কিছুতেই তুমি অব্যাহতি পাইবে না।

কায়-কারবার সম্পর্কে পূর্বকালীন বুযর্গগণের আচরণ ও শরীয়তের পন্থা উপরে বর্ণিত হইল। উহা আজকাল পরিত্যক্ত হইয়াছে। পূর্বকালীন বুযর্গগণের আচরণসম্মত ও শরীয়তসঙ্গত কায়-কারবার ও উহার শিক্ষা অধুনা লোকে ভুলিয়া গিয়াছে। যে ব্যক্তি উহার একটি নিয়মও প্রতিপালন করে, সে অসীম সওয়াব পাইবে। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তোমরা যেরূপ সাবধানতা অবলম্বন কর যে ব্যক্তি উহার দশমাংশ করিবে উহাই তাহার জন্য যথেষ্ট হইবে, এমন এক যমানা আসিবে, সাহাবা (রা)-গণ নিবেদন করিলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! ইহার কারণ? তিনি বলেন ঃ পুণ্য কার্যে তোমরা পরস্পর সাহায্য করিয়া থাক। এইজন্য ইহা তোমাদের পক্ষে সহজসাধ্য। আর ঐ সকল লোকের বন্ধু ও সাহায্যকারী থাকিবে না এবং (ধর্মে-কর্মে) উদাসীনদের মধ্যে তাহারা হইবে গরীব।

এই হাদীসখানা এ স্থলে আনয়ণের উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি উহা অবগত হইবে, সে নিরাশ হইবে না এবং এই কথা বলিবে না যে, এত সব সতর্কতা অবলম্বন

www.BANGLAKITAB.com

কিরূপে সম্ভব হয়; বরং বর্তমান যমানায় যতটুকু পারা যায়, তাহাই অধিক। কিন্তু যাহার বিশ্বাস আছে যে, পরকাল ইহকাল হইতে উৎকৃষ্ট, সে উল্লিখিত যাবতীয় সতর্কতাই অবলম্বন করিতে পারে। কারণ, সতর্কতার দরুন দরিদ্রতা ও অভাব ব্যতীত আর কিছুই সৃষ্টি না হইলেও যে দরিদ্রতার ফলে চিরস্থায়ী বাদশাহী লাভ হয় এমন দরিদ্রতা মানুষ হৃষ্ট চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারে। কেননা, দুনিয়ার ধন-দৌলত এবং রাজত্ব লাভের অনিশ্চিত আশায় দূর-দূরান্ত সফরের কত দুঃখ-কষ্টই না মানুষ সহ্য করিয়া থাকে! অথচ মৃত্যু আসিয়া পড়িলে সবই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। এমতাবস্থায় পরকালের বাদশাহী লাভের উদ্দেশ্যে যে আচরণ অন্যের নিকট হইতে পাইতে পছন্দ কর না, তাহা অপরের জন্য পছন্দ না করা তেমন কোন বড় কাজ নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়ের পরিচয়

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَّمُسْلِمَةٍ-

হালাল রুযী অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর প্রতি ফরয।

সুতরাং হালালের পরিচয় না জানিলে ইহা অন্বেষণ করিতে পারিবে না। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হালাল সুস্পষ্ট ও হারাম সুস্পষ্ট। আর এই উভয়ের মধ্যে জটিল ও অপ্রকাশ্য সন্দেহযুক্ত বিষয়সমূহ রহিয়াছে। যে ব্যক্তি ইহাদের নিকটবর্তী হইবে; তাহার হারামে পতিত হওয়ার আশংকা রহিয়াছে।

হালাল, হারাম ও সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি জানিয়া লওয়া গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা। 'ইহয়াউল উলূম' গ্রন্থে এ সম্বন্ধে যেরূপ বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি তদ্রূপ অপর কোন গ্রন্থে পাওয়া যাইবে না এবং সাধারণ লোকের যতটুকু বোধগম্য হয় ততটুকু এই গ্রন্থে চারটি অনুচ্ছেদে ইনশাআল্লাহ বর্ণনা করিব।

প্রথম অনুচ্ছেদ

হালাল রুযী অন্বেষণের ফযীলত ও সওয়াব ঃ আল্লাহ্ বলেন ঃ

يَاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا-

হে রাসূলগণ! হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ কর এবং নেক কাজ কর।

এই জন্যই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ হালাল রুযী অন্বেষণ করা মুসলমানের উপর ফরয। তিনি আরও বলেন ঃ যে হালাল বস্তুতে হারামের সংমিশ্রণ নাই, যে ব্যক্তি এমন হালাল দ্রব্য একাধারে চল্লিশ দিন আহার করে, আল্লাহ তাহার হৃদয়কে জ্যোতিষ্মান করিয়া দেন এবং হিকমতের উৎস তাহার হৃদয় হইতে প্রবাহিত করিয়া দেন। অপর এক রিওয়ায়েতে আছে, দুনিয়ার মহব্বত তাহার হৃদয় হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। অন্যতম সাহাবী হযরত সা'আদ (রা) নিবেদন করিলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! এরূপ দু'আ করুন, আমি যে বিষয়ে দু'আ করি তাহাই যেন কবূল হয়। তিনি বলিলেন ঃ দু'আ কবূল হওয়ার জন্য হালাল বস্তু ভক্ষণ কর।

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ এমন অনেক লোক আছে, যাহাদের খাদ্য ও বস্ত্র তো হারামের; আবার তাহারা হাত উঠাইয়া দু'আ করে। এইরূপ দু'আ কখনও কবূল হইবে? (অর্থাৎ কখনই কবূল হইবে না)। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র এক ফেরেশতা বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করেন। তিনি প্রত্যেক রাত্রে ঘোষণা করেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করিবে আল্লাহ না তাহার ফরয ইবাদত কবূল করিবেন, না সুন্নত।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়া কোন বস্ত্র খরিদ করে এবং তন্মধ্যে এক দিরহাম হারামের থাকে তবে যতক্ষণ সেই বস্তু তাহার পরিধানে থাকিবে ততক্ষণ তাহার নামায কবূল হইবে না। তিনি বলেন ঃ দেহের মাংস হারাম ভক্ষণে পয়দা হয় তাহা দোযখের আগুনে দগ্ধ হইবে। তিনি বলেন যে, কোথা হইতে মাল উপার্জন করে (হারাম, কি হালাল উপায়ে) এ সম্বন্ধে যাহার কোন উৎকণ্ঠা নাই, দোযখে কোন্ দিক দিয়া তাহাকে নিক্ষেপ করিবেন, এ সম্বন্ধে আল্লাহ্ কোন পরওয়া করিবেন না। তিনি বলেন, ইবাদতের দশটি ভাগ আছে; তন্মধ্যে নয় ভাগই হইল কেবল হালাল রুযী অন্বেষণ করা। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি হালাল জীবিকা অন্বেষণ করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করে, শয্যা গ্রহণের সময় তাহার সমস্ত পাপ মার্জিত হইয়া থাকে এবং সকালে সে যখন নিদ্রা হইতে জাগ্রত হয় তখন আল্লাহ্ তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি হারাম হইতে নিবৃত থাকে, তাহার হিসাব গ্রহণে আমার লজ্জা করে। তিনি বলেন সুদের এক দিরহামের পাপ মুসলমান অবস্থায় ত্রিশবার ব্যাভিচারের পাপ অপেক্ষা অধিক। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারামের মাল উপার্জন করে, সে দান করিলে ইহা কবূল হয় না এবং সঞ্চয় করিয়া রাখিলে ইহা তাহাকে দোযখের দ্বারদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়।

হযরত আবূ বকর (রা) একবার এক গোলামের হাত হইতে দুধের শরবত পান করিলেন। তৎপর তিনি জানিতে পারিলেন যে, সেই শরবত হালাল উপায়ে অর্জিত ছিল না। তৎক্ষণাৎ কণ্ঠনালীতে অঙ্গুলী প্রবেশ করাইয়া তিনি এমনভাবে বমি করিতে লাগিলেন যে, ইহার প্রচণ্ডতায় ও কষ্টে তাহার মৃত্যু ঘটিবার উপক্রম হইল এবং তৎপর তিনি মুনাজাত করিয়াছিলেন ঃ ইয়া আল্লাহ্! শরবতের যে অংশটুকু আমার শিরাসমূহে লাগিয়া রহিয়া গেল এবং বমনে বাহির হইল না তজ্জন্য আমি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি। হযরত উমর (রা) একদা এরূপই করিয়াছিলেন। কারণ, লোকে ধোকা দিয়া তাঁহাকে সদকার দুগ্ধ পান করাইয়াছিল। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা) বলেন, নামায পড়িতে পড়িতে তুমি যদি কুঁজো হইয়া যাও এবং রোযা রাখিতে রাখিতে কেশের ন্যায় ক্ষীণ ও কৃশ হইয়া পড় তথাপি হারাম পরিত্যাগ না করা পর্যন্ত এই রোযা-নামাযে কোনই ফল পাইবে না এবং উহা কবূলও হইবে না।

হযরত সুফিয়ান সওরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম মাল হইতে দান করে সে এমন ব্যক্তি সদৃশ যে নাপাক বস্ত্র পেশাব দ্বারা ধৌত করে যাহাতে উহা অধিকতর নাপাক হইয়া পড়ে। হযরত ইয়াহইয়া ইব্‌ন মু'আয (রা) বলেন ঃ ইবাদত আল্লাহ্‌র ধন-ভাণ্ডার। দু'আ ইহার চাবি এবং হালাল খাদ্য এই চাবির দাঁত। হযরত সহল তস্‌তরী (র) বলেন ঃ চারিটি উপায় ব্যতীত কেহই ঈমানের হাকীকত উপলব্ধি করিতে পারে না। যথা ঃ (১) সুন্নত প্রণালীতে সকল কার্য সম্পন্ন করা। (২) পরহিযগারীর নীতি অনুসারে হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা। (৩) দেহ ও মন দ্বারা যে সমস্ত মন্দ কার্য সম্পন্ন হয় তৎসমুদয় পরিত্যাগ করা। (৪) মৃত্যু পর্যন্ত এই নীতিগুলির উপর দৃঢ়পদ থাকা। বুযর্গগণ বলেন ঃ যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন সন্দেহযুক্ত খাদ্য ভক্ষণ করিবে তাহার হৃদয় কালিমাময় হইয়া যাইবে। হযরত ইব্‌ন মুবারক (র) বলেন ঃ সন্দেহযুক্ত এক-এক কপর্দক ইহার প্রকৃত মালিকের নিকট ফিরাইয়া দেওয়াকে আমি লক্ষ মুদ্রা দান করা অপেক্ষা অধিক পছন্দ করি। হযরত সহল তস্‌তরী (র) বলেন ঃ যে ব্যক্তি হারাম ভক্ষণ করে, সে ইচ্ছা করুক বা না করুক, তাহার সমস্ত শরীর পাপে জড়িত হইয়া পড়ে। আর যে ব্যক্তি হালাল ভক্ষণ করে তাহার সর্বাঙ্গ ইবাদতে মগ্ন থাকে এবং নেক কার্য করিবার শক্তি সর্বদা তাহার অনুকূলে ও সহায়ক থাকে।

এই বিষয়ে বহু হাদীস ও বুযর্গানে দীনের উক্তি বিদ্যমান আছে। এই জন্যই মুত্তাকী পরহিযগার ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন। তন্মধ্যে হযরত ওহাব ইব্‌ন ওয়ার্‌দ কোন জিনিস ইহার প্রকৃত অবস্থা না জানা পর্যন্ত ভক্ষণ করিতেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, ইহা কিরূপ এবং কোথা হইতে উপার্জিত হইয়াছে? একদা তাঁহার মাতা তাঁহাকে এক পেয়ালা দুগ্ধ পান করিতে দিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ এই দুধ কোথা হইতে আসিল ? ইহার মূল্য আপনি কোথা হইতে দিলেন? কাহার নিকট হইতে খরিদ করিলেন? এই প্রশ্নগুলির উপযুক্ত উত্তর পাওয়ার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ যে ছাগলের এই দুধ ইহা কোথা হইতে ঘাস খাইয়াছে? অপর মুসলমানগণের কোন হক আছে, এমন স্থানে কি ইহা চরিয়াছে? মোটকথা উক্ত দুধ তিনি পান করিলেন না। তাঁহার মাতা দু'আ করিয়া বলিলেন ঃ বৎস! পান কর, আল্লাহ্ তোমার উপর রহমত করুন। তিনি উত্তরে বলিলেন ঃ আল্লাহ রহমত করিলেও আমি উহা পান করিতে চাহি না। কারণ, পান করিলে এই পাপের সহিত তাঁহার রহমত লাভ করিব। ইহা আমি পছন্দ করি না।

হযরত বিশরে হাফী (র) অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করিতেন; একদা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ আপনি কোথা হইতে আহার করেন? তিনি বলিলেন ঃ অপর লোক যেখান হইতে আহার করিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি আহার করিয়া ক্রন্দন

www.BANGLAKITAB.com

করে এবং যে ব্যক্তি আহার করিয়া আনন্দ করে, এতদুভয়ের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রহিয়াছে। তিনি আরও বলেন ঃ হাত খুব খাট এবং লুকমা খুব ছোট হওয়াতে কোন ক্ষতি নাই।

দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ

হালাল-হারামে পরহিযগারীর শ্রেণীভেদ ঃ হালাল ও হারামের বহু শ্রেণী আছে এবং সব শ্রেণী এক রকমের নহে। কোনটি মাত্র হালাল, কোনটি পবিত্র হালাল, আবার কোনটি অধিকতর পবিত্র হালাল। তদ্রূপ হারামের মধ্যেও কোনটি সাধারণ হারাম, কোনটি জঘন্য হারাম, আবার কোনটি জঘন্যতম হারাম। যেমন কোন রোগ গরমে বৃদ্ধি পাইলে যে বস্তু অধিক গরম তাহা ব্যবহারে অধিক ক্ষতি হইয়া থাকে এবং গরমেও শ্রেণীভেদ আছে। কারণ, মধু উষ্ণতায় চিনির সমান নহে। হারামও তদ্রূপ। হারাম ও সন্দেহযুক্ত বস্তু হইতে বাঁচিয়া থাকার ব্যাপারে মুসলমানগণ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

প্রথম শ্রেণী ঃ পরহিযে আব্দুল এবং ইহা সাধারণ মুসলমানের পরিহিযগারী। ইহা হইল যাহা প্রকাশ্য ফিকাহ শাস্ত্রের বিধান ও ফতওয়া অনুসারে হারাম, তাহা হইতে বাঁচিয়া থাকা। ইহা পরহিযগারীর সর্বনিম্ন শ্রেণী। যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর পরহিযগারী অবলম্বনে বিরত থাকিবে তাহার ন্যায়-পরায়ণতা বিনষ্ট হইবে এবং সে ফাসিক ও গুনাহগার বলিয়া গণ্য হইবে। এই শ্রেণীর লোকও কতিপয় উপশ্রেণীতে বিভক্ত। কারণ, কাহারও মাল মালিকের সম্মতিক্রমে নাজায়েয উপায়ে গ্রহণ করা হারাম এবং বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া অধিকতর হারাম। আবার কোন ইয়াতীম বা দরিদ্রের নিকট হইতে বলপূর্বক কাড়িয়া লইলে আরও জঘন্য হারাম হইবে। আর সুদঘটিত নাজায়েয পন্থায় কোন জিনিস গ্রহণ করিলে জঘন্যতম হারাম হইবে যদিও সর্বশ্রেণীর হারামই হারাম নামে অভিহিত। যে জিনিস যত অধিক হারাম ইহাতে পারলৌকিক ক্ষতির আশঙ্কাও তত অধিক এবং ক্ষমা-প্রাপ্তির আশাও তত কম। যেমন মধু সেবনে রোগীর যত অধিক ক্ষতি হয়, মিশ্রি ও চিনি খাইলে তাহার তত ক্ষতি হয় না। আবার মধু অধিক পরিমাণে পান করিলে যত ক্ষতি হয়, অল্প পরিমাণে পান করিলে তত ক্ষতি হয় না।

যিনি ফিকাহ শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন, তিনি হালাল হারাম সম্বন্ধে বিস্তারিত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। সমস্ত ফিকাহ শাস্ত্র অধ্যয়ন করা সকলের জন্য ওয়াজিব নহে। কারণ যাহার জীবিকা গনীমতের মাল ও জিযিয়া হইতে সংগৃহীত হয় না, তাহার জন্য

গনীমত ও জিযিয়া সম্বন্ধে বিধানসমূহ অবগত হওয়া আবশ্যক নহে। কিন্তু আবশ্যক পরিমাণ জ্ঞানার্জন প্রত্যেকের প্রতি ওয়াজিব। উদাহরণস্বরূপ, ক্রয়-বিক্রয় হইতে যাহার আয় হইয়া থাকে, ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় বিধান অবগত হওয়া তাহার প্রতি ওয়াজিব; মজুরী দ্বারা যে ব্যক্তি জীবিকা লাভ করিয়া থাকে, ইজারা সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞান লাভ করা তাহার ওপর ওয়াজিব। এইরূপ প্রত্যেক পেশার জন্য পৃথক পৃথক বিধান রহিয়াছে। যে ব্যক্তি যে পেশা অবলম্বন করে তৎসম্বন্ধে বিধানাবলী অবগত হওয়া তাহার উপর ওয়াজিব।

দ্বিতীয় শ্রেণী ঃ নেক্কারগণের পরহিযগারী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। মুফতী যাহাকে হালাল অথচ সন্দেহমুক্ত নহে বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন তাহা বর্জন করাই এই শ্রেণীর পরহিযগারীর মধ্যে গণ্য।

সন্দেহযুক্ত বিষয় তিন প্রকার ঃ (১) যাহা বর্জন করা ওয়াজিব। (২) যাহা বর্জন করা ওয়াজিব নহে কিন্তু মুস্তাহাব। (৩) যাহা অমূলক সন্দেহের কারণে পরিত্যাগ করা হইয়া থাকে। যেমন কোন সন্দিগ্ধচিত্ত পরহিযগার ব্যক্তি কেবল সন্দেহেরবশে শিকারের গোশত আহার করেন না। তাঁহারা সন্দেহ করেন, হয়ত এই শিকার অপর কাহারও স্বত্বাধিকারে ছিল এবং তাহার নিকট হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। অথবা কোন ব্যক্তি মালিকের অনুমতিতে বিনাভাড়ায় তাহার কোন গৃহে বাস করিতেছে; হঠাৎ ধারণা হইল; হয়ত গৃহের মালিক মরিয়া গিয়াছে এবং হয়ত তাহার ওয়ারিসগণ ইহার মালিক হইয়াছে। এইরূপ ধারণায় গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়ে। সঠিকভাবে প্রমাণিত না হইলে এই সমস্ত ব্যাপারে এবংবিধ ধারণা অমূলক সন্দেহ মাত্র।

তৃতীয় শ্রেণী ঃ মুত্তাকীগণের পরহিযগারী। যাহা হারামও নহে সন্দেহযুক্তও নহে; বরং সাধারণ হালাল। কিন্তু ইহাতে এইরূপ আশংকা আছে যে, ইহার ফলে পরিশেষে কোন হারাম বা সন্দেহযুক্ত ব্যাপারে পতিত হইতে হইবে। মুত্তাকী লোকগণ এইরূপ কার্য হইতেও বিরত থাকেন। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন যে, সন্দেহযুক্ত ও আশঙ্কাজনক বিষয়ে পতিত হওয়ার ভয়ে সন্দেহযুক্ত ও আশংকাজনক বিষয় বর্জন না করা পর্যন্ত কেহ মুত্তাকী শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে না। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হারামে পতিত হওয়ার আশংকায় আমরা হালারের দশ ভাগের নয় ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছি। এইজন্যই একশত দিরহাম কাহাকেও কর্জ দিয়া তাহার নিকট হইতে নিরানব্বই দিরহামের অধিক তাঁহারা গ্রহণ করিতেন না। সব লইলে হয়ত অধিক হইয়া পড়িবে, তাঁহারা এইরূপ আশংকা করিতেন।

হযরত আলী ইব্ন মা'বাদ (র) বলেন ঃ আমি এক গৃহ ভাড়ায় রাখিয়া ছিলাম। একটি চিঠি লিখিয়া উহার কালি সেই গৃহের মাটি দ্বারা শুকাইতে ইচ্ছা করিলাম।

www.BANGLAKITAB.com

খেয়াল হইল, মাটিতে আমার কোন স্বত্ব নাই; ইহাদ্বারা কালি শুকাইব না। তৎপর মনে মনে বলিলাম, সামান্য মাটি লাগিবে, ইহার কি মূল্য আছে? অবশেষে সামান্য মাটি দ্বারা চিঠির কালি শুকাইলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, এক ব্যক্তি আমাকে বলিতেছেন- যে ব্যক্তি অন্য লোকের দেওয়ালের মাটিকে নগণ্য ও মূল্যহীন মনে করে, কিয়ামত দিবস সে বুঝিতে পারিবে।

দ্বিবিধ কারণে এই শ্রেণীর মুত্তাকীগণ অতি তুচ্ছ এবং নগণ্য বস্তুও বর্জন করিয়া থাকেন। (১) ইহার স্বাদ গ্রহণ করিলে মন আরও পাইতে আশা করিবে এবং (২) পরকালে মুত্তাকীগণের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার আশংকা। এইজন্যই শিশুকালে হযরত ইমাম হাসান (রা) সদ্‌কার একটি খুরমা মুখে দিলে রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলেন ঃ থু থু ফেল, থু থু ফেল; ইহা ফেলিয়া দাও। হযরত উমর ইব্‌ন আবদুল আযীয (র)-এর সম্মুখে লোকে গনীমতের কস্তুরী স্থাপন করিলে তিনি নাসিকা ঢাকিয়া বলিলেন ঃ গন্ধই ইহার ভোগের বস্তু এবং ইহা মুসলমান সমাজের প্রাপ্য। কথিত আছে, এক বুযর্গ এক রোগীর শিয়রে বসিয়াছিলেন। রোগী মারা গেলে তিনি প্রদীপ নিভাইয়া দিয়া বলিলেন ঃ এখন এই তৈল তাহার ওয়ারিসগণের হক।

হযরত উমর (রা) গনীমতের কস্তুরী গৃহে আনিয়া মুসলমান জনসাধারণের জন্য বিক্রয়ার্থ স্বীয় পত্নীকে বলিয়া দিলেন। একদা গৃহে অবস্থানকালে তাঁহার পত্নীর চাদর হইতে কস্তুরীর গন্ধ পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ ইহা কিসের গন্ধ? পত্নী বলিলেন ঃ আমি কস্তুরী ওজন করিতেছিলাম এমন সময় কিঞ্চিত পরিমাণে হাতে লাগিয়া গেল। উহা আমি চাদরে মুছিয়া ফেলিলাম। হযরত উমর (রা) সেই চাদর তাঁহার পত্নীর মাথা হইতে টানিয়া লইয়া ধুইতে ও মাটিতে ঘষিতে লাগিলেন। গন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিদূরীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি তদ্রূপ করিতেছিলেন। তৎপর তিনি উহা পত্নীকে দিলেন। যদিও এত সামান্য পরিমাণ ক্ষমার যোগ্য ছিল তথাপি ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা) অন্য বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ভয়ে সেই সামান্য গন্ধটুকু পর্যন্ত পত্নীকে উপভোগ করিতে দেন নাই। মুত্তাকীর সওয়াবলাভের আশায় এবং হারামে পতিত হওয়ার আশংকায় হালাল বস্তুও তিনি বর্জন করাইয়াছেন।

হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ এক ব্যক্তি মসজিদে উপবিষ্ট থাকাকালীন বাদশাহের মাল হইতে সুগন্ধি দ্রব্য জ্বালান আরম্ভ হইল, তখন সেই ব্যক্তির কি করা উচিত? তিনি বলিলেন ঃ তৎক্ষণাৎ তাহার বাহির হইয়া যাওয়া আবশ্যক যেন উহার গন্ধ তাহার নাসিকায় প্রবেশ না করে। ইহা হারামের নিকটবর্তী। কারণ, যে পরিমাণ সুগন্ধি তাহার নাসিকায় প্রবেশ করিবে এবং কাপড়ে লাগিবে, তাহাই উহার উপভোগ্য বস্তু।

হযরত ইমাম সাহেব (র)-কে পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হইল ঃ হাদীসের কিতাবের একটি পাতা পড়িয়া থাকিতে পাইলে মালিকের বিনা অনুমতিতে উহা হইতে নকল করিয়া লওয়া দুরস্ত আছে কি? তিনি বলিলেন ঃ না, দুরস্ত নহে।

যে মুবাহ কার্য পার্থিব শোভা-সৌন্দর্যের দিকে আকর্ষণ করে তাহার বিধানই উপরে বর্ণিত হইল। কারণ, মানুষ মুবাহ কার্যে লিপ্ত হইলে ইহা তাহাকে অন্যদিকে টানিয়া নিবে। এমন কি, যে ব্যক্তি হালাল খাদ্য উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিবে সে মুত্তাকীর শ্রেণীতে উন্নীত হইতে পারিবে না। কারণ, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিলে কামভাব জাগ্রত হইয়া উঠে এবং হৃদয়ে বাজে চিন্তা উদয় হওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা অত্যাধিক প্রফুল্লতা ও জ্ঞানশূন্যতা জন্মে।

দুনিয়াদারদের ধন-সম্পদ, ঘরবাড়ি ও বাগানাদির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করাও তদ্রূপ। কারণ, ইহাতে দুনিয়ার লোভ জাগ্রত হইয়া উঠে এবং ঐ সমস্তের অন্বেষণে মানুষকে বিব্রত রাখে, পরিশেষে দুনিয়ার লোভ তাহাকে হারামের দিকে পরিচালিত করে। এই জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ দুনিয়ার মহব্বত সকল পাপের অগ্রণী। দুনিয়ার মুবাহ বস্তু সম্পর্কেই তিনি ইহা বলিয়াছেন। কারণ, দুনিয়ার মহব্বত পার্থিব ধন-সম্পদ অন্বেষণে মানুষকে উন্মাদ করিয়া তোলে এবং তৎপর সে পাপে লিপ্ত হইয়া পড়ে। এমন কি আল্লাহ্‌র যিকিরও তখন তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না এবং আল্লাহ্‌র প্রতি একেবারে উদাসীন হইয়া পড়া চরম দুর্গতি ও দুর্ভাগ্যের কারণ। এই কারণেই হযরত সুফিয়ান সওরী (র) যখন এক ধনীর সুরম্য প্রাসাদের নিকট দিয়া অতিক্রম করিতেছিলেন তখন তাঁহার সহচর ইহা দেখিতে আরম্ভ করিলে তিনি তাঁহাকে নিষেধ করিয়া বলিলেন ঃ তোমরা এই সমস্তের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে ধনীরা এত অপব্যয় করিত না। সুতরাং তোমরাও এই অপব্যয়জনক পাপের অংশী।

হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌ন হাম্বল (র)-কে লোকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ বাসগৃহ ও মসজিদের দেওয়ালের চুনকাম করা কিরূপ? তিনি বলিলেন ঃ গৃহের মেঝে পলস্তরা করা দুরস্ত যাহাতে ধূলা না উড়ে। কিন্তু আমার মতে দেওয়ালে চুনকাম করা মাকরূহ। কারণ, ইহা সাজ-সজ্জার অন্তর্গত। পূর্বকালীন বুযর্গগণ বলেন ঃ যাহার পোশাক হালকা ও পাতলা, তাহার ধর্ম-প্রেরণাও অতি দুর্বল। হারামে পতিত হওয়ার আশঙ্কায় পবিত্র হালাল হইতেও নিবৃত্ত থাকা উচিত, এই উদ্দেশ্যেই এ স্থলে এ সমস্ত কথা উল্লেখ করা হইল।

চতুর্থ শ্রেণী ঃ সিদ্দীকগণের পরহিযগারী। তাঁহারা এমন বস্তুও পরিত্যাগ করেন যাহা হালাল এবং হারামেও নিক্ষেপ করে না। কিন্তু উক্ত হালাল বস্তু অর্জিত হওয়ার

www.BANGLAKITAB.com

উপাদানসমূহের কোন একটি উপাদানে কোন পাপের পরশ লাগিয়াছিল। সিদ্দীকগণের পরহিযগারীর কতিপয় দৃষ্টান্ত এ স্থলে বর্ণিত হইতেছে।

হযরত বিশরে হাফী (র) রাজা-বাদশাহদের খননকৃত নদী-নালার পানি পান করিতেন না। আরও বহু বুযর্গ হজ্জযাত্রার পথে রাজা-বাদশাহদের খননকৃত পুষ্কুরণীর পানি পান করিতেন না। রাজা-বাদশাহদের খননকৃত নদী-নালার পানি যে সমস্ত বাগানে সিঞ্চন করা হইত অনেক বুযর্গ সে সমস্ত বাগানের ফল খাইতেন না। হযরত ইমাম আহমদ ইব্ন হাম্বল (র) মসজিদে বসিয়া কাপড় সেলাই করা মাকরূহ মনে করিতেন এবং মসজিদে বসিয়া উপার্জন করা তিনি পছন্দ করিতেন না। লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল ঃ কবরস্থানের গম্বুজে নক্শা করা কিরূপ? তিনি বলিলেন ঃ আমার মতে ইহা মাক্রূহ। তিনি আরও বলেন, কবরস্থান পরকালের জন্য।

এক বুযর্গের গোলাম বাদশাহর গৃহ হইতে প্রদীপ জ্বালাইয়া আনিয়াছিল। ইহা জানিতে পারিয়া তিনি প্রদীপ নিভাইয়া ফেলিলেন। একরাত্রে এক বুযর্গের পাদুকার ফিতা ছিঁড়িয়া যায়। ঘটনাক্রমে সেই সময় বাদশাহের লোকেরা মশাল জ্বালাইয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই আলোতে তিনি ফিতা জোড়া দেওয়া পছন্দ করিলেন না। এক বুযর্গ মহিলা সূতা কাটিতেছিলেন। তখন বাদশাহের লোকেরা মশাল জ্বালাইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। কিন্তু তিনি সেই আলোকে সূতাকাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। অত্যাচারী লোক দ্বারা বন্দী হইয়া হযরত যুন্নুন মিসরী (র) কয়েকদিন বন্দীখানায় কষ্টে অতিবাহিত করেন। তাঁহার মুরীদ এক পুণ্যবতী মহিলা নিজ হস্তে প্রস্তুত সূতা বিক্রয়ে হালাল খাদ্য সংগ্রহ করতঃ তাঁহার জন্য বন্দীখানায় পাঠান। কিন্তু তাহা তিনি ভক্ষণ করেন নাই। সেই মহিলা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্ষুণ্ন মনে নিবেদন করিলেন ঃ আপনিও জানেন আমি যে খাদ্য প্রেরণ করিয়াছিলাম তাহা হালাল। কিন্তু আপনি ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও ইহা খাইলেন না কেন? তিনি বলিলেন ঃ এক অত্যাচারীর পাত্রে করিয়া উক্ত খাদ্য আমার সম্মুখে আনয়ন করা হইয়াছিল। জেল দারোগার হাতেই ছিল এই পাত্র। এক অত্যাচারীর হস্তে করিয়া সেই খাদ্য তাঁহার নিকট পৌঁছিয়াছিল এবং সম্ভবত তাহার হস্তের ক্ষমতা হারাম উপায়ে অর্জিত হইয়াছিল। এই জন্যই তিনি উক্ত খাদ্য ভক্ষণ করেন নাই। এই শ্রেণীর পরহিযগারী অতীব উচ্চস্তরের। ইহার হাকীকত যে উপলব্ধি করিতে পারিবে না সে ধোকায় পতিত হইবে। এমন কি, সে কোন ফাসিকের হাতে খাদ্য গ্রহণ করিবে না। কিন্তু ব্যাপারটি এইরূপ নহে। বরং ব্যাপারটি এমন অত্যাচারীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে হারাম ভক্ষণ করে এবং হারাম উপায়েই তাহার ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোন ব্যভিচারীর ক্ষমতা ব্যভিচার লব্ধ নহে।

সুতরাং ব্যভিচারী ব্যক্তি যদি কাহারও সম্মুখে খাদ্য পৌঁছায় তবে হারাম উপায়ে অর্জিত ক্ষমতা এই খাদ্য পৌঁছাইবার কারণ হইবে না।

হযরত সির্রী সাকতী (র) বলেনঃ একদা এক প্রান্তর দিয়া অতিক্রমকালে একটি ঝরণার নিকট উপস্থিত হইলাম। পার্শ্বে বৃক্ষ-পত্র দেখিয়া উহা ভক্ষণ করিতে মনস্থ করিলাম। কারণ, তথায় হয়ত ইহাই আমার জন্য হালাল খাদ্য হইবে। এমন সময় অদৃশ্যবাণী হইল ঃ যে শক্তি তোমাকে এই স্থান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিল উহা কোথা হইতে আসিল ? ইহাতে লজ্জিত হইয়া আমি ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। সিদ্দীকগণের পরহিযগারীর স্তর এইরূপ উন্নতই হইয়া থাকে। তাঁহারা এই প্রকার সতর্কতার সহিত সূক্ষ্ম চিন্তা করিয়া দ্রব্যাদির বিচার করিয়া থাকেন। কিন্তু বর্তমানকালে তৎপরিবর্তে লোকে কেবল বস্ত্রাদি ধৌত করার ব্যাপারে এবং পাক পানি অন্বেষণ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া থাকে। এইগুলিকে পূর্বকালীন বুযর্গগণ সাধারণ ব্যাপার মনে করিতেন। তাঁহারা খালি পায়ে পথ চলিতেন এবং যে পানি জুটিত তাহাতেই উযু-গোসল সমাধা করিতেন। অঙ্গ-বস্ত্র পরিষ্কার করা বহিরাঙ্গের সাজসজ্জা ও শোভামাত্রা। এই পরিচ্ছন্নতার প্রতি কেবল মানুষের দৃষ্টিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বস্তুতঃ প্রবৃত্তির তাড়না ধোকা দিয়া এই বাহ্য পরিচ্ছন্নতার দিকে মুসলমানকে ব্যাপৃত রাখে। পক্ষান্তরে পূর্বকালীন বুযর্গগণের পরিচ্ছন্নতা ও পবিত্রতা অন্তরের সাজসজ্জা ও শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। আল্লাহ ইহাই দেখিয়া থাকেন। মানবের দৃষ্টি তৎপ্রতি পতিত হয় না বলিয়া এই অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা নফসের নিকট অতীব কষ্টকর বলিয়া বোধ হয়।

পঞ্চম শ্রেণী ঃ আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রকৃত একত্ববাদিগণের পরহিযগারী। আহার, নিদ্রা, কথন ইত্যাদি যাহা একমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নহে- তৎসমুদয়কেই তাঁহারা নিজেদের উপর হারাম বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একমাত্র এক আল্লাহ্ এবং তাহারাই পরিপূর্ণ একত্ববাদী। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ সম্পর্কে একটি ঘটনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। হযরত ইয়াহইয়া ইব্ন মু'আয (র) একদা ঔষধ সেবন করিলে তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে গৃহ মধ্যে কয়েকবার পায়চারী করিবার জন্য বলিলেন। তিনি বলিলেন ঃ আমি এইরূপ পায়চারী করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। ত্রিশ বৎসর যাবত আমি আমার কার্য ও গতিবিধির হিসাব রাখিতেছি যেন আল্লাহ্র উদ্দেশ্য ব্যতীত অপর কোন উদ্দেশ্যেই আমি নড়াচড়া না করি। মোটকথা, এই সকল বুযর্গের অন্তরে ধর্ম সম্বন্ধীয় কোন প্রকার সৎকল্পের উদয় না হইলে তাঁহারা নড়াচড়াই করেন না। তাঁহারা আহার করিলে এই পরিমাণই আহার করিয়া থাকেন